উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সিঙ্গুরে জমি-কাঁটা ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১০°	২৭°	১১°	২৭°	১১°	২৪°	১২°

আকাশসীমা বন্ধ করল ইরান ৭

দেবের ছবিতে ফিরছেন ‘কাজহীন’ অনির্বাণ
স্বরূপের সঙ্গে সংঘাত! ৮

২ মাঘ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 16 January 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 238

রাজ্যকে সুপ্রিম-ধাক্কা

মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায় প্রশ্ন

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : আপাতত পুলিশি তদন্তে লাগাম। আইপ্যাক-এ ইডি’র হানা সংক্রান্ত মামলাকে নিছক তদন্ত বলে দেখছে না সুপ্রিম কোর্ট। বরং সাংবিধানিক সংকট হিসাবে চিহ্নিত করল বৃহস্পতিবার। বিষয়টির গুরুত্ব আছে বলে ফের শুনানির দিন ঠিক করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ৩ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী শুনানির আগে রাজ্য সরকার ও ইডি- দু’পক্ষের হলফনামা চাওয়া হয়েছে। কার্যত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে নোটিশও জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

ইডি এই মামলায় নিজেদের আধিকারিকদের রক্ষাকবচ চেয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের কাছে। কলকাতার শেক্সপিয়র সরণি ও সল্টলেক ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা চারটি এফআইআর-এর ওপর স্থগিতাদেশ দিয়ে কার্যত সেই ‘কবচ’ দিল বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র ও বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলির ডিভিশন বেঞ্চ।

মামলার পর্যবেক্ষণে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করেছে বেঞ্চ। যেমন, বিচারপতিদের কথায়, কোনও কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার কোনও রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি কাজে হস্তক্ষেপের অধিকার নেই ঠিকই। তবে সৎ উদ্দেশ্যে তদন্ত করলে শুধু দলের কাজ যুক্তি দেখিয়ে কি কেন্দ্রীয় সংস্থাকে তার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে?

সুপ্রিম কোর্টের মতে, এটা দেখা দরকার যে, কোনও অপরাধী রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার আড়ালে লুকিয়ে রেহাই না পেয়ে যায়। এই মামলায় উত্থাপিত প্রশ্নগুলির মীমাংসা না হলে দেশের এক বা একাধিক রাজ্যে আইন না মানার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কাও প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত।

আদালতের উদ্বেগ

কলকাতা হাইকোর্টে চলা বিশৃঙ্খলা এবং ইডি বনাম রাজ্য সরকারের সংঘাত নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

ইডি’র অভিযোগ

আইপ্যাক সহ-প্রতিষ্ঠাতা প্রতীক জৈনের বাড়ি থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ সরিয়ে নিয়েছেন।

মমতার পক্ষের যুক্তি

আইপ্যাকের কাছে দলের নির্বাচনি কৌশল ও গোপন তথ্য থাকে, যা রক্ষা করার অধিকার দলীয় প্রধান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর রয়েছে।

আইপ্যাক অধিকর্তা প্রতীক জৈনের কলকাতার বাড়ি ও দপ্তরে ইডি’র তল্লাশি ও তাতে মুখ্যমন্ত্রীর বাধাদানের অভিযোগে এই মামলা। ইডি’র অভিযোগের ভিত্তিতে সেই মামলায় বৃহস্পতিবার পরবর্তী নির্দেশ না

এরপর দশের পাতায়

ক্ষোভের আগুনে পুড়ছে বিডিও অফিসে রাখা বেঞ্চ সহ অন্য সামগ্রী। চাকুলিয়ায় বৃহস্পতিবার।

চাকুলিয়ায় জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ

শুনানি-ক্ষোভে অগ্নিগর্ভ

নিউজ ব্যুরো

১৫ জানুয়ারি : কম্পিউটার সহ একাধিক আসবাবপত্রের পাশাপাশি মহাত্মা গান্ধির মূর্তি ভাঙচুর। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। এসআইআর প্রক্রিয়ায় তথ্যগত অসংগতির নামে অযথা হয়রানির অভিযোগে প্রতিবাদ জানিয়ে বাসিন্দারা এভাবেই তাঁদের ক্ষোভ জানালেন। বৃহস্পতিবার গোটা চাকুলিয়াজুড়ে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সপাটবাড়ি, বিজুলিয়া, ভুঁইধর চাকুলিয়া বাজার, বিহেরিয়া প্রভৃতি এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

বিডিও অফিসে হিয়ারিংয়ের জন্য রাখা বেঞ্চ ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। অফিসের সহায়তাকেন্দ্রে থাকা কম্পিউটার সহ একাধিক আসবাবপত্র ও সামগ্রী পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ভাঙচুরে ক্ষতিগ্রস্ত বিডিও অফিসকে এখন চেনা দায়। এদিনের ঘটনায় শুনানি প্রক্রিয়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ এগিয়ে এলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে তাদের খণ্ডযুদ্ধ বাধে। পুলিশ লাঠিচার্জ করলে বেশ কয়েকজন বাসিন্দা জখম হন। পালটা আক্রমণে উত্তেজিত জনতা পুলিশের দিকে ইট-পাথর ছুড়তে থাকে। চাকুলিয়া থানার আইসি রাজু সোনার সহ একাধিক পুলিশকর্মী আহত হন।

তাঁদের তড়িঘড়ি স্থানীয় হাসপাতালের ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাইরে জনতা হাসপাতাল চত্বরে দাঁড় করানো পুলিশের একটি গাড়ি ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে ইসলামপুর পুলিশ জেলার এসপি জেবি থমাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দফায় দফায় কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। পরে চাকুলিয়া বাজারে তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়।

এসপি বলেন, ‘বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিডিও অফিসের সামগ্রী ভাঙচুর করা হয়েছে। একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছে। বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। তাঁরা চিকিৎসাধীন। যারা ভাঙচুর করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।’ ঘটনায় ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইসলামপুর ও আশপাশের থানাগুলিতে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করে এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে। বহুবার চেষ্টা করা হলেও ফোনে সাড়া না দেওয়ায় গোয়ালপোখর-২’এর বিডিও সুজয় ধরের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এদিকে, রাজ্যে চলতি এসআইআর শুনানি ঘিরে একের পর এক চরম অশান্তির ঘটনায় নির্বাচন কমিশন উদ্বিগ্ন। কমিশনের উদ্বেগের কথা

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

গ্রাম হাতে রইলেও শহর হারাচ্ছে তৃণমূল

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

আলো, আলো এবং আলো। বিকেলকে সরিয়ে কলকাতার রাস্তায় সন্ধে হাজির হলে চারদিকে এখন আলো। এই ঔজ্জ্বল্য সব সময় আলোর রিভলভার হাতে নির্জনতাকে চড়া গলায় বলে চলে, ‘হ্যান্ডস আপ। দূর হটো।’ তার আলো চাই, আলো।

শহরকে আলোর মালা পরিয়ে দেওয়ার পেছনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরপিতাদের হাত রয়েছে অনেকটাই। নদীতীর জেগে উঠেছে আলোয়, হাসপাতালের গেটে আর আগের মতো শবদেহ বহনের খাটের পাহাড় নেই। বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে না আগের মতো। বিশাল গেট মনে করায় কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারগুলোকে।

এবং এই ঝকঝকে দৃশ্যাবলিই শেষকথা নয় ভোটের বঙ্গ-রঙ্গবাজারে। যেখানে সবকিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠছে হিন্দু-মুসলিম, বাঙালি-অবাঙালি লড়াই, যার তীব্রতা আগে দেখেনি বাংলা। এই বাংলা আর সেই বাংলা নেই। যে ধর্ম না মানা, জাতপাত না মানা, সব সম্প্রদায়কে সমান গুরুত্ব দেওয়া আধুনিকমনস্ক বাংলাকে সমীহ করত বাকি ভারত।

এসবের মাঝে পরিস্থিতি মনে করিয়ে দিচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের শেষ দিকের পরিস্থিতি। যখন কলকাতা সমেত অধিকাংশ শহর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল শাসকদের উপরে। শাসকের ঔদ্ধত্য, দুর্নীতি এবং দলবাজি ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল জনতাকে। অথচ বাম শাসক রাজ্যের ক্ষমতায় থেকে যেত গ্রামের ভোটের জোরে। গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার কথা প্রথমে বলতেন নকশাল নেতারা। এখন বলছেন অনেকেই। অনেকটা ওই স্টাইলেই বিমান বসু বা

এরপর দশের পাতায়

এসআইআর আবহে আতঙ্ক

জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত ২০ হাজার মানুষ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৫ জানুয়ারি : কেউ বসবাস করছেন ৫০ বছর, কেউ আবার ৩০ বছরেরও বেশি। অনেকে আবার ঠিক কত বছর ধরে বসবাস করছেন তা মনে করতে পারছেন না। কিন্তু এত বছর ধরে বসবাস করলেও আজও জমির অধিকার পাননি নাগরিকরা। ফালাকাটা পুর এলাকার অন্তত ২০ হাজার মানুষ এই জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত। জমির কাগজপত্র না থাকায় ‘হাউজিং ফর অল’ প্রকল্পে যেমন ঘর পেতে সমস্যায় পড়ছেন বাসিন্দারা, তেমনি আবার অনেকের এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ এসেছে। এক্ষেত্রে জমির কাগজপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু জমির কাগজপত্র না থাকায় এখন বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করলেও তাঁদের মিলছে না ব্যাংক ঋণ। এমনকি পুরসভা থেকে বিল্ডিং প্ল্যান পাশের ক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে। সবমিলিয়ে শহরের এত বিপুল সংখ্যক মানুষ এখন পড়েছেন মহাফাঁপরে।

বাসিন্দাদের জমির অধিকার দিতে নিরুপায় পুরসভাও। পুরসভার চেয়ারম্যান অভিজিৎ রায় বলেন, ‘শহরের ১৮টি ওয়ার্ডেই একাধিক চরিত্রের জমি আছে। বিশেষ করে সেনাবাহিনীর জমি, কৃষি পাট্টা, রায়তি জমি, ওয়াকফ বোর্ডের জমি, নদী এলাকার জমিও আছে। এইসব জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে মানুষজন বসবাস করলেও ভূমির চরিত্র বদল হয়নি। তাই তাঁরা জমির অধিকার পাচ্ছেন না। যদিও আমরা ভূমি দপ্তরের মাধ্যমে সমস্যা মেটাতে উদ্যোগ নিয়েছি।’

ফালাকাটার এই জমির সমস্যা নাকি দীর্ঘদিনের। কিন্তু এই সময় হঠাৎ করে কেন জমির বিষয়টি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল? এর পিছনে নাকি সাম্প্রতিক সময়ে চলতে থাকা এসআইআর মূল কারণ। যাঁদের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম পাওয়া যায়নি কিংবা যাঁদের পরিবারের বিষয়ে তথ্য মেলেনি তাঁরাই এখন মূল সমস্যায় পড়েছেন। এই ভোটারদের এসআইআর খসড়া তালিকায় নাম ওঠেনি। তাই তাঁদের শুনানির জন্য নোটিশ ইস্যু হয়েছে। কিন্তু নাগরিকরা ভেবেছিলেন তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। জমির কাগজপত্র দেখালেই হয়ে যাবে। আর এখানেই সমস্যার বিষয়টি উঠে এসেছে। যাঁরা ভেবেছিলেন এসআইআর শুনানিতে জমির কাগজপত্র দেবেন তাঁরা এখন বিপদে পড়েছেন। কারণ তাঁদের নামে কোনও জমির কাগজপত্র নেই। কোনও জমির মালিকানাই তাঁদের নেই। আর এখন তাই নাগরিকরা জমির অধিকারের দাবিতে পুরসভার দ্বারস্থ হয়েছেন।

- জমির কাগজপত্র না থাকায় ‘হাউজিং ফর অল’ প্রকল্পে ঘর পেতে সমস্যা
- অনেকের এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ এসেছে, এক্ষেত্রে জমির কাগজপত্র গুরুত্বপূর্ণ
- শহরের ১৮টি ওয়ার্ডেই জমির কমবেশি সমস্যা, এতদিন তা চাপা পড়ে থাকলেও এসআইআর আবহে প্রকাশ্যে এসেছে

এরপর দশের পাতায়

MADE WITH PRIDE IN INDIA | CUSTOMER CARE NO 080-6000 4411 | Shop Online on judgeappliances.com

*শর্তাবলি প্রযোজ্য, কেটে দেওয়া মূল্য গুলি নির্ধারিত MRP মূল্য (ট্যাক্স সমেত) ; তার নীচে উল্লেখিত মূল্যগুলি অফারমূল্য। অফারগুলি অন্য কোন প্রমোশন, ব্যাংক সহ এক্সচেঞ্জ অথবা কুপনের অফারে বৈধ নয়। সারা ভারতে শুধুমাত্র বাছাই করা মডেলের ওপরই অফার স্টক থাকা অবধি বৈধ। ACE নন-স্টিক 3 পিস সেটে পাবেন ফ্রাই প্যান 20cm , ওমনি তাওয়া 25cm এবং 20cm ঢাকনা সহ কড়াই। JUDGE® ভারতে হরউড হোমওয়্যার্স লিমিটেড কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেডমার্ক। সম্পূর্ণ নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য আপনার নিকটবর্তী প্রেস্টিজ এক্সক্লুসিভ / ডীলার আউটলেটে পরিদর্শন করুন। শুধুমাত্র বাছাই করা উৎপাদনগুলিতে 55% অবধি ছাড় ,স্টক থাকা অবধি প্রযোজ্য। অফারগুলি 13 ডিসেম্বর 2025 থেকে 20 জানুয়ারী 2026 অবধি বৈধ।

টিকিটে বিশেষ ছাড়ের ভাবনা নিগমের

৬টি ভলভো স্লিপার বাস উদ্বোধন আজ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৫ জানুয়ারি : বসে যাওয়ার জন্য ছয়টি ভলভো বাস আগেই চালু হয়েছে। এবার ভলভো স্লিপার বাস চালু করতে চলেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। শুক্রবার শিলিগুড়ি থেকে ছয়টি ভলভো স্লিপার বাসের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার রাতে বাসগুলি কোচবিহারের বাস টার্মিনাসে নিয়ে আসা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। নিগমের পরিবহণে এ ধরনের পরিষেবা এই প্রথম। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, এই স্লিপার ভলভো বাসগুলি কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলা থেকে চলবে। তবে গাড়িগুলি কোন রুট দিয়ে চলাচল করবে বা সময়সূচি কী হবে বা যাত্রীদের কত ভাড়া দিতে হবে সে বিষয়ে অবশ্য এখনও কিছু জানা যায়নি।

এনিয়ে নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'শুক্রবার শিলিগুড়ি থেকে বাসগুলির ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেসময় জেলা শাসক সহ আমরা কোচবিহারের বাস টার্মিনাসে উপস্থিত থাকব।' তবে রিভলভিং সিটে বসে যাওয়ার ভলভো বাসগুলি প্রথম চালু হওয়ার সময় নিগমের তরফে বেশ কিছুদিন ছাড় দেওয়া হয়েছিল। এবার সেরকমই নতুন বাসগুলির ক্ষেত্রে ছাড় থাকবে বলে নিগম সূত্রে খবর।

নিগমের কাছে প্রায় ৭০০ বাস রয়েছে। এর মধ্যে দৈনিক গড়ে ৫৫০ থেকে ৬০০টি বাস চালানো হয়। পরিষেবার উন্নতির জন্য এর আগে ৩০টি সিএনজি বাস কিনেছে নিগম। খুব শীঘ্রই আরও ৬০টি বাস আসবে বলে চেয়ারম্যান জানিয়েছেন। পাশাপাশি কয়েক মাস আগে প্রথমবার ছয়টি ভলভো বাসও চালু হয়েছে। তবে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি থেকে দিঘাগামী বাসগুলিতে সেভাবে যাত্রী না মেলায় সেগুলি বর্তমানে শিলিগুড়ি থেকে ভায়া কলকাতা হয়ে দিঘা যাতায়াত করছে। ফলে স্লিপার বাসগুলির জন্য কত যাত্রী পাওয়া যাবে, তা নিয়েও সংশয় থাকছেই।

যদিও চেয়ারম্যান এদিন জানিয়েছেন, গত ডিসেম্বরে তাদের ট্রাফিক রেভেনিউ ১৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। যা নিগমের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

এনবিএসটিসি'র ভলভো বাস প্রস্তুত। ছবি : জয়দেব দাস

এআই প্রশিক্ষণ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৫ জানুয়ারি : শুধু অফিসের কাজ বা বিনোদন ক্ষেত্রেই নয়, পড়াশোনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এআই। তাই পড়ুয়াদের এআই সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে যৌথভাবে সার্টিফিকেট কোর্স করানোর উদ্যোগ নিয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ, রিলায়েন্স জিও এবং গুগল। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলে আয়োজিত একটি সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা পড়ুয়া ও শিক্ষকদের এআই প্রশিক্ষণ দেন। নবম শ্রেণির আদ্রিপন রায় বলে, 'এআই শেখার আগ্রহ আরও বাড়ল।' প্রিন্সিপাল সোমাতারুণ দত্তের কথায়, 'পড়াশোনার ক্ষেত্রে এআইয়ের সহায়তা নেওয়া অবশ্যই ভালো উদ্যোগ হবে।'

ফালাকাটার টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলেও এআই সংক্রান্ত এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রিন্সিপাল নিলয় মণ্ডল সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা। এই কর্মশালার জন্যে পড়ুয়ারা দারুণভাবে উপকৃত হল বলে জানান স্কুলের প্রিন্সিপাল।

পাশাপাশি, শিলিগুড়ির টেকনো ইন্ডিয়ার গ্রুপ পাবলিক স্কুলের নবম ও একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। স্কুলের প্রিন্সিপাল নন্দিতা নন্দী বলেন, 'কীভাবে এআই-এর সঠিক ব্যবহার করতে হবে তা পড়ুয়াদের বোঝানোর জন্য এধরনের কর্মশালা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

DR. GRAHAM'S HOMES SCHOOL, KALIMPONG

Vendor registration for supplies for further details refer to **www.drgrahamshomes.net**

Block Development Officer, Alipurduar - I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/BDO-ET/24/2025-2026. Dt. 13.01.2026** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any Corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

Block Development Officer, Alipurduar - I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/BDO-ET/23/2025-2026. Dt. 12.01.2026** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any Corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

Block Development Officer, Alipurduar - I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/BDO-ET/22/2025-2026. Dt. 13.01.2026** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any Corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৭৯৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৮০০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

WANTED TEACHERS FOR SILIGURI PATH BHAWAN HAKIMPARA, SILIGURI

Primary Teachers For :
Mathematics : Preferably B.Sc. D. El. Ed.
Bengali : Preferably B.A (Bengali). D. El. Ed
Candidates must have basic computer knowledge.
Interested Candidates may join for Walk-in-Interview at 12.30 pm on 17.01.2026 at school premises.

Recruitment Notice

Memo no.193, Dated: 14.01.2026

Online Applicants are invited from intending candidates on contractual basis for the post of Specialist (Paediatrics) & Specialist (G&O) on contractual basis under NHM for District Health & Family Welfare Samiti, Cooch Behar. For details please visit **www.coochbehar.nic.in** & **www.wbhealth.gov.in**

Sd/-
CMOH and Secretary
District Health and Family Welfare Samiti, Cooch Behar

Tender Notice

E-tenders are invited for:

Proposal for Selection of Private Partner for Establishment, Operation, Maintenance and Management of Fair Price Medicine Shops for drugs & medicines, consumables at Rambi RH, Pedong RH and Gorubathan BPHC, Kalimpong, GTA under Public Private Partnerships (PPP) Mode. Last date:-27/01/2026 For details visit: **www.wbtenders.gov.in.** The CMOH Office, Kalimpong, **Email: cmohkalimpong1@gamil.com**

Sd/-
Chief Medical Officer of Health Kalimpong

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং.: ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪০২, তারিখ: ১৪.০১.২০২৬, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফার্ম/এজেন্সী/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **কাজের নাম:** ''মালদা টাউন ডিভিসনে স্টেশনে লাইটিংয়ের জন্য এমার্জেন্সী বিদ্যুৎ সরবরাহ (এটি) সহ প্ল্যাটফর্ম শেডে লাইট, ফ্যানের ব্যবস্থা'' সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৯৬,৩২,৯১৪.১৮ টাকা, **বায়নামূল্য:** ২,৪৮,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়:** ২২.০১.২০২৬ থেকে ০৫.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড:** ওয়েবসাইট: **www.ireps.gov.in,** নোটিস বোর্ড: সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/ অফিস/মালদা টাউন। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

MLD-295/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এ-ও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Corrigendum Notice of NIT No.DDP/N-67 of 2025-26 (Sl.No.5&6)

Closing date extended upto 23/01/2026 at 12.00 Hours.

Details of NIT may be seen in the **Website www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Expression of interest (EOI) in sealed envelopes from State/Central PSUs for supply of high quality Wood Gas Stoves for Tea Gardens of West Bengal are invited. Last date : 27-01-2026.
Visit : **labour.wb.gov.in.** Welfare Commissioner, West Bengal Labour Welfare Board, Labour Department, Government of West Bengal, P-3, C.I.T. Scheme, VII- M, Kankurgachi, Kolkata - 700054

Sd/-
Welfare Commissioner
West Bengal Labour Welfare Board

অ্যাফিডেভিট

আমি, Ram Bahadur Chettri আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাবার নাম ভুল থাকায়, গত 18/11/25 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে (বাবা) G.B. Chettri থেকে J.B. Chettri নামে পরিচিত হলো। উভয় একই ব্যক্তি। (C/120013)

•

আমি Santanu Saha, S/o Uttam Kumar Saha বাসস্থান ঃ Pioneer Residency, Hakimpara, Siliguri, 734001. আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No. B/2024/1304293 মেয়ের নাম Shreenika Saha আছে, যা Saanvi Saha তে পরিবর্তনের জন্য গত 17.07.2025-এ E.M Court, Siliguri তে অ্যাফিডেভিট করা হয়। যার দ্বারা আমার মেয়ে Shreenika Saha এবং Saanvi Saha এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। (C/120010)

•

12/1/26 তুফানগঞ্জ ১ম ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে 8,9,10 নং অ্যাফিডেভিটে জানাচ্ছি আমার সঠিক নাম Najrul Miya, আমার পুত্র ও কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে উল্লেখ আছে Najuddin Haque। Najrul Miya ও Najuddin Haque এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। আমার স্ত্রী সঠিক নাম Safiya Bibi, ভুলবশত উল্লেখ আছে Chhabiya Bibi। Safiya Bibi ও Chhabiya Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (D/S)

•

ভোটার I. Card No. WB/01/004/420440 এবং ভোটার লিস্ট (2002) পার্ট নং 141, 4 কোচবিহার উত্তর বিধানসভা, ক্রমিক নং 426 আমার নাম ভুল থাকায় গত 14-01-26, J.M. (1st Class), 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Narendra Nandi এবং Naren Nandi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গুঞ্জবাড়ী, রামভোলা হাইস্কুলের নিকটে, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/118995)

ABRIDGE TENDER NOTICE

Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned various work under Harirampur Panchayat Samity. Details please see official notice board for details Notice.
Ref. NIT- 26/OF/HRP/PS/DD to 31/OF/HRP/PS/DD, Dated-06.01.2026 & 07.01.2026.
Last date of submission- 14-01-2026 upto 02.00 P.M.
Date of opening tender- 14-01-2026 after 03.00 P.M.

Sd/- E.O.
Hrp PS. D/Dinajpur

হারানো/প্রাপ্তি

আমি নরসিং নার্জিনারি কালচিনি ব্লকের উত্তর মেন্দাবাড়ির বাসিন্দা। ২০/১২/২৫ তারিখ কালচিনি যাওয়ার পথে আমার Cast Certificate হারিয়ে যায়। ১২/০১/২৬ তারিখ কালচিনি থানায় নিখোঁজ ডাইরি জমা করেছি। কেউ খুঁজে পেলে কালচিনি থানায় জমা দেওয়ার অনুরোধ জানাই। (C/120012)

অ্যাফিডেভিট

I, Mominur Mia, S/o Samsuddin Mia, resident of Jharna Busty, Jaigaon. My mother name is Momena Bibi. On 21/8/25 by affidavit at Alipurduar court it is declared that Mominur Mia and Mominur Miya, my father Maziruddin Miya and Samsuddin Mia & mother Momena Bibi and Nur Asma Khatun same & one identical person. (C/120004)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 20000883951 আমার নাম ভুল থাকায় গত 13-1-26, নোটারি পাবলিক, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Keshab Dutta এবং Keshab Ch. Dutta এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। উপরোল্লিখিত ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজ ও তথ্যাদিতে Keshab Ch. Dutta মুছে দিয়ে Keshab Dutta নাম নথিভুক্ত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। মান্টু দাস গুপ্ত পল্লী, রামভোলা স্কুলের নিকটে, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলাঃ কোচবিহার। (C/118993)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
ONE TWO CHA CHA CHA
*ing : Harsh Mayar, Nyara Banerjee, Ashutosh Rana
Time : 1.15P.M., 4.15P.M. & 7.15P.M.

From 9th January to 18 January at
Dinabandhu Mancha Siliguri
PRAJAPATI 2
(Bengali Cinema)
Time : 4 P.M. & 7 P.M.

Abridge Copy of e-Tender for Notice and Corrigendum-I & II being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division **vide e-NIT No- 18/APD/WBSRDA/DPRHFDPTRC/25-26, Dated-14.01.2026** Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.

Sd/-
EE/WBSRDA/APD DIV

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ গোত্র, দুপুর ১.১৫ দেবা, বিকেল ৪.৩০ অগ্নি, সন্ধে ৭.৪৫ শুধু তোমার জন্য, রাত ১০.৪৫ পতি পরমেশ্বর
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রণক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ তুলকালাম, বিকেল ৪.০০ চ্যাম্পিয়ন, সন্ধে ৭.০০ বিদ্রোহ, রাত ১০.১৫ বাদশা-দ্য ডন
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, বিকেল ৪.০০ মঙ্গলদীপ, সন্ধে ৭.০০ মেমসাহেব, রাত ১০.০০ অভিমন্যু
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হারানের নাতজামাই
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আবিষ্কার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ শঙ্খচূড়
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৭ কুগল কুট্টাপ্পা, দুপুর ১.৫১ কোই মিল গয়া, বিকেল ৪.৫৮ এক্সট্রা অর্ডিনারি ম্যাম, সন্ধে ৭.৩০ ক্রান্তিবীর
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.১০ ম্যায় হুঁ না, বিকেল ৪.০০ গুন্ডারাজ, সন্ধে ৬.৫০ ইতিহাস, রাত ৯.১০ যোদ্ধা, ১১.৫৮ দিওয়ানা তেরে নাম কা
স্টার মুভিজ : দুপুর ১.১৪ টেকেন-থ্রি, বিকেল ৩.০০ দ্য ক্যাপ্টেন, ৪.৫০ ক্রুয়েলা, সন্ধে ৬.৫৮ ডাম্বো, রাত ৮.৪৫ অ্যাকুয়াম্যান অ্যান্ড দ্য লস্ট কিংডম, ১০.৪৪ মেজ রানার
এমএনএক্স : দুপুর ২.০৫ রেসিডেন্ট এভিল, বিকেল ৩.২৫ দ্য ম্যাট্রিক্স রেজারেকশনস, সন্ধে ৭.৩০ দ্য পিঙ্ক প্যান্থার, রাত ১১.৩০ দ্য নান টু

মেমসাহেব সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা সোনার

পিকনিক পর্ব

মাটন মুমতাজ কারি তৈরি শেখাবেন মধ্যমা মুখার্জি। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

ডাম্বো সন্ধে ৬.৫৮ স্টার মুভিজ

বাংলা দলে কালচিনির বিকি

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : সন্তোষ ট্রফির বাংলা দলে সুযোগ পেলেন আলিপুরদুয়ারের বিকি থাপা। এর আগেও আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে শুভম রায় ও আদিত্য থাপা সন্তোষ ট্রফির বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল বিকির নাম। বুধবার বাংলা দলে বিকির নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে জেলার ক্রীড়া মহল। সুযোগ পেয়ে বিকি বলেন, 'খুব আনন্দ হচ্ছে। নিজের একশো শতাংশ দিয়ে ভালো খেলার চেষ্টা করব। বাংলা দলের জার্সি পরে খেলাটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো।' সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার প্রথম ম্যাচ নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এই মুহূর্তে জোরকদমে অনুশীলন করছেন বছর পঁচিশের এই তরুণ।

বিকির বাড়ি কালচিনি ব্লকে দলসিংপাড়া রংবাহাদুর বস্তিতে। ছোট থেকেই ফুটবলের প্রতি তাঁর আগ্রহ। মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে বা টিভিতে ফুটবল ম্যাচ দেখতে দেখতে খেলার প্রতি ভালোবাসা আরও বেড়ে যায়। ১৩ বছর বয়স থেকে বিকি ফুটবলের প্রশিক্ষণ শুরু করেন। বিকির বাবা বিনয় থাপা পেশায় গাড়ির চালক। তিনিও অবশ্য একসময় ফুটবল খেলতেন। মা ভগবতী থাপা সংসার সামলান। বিনয় বলেন, 'ছোট থেকেই বিকির ফুটবলের প্রতি আগ্রহ। ছেলে আরও বড় জায়গায় যাক এই প্রার্থনা করছি।'

বিকি সন্তোষ ট্রফির জন্য ট্রায়াল দিয়েছিলেন সল্টলেক ট্রেনিং গ্রাউন্ডে। সেখানে ভালো প্রদর্শনের পরেই বাংলা দলে ডাক পেয়েছেন। বিকি ফুটবল শেখা শুরু করেন দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমিতে। হেঁটে অনুশীলনে যেতেন। প্রতিদিন ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা অনুশীলন করতেন। ওই অ্যাকাডেমিতেই টানা ১০ বছর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বিকি ২০১৮-'১৯ মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে খেলেছেন। পাশাপাশি রাজ্যের বাইরে গিয়ে ত্রিপুরা লিগে এগিয়ে চলো সংঘ, দিল্লি লিগে হিন্দুস্তান ক্লাব, সিকিমে হিমালয়ান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। ২০২৫ সাল থেকে তিনি কলকাতার ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের হয়ে সেকেন্ড ডিভিশনে আই লিগ ও কলকাতা লিগেও খেলেছেন।

বিকি মিডফিল্ড পজিশনে খেলেন। তাঁর পছন্দের ফুটবলার পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও ভারতের অনিরুদ্ধ থাপা। আগামীতে তিনি ভারতের হয়ে খেলতে চান। দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সচিব সঞ্জয় গুপ্ত বলেন, 'আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের অ্যাকাডেমির আদিত্য থাপা সন্তোষ ট্রফির চ্যাম্পিয়ন দলে ছিল। এবার বিকি সুযোগ পেয়েছে।'

কর্মখালি কর্মখালি কর্মখালি

P.C. Chandra Jewellers শিলিগুড়ি শো-রুমের জন্য পুরুষ **সেল্‌স ম্যান** প্রয়োজন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা- **ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েট** এবং কম্পিউটার জানা আবশ্যক। বয়স- ২১ হইতে ২৮ বছর।
বায়োডাটা সহ রঙিন ফোটো নিয়ে প্রার্থী নিজে যোগাযোগ করুন অতি সত্বর।
WALK-IN INTERVIEW ON 18.01.2026 @ 12:00 PM. TO 5:00 PM.
P.C. CHANDRA JEWELLERS
RAJANI CENTRE, HILL CART ROAD, M: 8100714630
email: pccsiliguri@pcchandraindia.com

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মপ্রার্থীরা নতুন চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। জমি, বাড়ি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। ব্যবসায় সামান্য মন্দা। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে আটকে যেতে পারে পদোন্নতি। ব্যবসায় আর্থিক লেনদেন নিয়ে অংশীদারের সঙ্গে মনোমালিন্য। মিথুন : ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখতে পারলে লাভবান হবেন। অচেনা কোনও ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ি বিক্রি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করবেন না। কর্কট : আজ রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক সমস্যার বাধা কেটে যাবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। সিংহ : লটারিতে আজ প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ দেখা যায়। কল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে সমাজে প্রশংসিত হবেন। কন্যা : অপরিচিত কোনও ব্যক্তির প্রলোভনে পড়ে প্রচুর টাকা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় মানসিক চঞ্চলতা দূর হবে। তুলা : দূরের কোনও আত্মীয়ের সহায়তায় ব্যবসার অচলাবস্থা কাটবে। পরিবারে কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা হতে পারে। বৃশ্চিক : আপনার অনৈতিক আচরণের কারণে সংসারে অশান্তির সম্ভাবনা। অচেনা কোনও ব্যক্তিকে টাকা ধার দিয়ে আফসোস করতে হবে। ধনু : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের আগমনে খরচের বহর বাড়বে। ধর্মীয় কাজে যোগ দিয়ে মনে শান্তি পাবেন। অর্থনৈতিক সমস্যা কাটবে। মকর : স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। অজানা কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে ঠকতে পারেন। কুম্ভ : সম্পত্তি নিয়ে বহুদিন ধরে চলা মামলার নিষ্পত্তি আজ হতে পারে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ। মীন : কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা বাড়বে। নতুন বাড়ি নির্মাণে খরচ বাড়বে। মায়ের শারীরিক সমস্যা নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ২৬ পৌষ, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, ২ মাঘ, সংবৎ ১৩ মাঘ বদি, ২৬ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।৯। শুক্রবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ১০।৩৩। গরকরণ দিবা ৯।৩৩ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১০।৩৩ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, প্রাতঃ ৬।৩৩ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, রাত্রি ১০।৩৩ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৯।৭ গতে ১১।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি- ৮।২৮ গতে ১০।৮ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১০।১৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- ধান্যচ্ছেদন বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিওটার নির্মাণ ও চালন, প্রাতঃ ৬।৩৩ গতে গ্রাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) -ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৬ মধ্যে ও ৮।৩১ গতে ১০।৪৪ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।১৭ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৮ গতে ৮।৫১ মধ্যে ও ৩।৪৩ গতে ৪।৩৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৪ গতে ১১।২৫ মধ্যে ও ৪।৩৪ গতে ৬।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

যুবর পদ থেকে ইস্তফার হিড়িক

বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলে তীব্র কোন্দল

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : একের পর এক তৃণমূল যুব নেতার ইস্তফা। সকলের বক্তব্য, লড়াইটা বিরোধীদের সঙ্গে, নিজেদের মধ্যে নয়। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, একটু এদিক-ওদিক হলেও প্রত্যেকের পদত্যাগপত্রের ভাষা কার্যত এক। ইস্তফার হিড়িকে বিধানসভা নির্বাচনের আগে যেমন তৃণমূলের অন্দরের কোন্দল বাইরে নিয়ে এসেছে, তেমনই আবার সাংগঠনিক কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল। যদিও সমস্যা দ্রুত মিটবে বলে আশাবাদী নেতৃত্ব। তৃণমূল যুবর জেলা সভাপতি সমীর ঘোষের বক্তব্য, 'দলের ভিতরের বিষয়। যে সমস্যা রয়েছে, তা আলোচনা করে মিটিয়ে নেওয়া হবে। কোনও বড় সমস্যা নয়।'

যুব নেতাদের পদত্যাগের হিড়িকে মূলত দুটি বিষয় সামনে আসছে। প্রথমত, নতুন করে অনেককে দায়িত্ব দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত, দলের সিনিয়ার নেতাদের কোন্দল। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার পুরসভা এলাকার ৫, ১১, ১২ নম্বর ওয়ার্ডের যুব সভাপতিরা পদত্যাগ করেন। অন্যদিকে, টাউন ব্লক যুবর কয়েকজন সহ সভাপতিও পদত্যাগ করেছে বলে খবর। পদত্যাগের বিষয়ে ১১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব সভাপতি

> ব্যক্তিগত কিছু সমস্যা রয়েছে। তবে দলে নতুন করে বিভিন্ন ওয়ার্ডে অবজার্ভার দেওয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে এমন কয়েকজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিজেপির।
>
> **দেবাশিস দে**
> *তৃণমূল যুব সভাপতি*

দেবাশিস দে বলেন, 'ব্যক্তিগত কিছু সমস্যা রয়েছে। তবে দলে নতুন করে বিভিন্ন ওয়ার্ডে অবজার্ভার দেওয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে এমন কয়েকজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিজেপির। পুরসভা নির্বাচনে বিজেপির হয়ে কাজ করেছে।' দলীয় সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার শহরে বর্তমানে তৃণমূলের দুটি গোষ্ঠী শক্তিশালী। একটি পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করের, অন্যটি টাউন ব্লক সভাপতি দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের। তৃণমূলের যুবর জেলা সভাপতি সমীর প্রসেনজিৎ-ঘনিষ্ঠ। এদিন যাঁরা পদত্যাগ করেছেন, তাঁদের বেশিরভাগই দীপ্ত-ঘনিষ্ঠ বলে খবর। অর্থাৎ দলের জেলা স্তরের নেতাদের কোন্দলের প্রভাব পড়ছে যুবর সংগঠনে। যেভাবে যুবর জেলা কমিটি, ব্লক কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে, তা নিয়ে দলের মধ্যেই ক্ষোভ জমেছে। সমীর নিজের ঘনিষ্ঠ অনেক নেতাকেই দলের ভালো পদ দিয়েছে বলে অভিযোগ। কয়েকদিন আগে জেলা তৃণমূল যুবর সহ সভাপতি কুন্তল সাহা গাঁজা পাচার মামলায় জড়িয়ে পড়ায় বিড়ম্বনায় পড়ে শাসকদল। তড়িঘড়ি কুন্তলকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। যদিও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব সভাপতি পদে পদত্যাগ দেওয়া তন্ময় শীল বলছেন, 'দলের কিছু কারণে পদত্যাগ করেছি। সাধারণ কর্মী হিসেবে থাকব। তবে কারও ঘনিষ্ঠর বিষয় নেই।' তৃণমূল যুবর সহ সভাপতি সঞ্জয় সরকারের বক্তব্য, 'যারা পদত্যাগ করেছে, সকলেই দলের। যা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, তা মিটিয়ে নেওয়া হবে।'

শিশাগোড়ে এক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ

টোটো উলটে জখম দুই

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৫ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার বেহাল মহাসড়কে টোটো উলটে দুজন যাত্রী জখম হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে ফালাকাটার শিশাগোড়ে এক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করলেন টোটোচালকরা। বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত এই অবরোধ চলে। এর জেরে রাস্তার দু'পাশে অনেক যানবাহন আটকে পড়ে। রাস্তার খানাখন্দ দ্রুত সংস্কারের দাবিতে সোচ্চার হন টোটোচালকরা। পরে সেই আন্দোলনে স্থানীয় বাসিন্দারা শামিল হন। খবর পেয়ে ফালাকাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশ বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে। তারপর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়। মহাসড়কের সাইট ইনচার্জ বিজয় গুপ্তা বলেন, 'এখন রাস্তার কাজ চলছে। তাই কোথাও কোথাও খানাখন্দ তৈরি হয়েছে। এদিন যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানে মাটি ফেলে গর্ত ঠিক করে দেওয়া হবে।'

ফালাকাটার শিশাগোড়ে মহাসড়ক অবরোধ। বৃহস্পতিবার।

শিশাগোড়ের কদমতলা মোড় থেকে বালুরঘাট পর্যন্ত এলাকায় এখনও সেভাবে মহাসড়কের কাজ শুরু হয়নি। যেখানে-সেখানে বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চলাচল করে। মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনাও ঘটে। এদিন বিকেলে পলাশবাড়ি থেকে একটি টোটো যাত্রী নিয়ে ফালাকাটার দিকে যাচ্ছিল। কদমতলা মোড়ের বড় একটি গর্তে টোটোর চাকা ধাক্কা খায়। সেখানেই টোটোটি উলটে যায়। এতে ওই গাড়িতে থাকা শুভঙ্কর মল্লিক ও কামেশ্বর দাস নামে দুই ব্যক্তি জখম হন। দুজনের পায়ে গুরুতর চোট লাগে। তড়িঘড়ি তাঁদের ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। এমন ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন টোটোচালক রতন

- এদিন বিকেলে পলাশবাড়ি থেকে একটি টোটো যাত্রী নিয়ে ফালাকাটার দিকে যাচ্ছিল
- কদমতলা মোড়ের বড় একটি গর্তে টোটোর চাকা ধাক্কা খায়
- ওই গাড়িতে থাকা শুভঙ্কর মল্লিক ও কামেশ্বর দাস নামে দুই ব্যক্তি জখম হন

মল্লিক। বাকি টোটোচালকরাও ক্ষোভ প্রকাশ করে রাস্তা অবরোধ শুরু করেন।

আন্দোলনকারী রতন মল্লিকের কথায়, 'কদমতলা মোড়ের পাশে বড় একটি কালভার্টের কাজ হচ্ছে। সেখানে আর্থমুভার আছে। ডাম্পার আসছে, যাচ্ছে। অথচ এখানে বড় বড় গর্ত। সেই গর্তে মাটি ফেললেই রাস্তা সমান হয়ে যায়। কিন্তু সেটা করা হচ্ছে না। সেকারণে দুর্ঘটনা ঘটল।' আরেক টোটোচালক নিতাই বর্মন জানান, এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করেন। বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালাতে হয়। তাই তিনি দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন।

অবরোধ শুরু হওয়ায় সেখানে এলাকাবাসীও শামিল হন। কদমতলা মোড়ের পাশেই বাড়ি সুনীল সরকারের। তাঁর বক্তব্য, 'এই রাস্তা নিয়ে আমরা ভীষণ সমস্যায় আছি। ভাঙাচোরা রাস্তায় যানবাহন চললেই ধুলো ওড়ে। নিয়মিত জল দেওয়া হয় না। আবার কখনও এত বেশি জল দেওয়া হয় যে কাদা হয়ে যায়।' অতিরিক্ত জল দেওয়ায় রাস্তার খানাখন্দে জল জমে থাকে। এদিন ওই টোটোচালক জল জমে থাকায় গর্তের বহর বুঝতে পারেননি। সেজন্য এই দুর্ঘটনা ঘটে।

তিন বাগানের বৈঠক নিষ্ফল

কালচিনি, ১৫ জানুয়ারি : এক মাসের ওপর কালচিনি ও রায়মাটাং চা বাগানে অচলাবস্থা চলছে। বাগান দুটি সচল করতে শ্রম দপ্তরের তরফে এর আগে দু'বার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়। বৃহস্পতিবারও আলিপুরদুয়ারে শ্রম দপ্তরের তরফে বৈঠক ডাকা হয়। কিন্তু বাগান পরিচালন সংস্থার তরফে কোনও প্রতিনিধি বৈঠকে না আসায় এদিন বৈঠক ভেস্তে যায়। ফলে দুই বাগানের ৩২০০ শ্রমিকের ভবিষ্যৎ ঘিরে অনিশ্চয়তা কাটেনি। বারবার বৈঠকে বাগান পরিচালন সংস্থা অনুপস্থিত থাকায় রাজ্য সরকারের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওরের (এসওপি) কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কালচিনির বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামা। এদিকে, গত ১৭ ডিসেম্বর থেকে বন্ধ রয়েছে কালচিনি ব্লকের ভার্নোবাড়ি চা বাগান। শ্রম দপ্তরের তরফে ১৬ জানুয়ারি শুক্রবার বাগান খোলা নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছিল। তবে বৃহস্পতিবার বাগানের মালিকপক্ষের তরফে শ্রম দপ্তরকে চিঠি লিখে জানানো হয়েছে, বাগানের জেনারেল ম্যানেজার তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। সেজন্য ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ডাকার আবেদন করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি শ্রম কমিশনার গোপাল বিশ্বাস চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করে বলেছেন, 'ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা নয়। তার আগেই ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হবে।'

ভাওয়াইয়া উৎসবে গরহাজির উদয়নরা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৫ জানুয়ারি : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দু'দিন আগে কোচবিহারে এসে জনসভা করে গেলেও জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দলের ছবি যে একেবারেই মুছে যায়নি তা বৃহস্পতিবার স্পষ্ট হল। রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিনেই শাসকদলের একাধিক শীর্ষ নেতার অনুপস্থিতি সেই ইঙ্গিতই দিল বলে রাজনৈতিক মহলে মনে করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। উদ্বোধনী পর্বে জেলা শাসক রাজু মিশ্র, অতিরিক্ত জেলা শাসক জেএস জেবা, জলপাইগুড়ির প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন, রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান হরিহর দাস সহ প্রশাসন ও সংস্কৃতি জগতের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দলীয় স্তরে মূলত পার্থপ্রতিম রায়, পরিমল বর্মন, খোকন মিয়াঁ সহ কোচবিহার পুরসভার সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন অনুগামীকে দেখা গিয়েছে। কিন্তু রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসব কমিটির অন্যতম সদস্য তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, প্রাক্তন মন্ত্রী হিতেন বর্মন, প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন সহ কমিটির বাকি সদস্যদের কাউকেই এদিনের অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি। এমনকি উৎসব কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান তথা গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মনও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। পুরসভার কোনও কাউন্সিলারকেও সেখানে দেখা যায়নি।

অনুষ্ঠানে না আসার কারণ হিসেবে উদয়ন দিনহাটায় অন্য একটি কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন। গোসানিমারি-১ ব্লকে আইপ্যাকের একটি কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকায় তিনি

কোচবিহার

উপস্থিত থাকতে পারেননি বলে সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া জানান। অন্যদিকে বংশীবদন বর্মনের যুক্তি, উত্তর দিনাজপুরে রাজবংশী বগিয়া উৎসবে উপস্থিত থাকার কারণে তিনি কোচবিহারে আসতে পারেননি। তবে রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসবের দিনক্ষণ অনেক আগে থেকেই ঠিক থাকা সত্ত্বেও অন্য কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, অভিষেকের জনসভার পর জেলা নেতৃত্বের উপর তাঁর আস্থা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় বহু নেতাই নিজেদের অবস্থান নতুন করে ভাবছেন। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ যেহেতু রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক তাই অনেকেই এই উৎসবকে এড়িয়ে চলাই শ্রেয় বলে মনে করছেন।

পদ্মের ক্যাম্পে উপচে পড়া ভিড়

তৃণমূলের ভোটরক্ষা শিবিরে লোক কম

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৫ জানুয়ারি : এসআইআর-এর শুনানি নিয়ে এখন সাধারণ মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। এই অবস্থায় ভোটারদের সহযোগিতা করতে তৃণমূল ভোটরক্ষা শিবির খুলেছে। বিজেপি খুলেছে সিএএ সহায়তা শিবির। ফালাকাটা বিডিও অফিসে ঢুকতেই দুই রাজনৈতিক দলের শিবির চোখে পড়বে। কিন্তু কয়েকদিন ধরে শাসকদলের ভোটরক্ষা শিবির ফাঁকা থাকছে। বিজেপির শিবিরে অবশ্য উলটো ছবি। সকাল থেকেই তাঁদের শিবিরে ভিড় করছেন ভোটাররা। স্বাভাবিকভাবে তৃণমূলের ভোটরক্ষা শিবিরে লোক না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। উলটে বিধানসভা নির্বাচনের আগে শিবিরে ভিড় হওয়ায় উচ্ছ্বসিত বিজেপি।

এসআইআর নিয়ে ফালাকাটা বিডিও অফিসে শুনানি চলছে। ভোটারদের সাহায্যের জন্য বিডিও অফিসের গেটের বাইরে তৃণমূল ও বিজেপি ক্যাম্প খুলেছে। দুই শিবির নিয়েই ফালাকাটা শহরে এখন আলোচনা চলছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ জানিয়েছে, তৃণমূলের ভোটরক্ষা শিবিরে প্রথম এক-দু'দিন ভোটারদের ভিড় হয়েছিল। কিন্তু তার পর থেকে শিবিরে কোনও নেতাকে দেখা যাচ্ছে না। নেতৃত্ব না থাকায় শিবির কার্যত ফাঁকাই থাকছে। প্রতিদিন দলের তরফে এক-দুজন বসলেও সেখানে সেভাবে ভোটাররা যাচ্ছেন না। লোক না হওয়ার বিষয়টি অবশ্য মানতে চায়নি তৃণমূল। দলের

বিডিও অফিসের গেটের সামনে তৃণমূল-বিজেপির শিবির।

> শিবিরে লোক হল কি না সেটা বড় বিষয় নয়। মানুষ এই হয়রানির জবাব বিধানসভা নির্বাচনে দেবে।
>
> **শুভব্রত দে**
> *সাধারণ সম্পাদক, জেলা তৃণমূল*

ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি রাজু মিশ্র বলেন, 'বিডিও অফিসের সামনে ভিড় না হলেও ওয়ার্ডের ভোটরক্ষা শিবিরে লোক হচ্ছে। সেখানে প্রচুর মানুষকে আমরা সহযোগিতা করছি। কিন্তু ওয়ার্ডে বিজেপি শিবির খুলতে পারেনি। বিধানসভা ভোটের পরে ফালাকাটা থেকে তারা মুছে যাবে।'

দলীয় সূত্রে খবর, প্রথম দিন থেকে বিজেপির শিবিরে যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ ভিড় করছেন। এমনকি বিধায়ক নিজে শিবিরে বসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। আর এটাকেই গেরুয়া শিবির নিজেদের 'প্লাস পয়েন্ট' হিসেবে দেখছে। বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি চন্দ্রশেখর সিনহার কথায়, 'আসলে এসআইআর নিয়ে তৃণমূল লোকজনকে ভুল বোঝাচ্ছিল। কিন্তু মানুষ এখন সব বুঝে গিয়েছেন। তাই ওদের শিবিরে না গিয়ে সাধারণ ভোটাররা আমাদের শিবিরে ভিড় করছেন।'

বিজেপির এই দাবিকে কটাক্ষ করেছে ঘাসফুল শিবির। তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক শুভব্রত দে'র বক্তব্য, 'বিজেপি এসআইআর-এর নাম করে মানুষকে হয়রান করছে। তাই শিবিরে লোক হল কি না সেটা বড় বিষয় নয়। মানুষ এই হয়রানির জবাব বিধানসভা নির্বাচনে দেবে।'

বিজেপির অভিযোগ

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : এসআইআর সংক্রান্ত সাত নম্বর ফর্ম জমা দেওয়া নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন বিডিও অফিসে অশান্তি দেখা গিয়েছিল। বিশেষ করে বিজেপি ওই ফর্ম জমা দেওয়ার নামে বিভিন্ন বিডিও অফিসে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে বচসায় জড়ায়। এটা থেকেই পরিষ্কার ছিল সমস্যা বাড়বে। শেষপর্যন্ত হলও তাই। বৃহস্পতিবার জেলার পাঁচটি বিধানসভার ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও)-এর নামে বিজেপি নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাল। জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় এদিন অভিযোগ জমা করা হয়। সব ব্লকের ইআরও-র নামে বিধানসভার বিএলএ-১রা অভিযোগ করেছেন। বিজেপি'র জেলা সভাপতি মিঠু দাস বলেন, 'ইআরও-রা তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন না। জেলায় অবৈধ ভোটারদের নামে অভিযোগ করতে গেলেও অভিযোগ নেওয়া হয়নি। তাঁদের এই ভূমিকার জন্য অভিযোগ জানানো হয়েছে।'

গত তিনদিন ধরে সাত নম্বর ফর্ম জমা দেওয়া নিয়ে বিভিন্ন বিডিও অফিসে সমস্যা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, কোনও ভোটারের নাম বাদ দিতে হলে সাত নম্বর ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হবে। মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়ের কথায়, 'কোনও ভোটারের নামে অভিযোগ থাকলে বুথে, বিডিও অফিসে বা আমাদের অফিসেও জানানো যেতে পারে। সেটার শুনানি হবে। যিনি অভিযোগ করেছেন এবং যাঁর নামে অভিযোগ করেছেন দুজনকে ডেকে বিষয়টি শোনা হবে।' এদিকে, বিজেপির এই অভিযোগ করাকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক তথা জেলা বিএলএ-১ সৌরভ চক্রবর্তীর কথায়, 'ইডি, সিবিআই দিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা হচ্ছেই। এখন বিজেপি নেতারা প্রশাসনিক আধিকারিকদের ধমকাতে চাইছে। জোর করে নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।'

হারিয়ে গিয়েছে পলাশ, রয়েছে শুধু পলাশবাড়ি

ফাগুনের আগুন-রাঙা পলাশ নিয়ে বাঙালি বরাবরই রোমান্টিক। মাঘের পালা সাঙ্গ হতেই মনে এবং বনে লাগে রং। তাই এই বাংলার ছোট্ট জনপদের মিষ্টি নামকরণ 'পলাশবাড়ি'। কোথায় সেই পলাশের ডেরা? আদৌ কতটা রঙিন এই জনপদ? রইল তারই খোঁজখবর।

কী নামে ডেকে

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৫ জানুয়ারি : 'শীত যদি চলেই আসে, বসন্ত কি আর দূরে সরে থাকতে পারে?' ভরা পৌষে এই বার্তা একটু হলেও মনে উষ্ণতা ছড়ায়। আর বসন্তের কথা বললেই তো বাঙালির 'পলাশ পলাশ মন'! তাই প্রথম ফাল্গুনে অনেকেই পৌঁছে যান আলিপুরদুয়ারের ছোট্ট জনপদ, পলাশবাড়িতে।

বছর কুড়ি আগেও আগুন-রাঙা পলাশ খুঁজতে পলাশবাড়িতে এলে হতাশ হতেন না ভ্রমণপিপাসুরা। পথের দু'পাশে থাকত সার সার পলাশ গাছ। বোঝা যেত, 'পলাশবাড়ি' নামকরণ সর্বাঙ্গীণ সার্থক। কিন্তু, এখন বদলেছে ছবি। কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে পলাশবাড়ির সব পলাশ গাছ। শত খুঁজলেও পলাশের চিহ্নমাত্র মেলে না এই ছোট্ট জনপদের উপকণ্ঠে। তাই বেড়াতে এলে হতাশই হতে হয় পর্যটকদের।

কমবেশি গত ৮ দশকে একটু একটু করে কীভাবে বদলাল পলাশবাড়ি? কেন এল এই বদল? স্থানীয় প্রবীণরা বলছেন, পলাশবাড়ির নামকরণ ও জনবসতি গড়ে ওঠার নেপথ্যে আছে ইতিহাস। প্রশাসনিকভাবে এখন এলাকাটি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন। স্বাধীনতার আগে খুব বেশি ঘনবসতি ছিল না আজকের পলাশবাড়িতে। সে সময় পূর্বদিকে শিলতোর্ষা নদীর পাড়ে বসত সাপ্তাহিক হাট। নদীর নামে হাটের নাম হয় 'শিলবাড়িহাট'। স্বাধীনতার বছর কয়েক আগে নদীভাঙন ঘুম কেড়ে নেয় এলাকাবাসীর। হাটের অধিকাংশ চলে যায় নদীগর্ভে। বাধ্য হয়ে বাসিন্দারা উঠে আসেন বর্তমান পলাশবাড়িতে। এখানে নতুন করে বসে শিলবাড়িহাট। তবে নতুন বাসস্ট্যান্ড আর বসতি এলাকার নাম হয় পলাশবাড়ি। কারণ, রাস্তার ধারে পলাশের প্রাচুর্য।

আজকের পলাশবাড়ির ওপর দিয়ে তৈরি হচ্ছে ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর। চার লেনের মহাসড়ক। অভিযোগ, এই মহাসড়কের জন্য পুরোনো রাস্তার ধারে থাকা অন্য সব গাছের সঙ্গে কাটা পড়ে পলাশবাড়ির পরিচিতি, পলাশ গাছ।

পলাশবাড়ি এখন পলাশ-শূন্য।

স্থানীয় প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব রতনকুমার চৌধুরীর কথায়, 'স্থাননামের ঐতিহ্য পলাশ গাছ। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এখানে সেই গাছই এখন নেই! উন্নত পরিষেবার জন্য অনেক জায়গাতেই পুরোনো গাছ কাটা পড়ে। তবে নতুন করে গাছ না লাগানো হলে পরিবেশের ক্ষতি। পলাশবাড়ির ক্ষেত্রে হারিয়ে যাচ্ছে আঞ্চলিক পরিচিতি।'

তবে সম্প্রতি এলাকায় নতুন করে পলাশ গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছে বিভিন্ন মহল। মাসখানেক আগে জেলা পরিষদের বরাদ্দে শিলবাড়িহাটে নিকাশিনালার কাজের সূচনা হয় পলাশের চারা রোপণ করে। সেদিন বৃক্ষরোপণ করেছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে। তাঁর কথায়, 'পলাশবাড়ির ঐতিহ্য ধরে রাখতে পলাশ গাছ লাগাতেই হবে।' এদিকে স্থানীয় উদয়ন ক্লাব কর্তৃপক্ষও কয়েকশো পলাশ গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

চিরদিনের ছোটবেলা।। হলদিবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।

ভোটের ঘোষণা না হলেও জোর প্রচারে

দেওয়াল দখলের ‘লড়াই’

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ারে শুরু হয়ে গিয়েছে বিজেপি, কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন পর্ব। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

- বিজেপির পর বৃহস্পতিবার দেওয়াল দখল কর্মসূচিতে নেমেছে স্থানীয় কংগ্রেস
- পিছিয়ে নেই শাসকদল সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও
- দেওয়াল লিখনের বিষয়ে চলছে নানা জল্পনাকল্পনা

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : দুয়ারে ভোট এগিয়ে এলেও সেই বিধানসভা ভোটের তিথিনক্ষত্র এখনও অঘোষিত। এমনকি প্রার্থীপদও অজানা রাজনৈতিক মহলে। তার আগেই প্রচারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে শুরু হয়েছে দেওয়াল দখল। নিজেদের দলীয় প্রচারে কেউ সূচ্যগ্রমেদিনী ছাড়তে নারাজ।

বিজেপির পর বৃহস্পতিবার দেওয়াল দখল কর্মসূচিতে নেমেছে স্থানীয় কংগ্রেস। পিছিয়ে নেই শাসকদল সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও। দেওয়াল লিখনের বিষয়ে চলছে নানা জল্পনাকল্পনা।

বিজেপির তরফে দিনকয়েক আগেই প্রতিটি ওয়ার্ডে পরিবর্তন সভা শুরু হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ জায়গার দেওয়াল দখল করে প্রাথমিক প্রচার শুরু করেছে তারা। সাধারণ মানুষের নজর টানতে খুব সহজেই বেছে নেওয়া হচ্ছে বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন ও হাটবাজার এলাকা। দূর থেকেও যাতে মানুষের নজর না এড়ায় এমন দেওয়াল দখলেও তৎপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা।

গেরুয়া শিবির অবশ্য ইতিমধ্যেই দেওয়ালে দলীয় প্রচার শুরু করেছে। এ বিষয়ে বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ রক্ষিত বলেন, “বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিবর্তন সভা শুরু করেছি। সেইসঙ্গে প্রচারের লক্ষ্যে আপাতত প্রার্থীর নাম ছাড়াই ‘বাঁচতে চাই, বিজেপি চাই’ লিখেই দেওয়াল লিখন শুরু হয়েছে।”

ঘাস ফুল শিবিরের দেওয়াল দখলের দায়িত্ব অবশ্য টাউন ব্লক, ছাত্র ও যুব নেতাদের উপরে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেওয়াল তাঁরা আগে থেকেই চিহ্নিত করে রেখেছেন। জেলা নেতৃত্ব অবশ্য বাড়ি বাড়ি জনসংযোগের উপর জোর দিচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা পরিষদের মেন্টর মৃদুল গোস্বামীর বক্তব্য, ‘দেওয়াল লিখন ও দেওয়াল দখল করে লাভ নেই। বিরোধীরা মানুষের মনে জায়গা করতে পারেনি। তৃণমূলের তরফে উন্নয়নের পাঁচালি—পাড়ার সংলাপের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পৌঁছানোর কাজ চলছে।’

কংগ্রেসের তরফে বৃহস্পতিবার শহরের নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন সংলগ্ন সহ একাধিক জায়গাতে দেওয়াল দখল শুরু হয়েছে। তবে এখনই তারা দেওয়াল লিখন শুরু করেনি। মানুষের চোখ আটকায় এমন দেওয়াল দখল করছে তারা। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শান্তনু দেবনাথের কথায়, ‘ভোটের দিনপঞ্জি ঘোষণা না হলেও আমরা ভোটে লড়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। তাই আগে থেকে দলের প্রচারের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।’

যদিও দেওয়াল দখলের এই ইঁদুর দৌড়ে এখনই অবশ্য নাম লেখায়নি সিপিএম। কাস্তে-হাতুড়ির দলের নেতৃত্ব দেওয়াল দখল ও দেওয়াল লিখনে সময় নষ্ট করতে পক্ষপাতী নয়। তাদের কাছে বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) সমস্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোটাই এই মুহূর্তে আবশ্যিক। সিপিএমের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক কিশোর দাস বলেন, ‘এসআইআর-এর যন্ত্রণা দূর করতে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছি। এসআইআর-এর নামে নিশ্চিত ভোটারদের অনিশ্চিত পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ২১ জানুয়ারি এই বিষয়ে মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হব আমরা।’

শিলিগুড়ি থেকে র‍্যাকেট নিয়ন্ত্রণ নাড়ুর

২৪ হাজার সিডেটিভ ড্রাগস বাজেয়াপ্ত

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৫ জানুয়ারি : এনডিপিএস মামলায় কয়েকমাস ধরে ফেরার বীরপাড়ার ক্ষুদিরামপল্লির হুসেন আলি ওরফে নাড়ু। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পুলিশ তাঁর নাগাল পায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, শিলিগুড়ির একটি গোপন ডেরা থেকে সে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। বীরপাড়াকে কেন্দ্র করে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে সিডেটিভ ট্যাবলেট সরবরাহের গ্যাংটি এখনও নাড়ুর নিয়ন্ত্রণে।

বুধবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বীরপাড়ায় হুসেন গ্যাংয়ের দুই সদস্য প্রভাত ওরাওঁ ও প্রেমভূষণ মিঞ্জকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। দুজনের কাছ থেকে ২৪ হাজার সিডেটিভ ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত হয়েছে। রাতে দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে শিলিগুড়িতে গিয়ে নাড়ুর থেকে তাঁরা ট্যাবলেটগুলি সংগ্রহ করেছিল। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস বলেন, ‘নাড়ুর খোঁজে তল্লাশি চলছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে পাওয়া তথ্য অনুসারে তার খোঁজ পেতে সুবিধা হবে।’

১৯ ডিসেম্বর রাতে হুসেনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ২৫ হাজার সিডেটিভ ট্যাবলেট, একটি গাড়ি ও স্কুটার বাজেয়াপ্ত করে। এরপর থেকে হুসেন পলাতক। তবে হুসেন গ্যাংয়ের মহিলা শাখার সদস্য ফিরোজা খাতুন ওরফে টুনটুনকে মঙ্গলবার শান্তিনগর কলোনি থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ফিরোজা হুসেনের নিকটাত্মীয়। বুধবার ফিরোজার বাড়ি থেকে ৬ হাজার ৭২০টি সিডেটিভ ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত হয়। এদিকে, বুধবার বিকেলে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে ধরে সিডেটিভ ট্যাবলেট পাচার সংক্রান্ত তথ্য বীরপাড়া থানায় জানায়। এরপর বীরপাড়া চৌপথির অদূরে পাওয়ার গ্রিড সংলগ্ন এলাকায় সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ শিলিগুড়ির দিক থেকে আসা একটি ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি পুলিশ আটক করে। গাড়ি থেকে মুজনাই চা বাগানের বাসিন্দা প্রভাত ও প্রেমভূষণকে আটক করা হয়।

হুসেন জেলায় সিডেটিভ ট্যাবলেট পাচারচক্রগুলির অন্যতম পান্ডা। আগেও সে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। জামিনে মুক্তি পেয়ে ফের কারবার শুরু করে।

ধৃত ২

ওসি নয়ন দাসের কথায়, ‘নেশার সামগ্রী পাচার হুসেনের পারিবারিক ব্যবসা।’

বুধবার প্রভাত ও প্রেমভূষণের থেকে ২৪ হাজার ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করার পর চিন্তায় পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের সন্দেহ, ওই দুজন মুজনাই চা বাগান থেকে পাইকারি দরে এলাকায় ট্যাবলেট সরবরাহ করত। প্রভাতের বয়স মাত্র ২৪ বছর। প্রেমভূষণের ৩৭ বছর। চা বাগানের দরিদ্র পরিবারের কমবয়সিদের কাঁচা টাকা রোজগারের লোভ দেখিয়ে মদ, কাফ সিরাপ, সিডেটিভ পাচারচক্রে যুক্ত করছে পান্ডারা। বেশিরভাগ সময় ধরা পড়ছে চুনোপুঁটিরাই। সীমান্তঘেঁষা মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে ভুটান থেকে পাচার করে আনা হচ্ছে মদ, বিয়ার। এছাড়া ভিনরাজ্য থেকে ঢুকছে কাঁড়ি-কাঁড়ি সিডেটিভ ট্যাবলেট। কাফ সিরাপ, সিডেটিভ ট্যাবলেটের ডিলার থেকে শুরু করে খুচরো বিক্রেতা সবাই রয়েছে বীরপাড়ায়।

বীরপাড়া থানায় ধৃত দুই পাচারকারী। -সংবাদচিত্র

চোলাইয়ের কারবারে কৌশল বদল

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৫ জানুয়ারি : আবগারি দপ্তরের বীরপাড়া সার্কেল, বীরপাড়া রেঞ্জ প্রিভেন্টিভ ইউনিট, কালচিনি সার্কেল এবং জয়গাঁ এক্সাইজ স্টেশনের কর্মীরা বৃহস্পতিবার বেলা ১১ থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত মাদারিহাট থানার শান্তিপাড়া, কার্জিপাড়া, ভগৎপাড়া ও ডাঙ্গাপাড়ায় চোলাইয়ের বেআইনি কারবার রুখতে অভিযান চালান। ৩০০ লিটার চোলাই এবং চোলাই তৈরির ৪১০০ লিটার উপকরণ নষ্ট করে দেন তাঁরা। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৪২টি অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি এবং ৪৫টি প্লাস্টিকের বালতি। বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর মূল্য ৯ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, জানান বীরপাড়া রেঞ্জের ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সাহেব আলি। তিনি বলেন, ‘বাড়ি থেকে দূরে ঝোপঝাড়ের ভেতর সামগ্রীগুলি পাওয়া যায়। ফলে কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।’

শান্তিপাড়ায় চোলাই তৈরির ডেরা।

সাহেব আলি আরও জানান, লাগাতার অভিযানের জেরে চোলাইয়ের কারবারিরা পদ্ধতি পালটেছে। ওরা এখন বাড়িতে চোলাইয়ের কারবার করে না। বরং বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ঝোপঝাড়, বাগানে চোলাই তৈরি করে বিক্রি করা হয়। ফলে কারবারিদের গ্রেপ্তার করতে সমস্যা হচ্ছে। অবশ্য চলতি সপ্তাহেই ওই এলাকা থেকে রাস্তায় চোলাই সহ হাতেনাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে ভুটান থেকে চোরাপথে আনা মদ হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। তবে চোলাইয়ের দাম ভুটানি মদের চেয়ে কম। ফলে ওই ব্লকের বেশ কয়েকটি এলাকায় চোলাইয়ের কারবার রমরমিয়ে চলছে। বেশিরভাগ এলাকাই আদিবাসী অধ্যুষিত। গত বছরের ১৪ অক্টোবর শান্তিপাড়া, ভগতপাড়া, কার্জিপাড়া, ডাঙ্গাপাড়া, মালঙ্গিবস্তি, উত্তর ছেকামারি এবং মুজনাই চা বাগান থেকে অভিযান চালিয়ে ২৩০ লিটার চোলাই এবং ৪৫০০ লিটার চোলাই তৈরির সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করেন আবগারিকর্মীরা।

সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চ তৈরির কাজ চলছে।

উদ্বোধনে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকতে পারেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন। উদ্বোধন নিয়ে প্রশাসনিক মহলেও তৎপরতা তুঙ্গে। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাইকোর্টের বিচারপতি, জেলা শাসক এবং জেলা পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান সূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় বলেন, ‘আমি জানতে পেরেছি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল থাকবেন। তবে উনি কবে কখন আসছেন সেই বিষয়ে পরে জানতে পারব।’

এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন, সে কারণে নিরাপত্তার বিষয়টি প্রশাসনের কাছে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অনুষ্ঠান শুরুর তিন ঘণ্টা আগেই পাহাড়পুর জাতীয় সড়ক দিয়ে মালবাহী গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হবে। শনিবার কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন। যা উত্তরবঙ্গবাসীর আবেগ এবং স্বপ্নপূরণ বলা যেতে পারে। ইতিমধ্যে তেরঙা আলোয় সেজে উঠেছে পাহাড়পুরে জাতীয় সড়কের ঠিক পাশেই জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী নবনির্মিত ভবনটি। সংবাদমাধ্যম এবং সমাজমাধ্যমে সেই ছবি প্রকাশ পেতেই বহু মানুষ সার্কিট বেঞ্চের সামনে ভিড় জমিয়েছেন। কেউ আলোর ছবি ক্যামেরাবন্দি করছেন। কেউ সার্কিট বেঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলছেন। আবেগ ধরে রাখতে না পেরে অনেকে আবার রিলসও বানিয়ে ফেলেছেন। তবে সবটাই সীমানা প্রাচীরের বাইরে থেকে হচ্ছে। কারণ, নিরাপত্তার স্বার্থে সার্কিট বেঞ্চের গেট দিয়ে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, অনুষ্ঠান মঞ্চ তৈরির কাজ জোরকদমে চলছে। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে আমন্ত্রিতদের বসার জায়গা, পুরো জায়গাটা প্লাস্টিকের শিট দিয়ে মুড়ে ফেলা হচ্ছে। ভেতরে লাগানো হচ্ছে অন্তত পক্ষে ৫০টি এসি মেশিন। অন্যদিকে, জাতীয় সড়ক থেকে শহরের রাস্তায় সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন নিয়ে হোর্ডিংয়ে ছেয়ে ফেলা হয়েছে। সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচিতে রয়েছে, শনিবার দুপুর দুটো থেকে অনুষ্ঠান শুরু হবে। ওই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিশিষ্ট অথিতিরা অনুষ্ঠানস্থলে আসবেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মঞ্চে থাকা বিশিষ্ট অতিথিদের হাত দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন হবে। তারপর ভাষণ দেবেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। পরবর্তীতে একে একে বক্তব্য রাখবেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

কিশোরীর শ্লীলতাহানি

শামুকতলা, ১৫ জানুয়ারি : দীর্ঘদিন ধরেই উত্ত্যক্ত করার পরে এক কিশোরীকে রাস্তায় আটকে মারধর এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এলাকারই এক তরুণের বিরুদ্ধে। শামুকতলা থানার একটি গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। এর আগে অভিযুক্ত কিশোরীকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় টিউশনি থেকে ফেরার সময় কিশোরীকে মারধর ও শ্লীলতাহানি করা হয় বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ বুধবার রাতে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। কিশোরী স্থানীয় স্কুলের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বাসিন্দারা অভিযুক্ত তরুণের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

সোনাপুর, ১৫ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের উত্তর পররপার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হল রসিকবিলে। বৃহস্পতিবার স্কুলের চারজন শিক্ষকের উপস্থিতিতে ৪০ জন পড়ুয়া ওই ভ্রমণে অংশগ্রহণ করে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ কুণ্ডু বলেন, ‘প্রতি বছরই আমরা পড়ুয়াদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাই। অভিভাবকরাও সেখানে সহযোগিতা করেন।’

শীতবস্ত্র বিতরণ

বীরপাড়া, ১৫ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বীরপাড়া থানার ঢেকলাপাড়া চা বাগানের নেপানিয়া টিজিসিএস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৪ জন পড়ুয়াকে শীতবস্ত্র দেন বীরপাড়া মাড়োয়ারি যুব মঞ্চের মহিলা শাখার সদস্যরা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মন্তোষ ঘোষ জানান, এর আগেও ওই বিদ্যালয়ের দরিদ্র চা শ্রমিক পরিবারের পড়ুয়াদের নানাভাবে সাহায্য করেছে সংগঠনটি।

আর্থিক সাহায্য

জয়গাঁ, ১৫ জানুয়ারি : দুঃস্থ পরিবারের পাশে দাঁড়াল জয়গাঁর সামাজিক সংগঠন জয়সোয়াল কলওয়ার যুবা মঞ্চ। গত ২৯ ডিসেম্বর সুপার মার্কেটের ফল বিক্রেতা প্রভু জয়সোয়ালের জীবনাবসান হয়। আর্থিক অনটনে ধুঁকতে থাকা তাঁর পরিবার অথই জলে পড়ে। বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সভাপতি সিধু জয়সোয়াল, কার্যনির্বাহী সভাপতি কৃষ্ণা জয়সোয়াল প্রমুখ প্রয়াত প্রভুর ত্রিবেণিটোলের বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী প্রমীলার হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দেন।

জনসভা

কালচিনি, ১৫ জানুয়ারি : আগামী ১৮ জানুয়ারি কালচিনির থানা ময়দানে তৃণমূলের নির্বাচনি জনসভা ডাকা হয়েছে। ওই জনসভায় উপস্থিত থাকার কথা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সায়নী ঘোষের। এছাড়াও দলের সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক সহ জেলার শীর্ষ নেতাদের ওই জনসভায় উপস্থিত থাকার কথা।

মেলার সূচনা

জয়গাঁ, ১৫ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার জয়গাঁর গোপীমোহন ময়দানে লোসার মেলার সূচনা হল। মেলা চলবে এক মাস ধরে। মেলায় ৭০টির ওপর স্টল বসেছে।

হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি। বুধবার শালকুমারহাটে। -সংবাদচিত্র

পিঠের চাল, আটা হাতির পেটে

শালকুমারহাট, ১৫ জানুয়ারি : পৌষ সংক্রান্তি বলে কথা। পিঠের স্বাদ না নিলে হয়। তাই পিঠে খেতে বুধবার মাঝরাতে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে তিন হাতি। একেবারে ঘরের বেড়া ভেঙে পিঠের চাল, আটা সাবাড় করে। শুধু তাই নয়, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটের মহাকালধাম ও কলোনিপাড়ায় কয়েক ঘণ্টা তাণ্ডব চালায় হাতিরা। একজনের পাকা ঘরের দেওয়ালও ভেঙেছে।

এদিকে, খবর পেয়ে রাতেই বনকর্মীরা ওই এলাকায় যান। জলদাপাড়া সাউথের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তী বলেন, ‘হাতিগুলিকে রাতেই জঙ্গলে ফেরানো হয়েছে। আর ক্ষতিগ্রস্তরা আবেদন করলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।’

রাতে জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জের শালকুমারহাট বিটের জঙ্গল থেকে তিনটি হাতি বেরিয়ে প্রথমে মহাকালধামের হরিশচন্দ্র রায়ের বাড়িতে হামলা চালায়। রান্নাঘরে রাখা ছিল পিঠের জন্য গুঁড়ো করা চাল। হরিশচন্দ্রের কথায়, ‘কাল তো রাতে বাড়িতে সবাই পিঠে খেয়েছি। রান্নাঘরে আরও কিছু চালের গুঁড়ো রাখা ছিল। টিনের বেড়া ভেঙে সেই চাল খেয়ে নেয় হাতি। তাই এদিন আর পিঠে খাওয়া হল না।’ পাশেই বাড়ি তাপস রায়ের। এক ঘরে সবাই ঘুমোচ্ছিলেন। পাশের ঘরে রাখা ছিল চাল, ভুট্টা, আটা। সেদিকেই পাকা দেওয়াল ভেঙে দেয় হাতি। এরপর চাল, ভুট্টা খেয়ে ফেলে। একইভাবে যোগেন বসাক, উকিল রায়ের বাড়ির টিনের বেড়া ভেঙে খাদ্যসামগ্রী সাবাড় করে।

মহাকালধামের পাশেই কলোনিপাড়া। পরে সেই পাড়ায় চলে যায় হাতিগুলি। সেখানে বিষাধু রায় ও ঢক বসাকের বাড়িতে তাণ্ডব চালায়।

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক নিয়ে বৈঠক

পরীক্ষার সময় টহল দেবেন বনকর্মীরা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : বনবস্তি সংলগ্ন এলাকায় এবছর হাতির উপদ্রব কয়েকগুণ বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দিনগুলিতে বনবস্তি এলাকায় হাতির হানার ভয় ভাবাচ্ছে প্রশাসনকে। বনবস্তির পড়ুয়ারা যাতে নিরাপদে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারে, সেজন্য নজরদারি চালাবে বন দপ্তর। নজরদারিতে থাকবে বন দপ্তরের ঐরাবত নামে বিশেষ গাড়িও। পরীক্ষার সময়ে জঙ্গল রুটে টহল দেবেন বনকর্মীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে ডুয়ার্সকন্যায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি বিষয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন মাধ্যমিক পরীক্ষার জেলা আহ্বায়ক। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক সপ্তর্ষি নাগ, আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জেলা আহ্বায়ক ভাস্কর মজুমদার ও মাধ্যমিক পরীক্ষার জেলা আহ্বায়ক শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী সহ বন দপ্তর, বিদ্যুৎ ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্তারা।

বক্সা, জয়ন্তী, পানবাড়ি এলাকার পড়ুয়ারা যাতে সঠিক সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারে এবং বাস ধরতে অসুবিধা না হয়, সেদিকে নজর রাখবে বন দপ্তর। পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য শ্রম দপ্তরের পাঁচটি বাস থাকবে। এছাড়াও এনবিএসটিসি এবং বেসরকারি যানবাহন পথে নামানো হবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জেলা আহ্বায়ক ভাস্কর মজুমদার বলেন, ‘প্রস্তুতি বৈঠকে পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বিষয়গুলি আলোচনা হয়েছে। বন দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তর পরীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা করবে।’

আলিপুরদুয়ার জেলায় ৯টি স্কুলে একই দিনে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। কালচিনি ও মাদারিহাট-বীরপাড়ার মতো এলাকায় পড়ুয়ার সংখ্যা বেশি থাকায় কয়েকটি স্কুলে বেঞ্চের সমস্যা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সংলগ্ন স্কুল থেকে বেঞ্চের জোগান দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে। এছাড়া প্রান্তিক এলাকায় শিক্ষকসংকট রয়েছে। পরীক্ষা পরিচালনার জন্য পার্শ্ববর্তী স্কুলের শিক্ষকদের পরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। জেলার মাধ্যমিক পরীক্ষার আহ্বায়ক শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তীর কথায়, ‘চলতি বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী প্রায় পাঁচ হাজার বেশি। নির্বিঘ্নে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। বিভিন্ন দপ্তর সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।’ এদিকে, উচ্চমাধ্যমিকে এবার ১০৯৬০ জন পরীক্ষার্থী। মাধ্যমিকে এবার ৭০টি ভেনু এবং উচ্চমাধ্যমিকে ৫৭টি ভেনু রয়েছে। মোবাইল সহ ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস আটকাতে পরীক্ষাকেন্দ্রের গেটের সামনে হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার করা হবে। বিদ্যুৎ বিভ্রাট যাতে না হয়, সেদিকে নজর রাখবে বিদ্যুৎ দপ্তর। এছাড়া দমকলের অগ্নিনির্বাপণ মোটরবাইক শহরে টহল দেবে। পরীক্ষাকেন্দ্রে পিএইচই-র পানীয় জল সরবরাহ করা হবে।

গুদাম নেই, রয়ে গিয়েছে গুদামটারি

এ বুড়িতোর্ষা নদীর পূর্ব প্রান্তের এক জনবসতির কথা। একসময় পিডব্লিউডি’র গুদাম ছিল সেখানে। এলাকার নামকরণ হয়েছিল সেই গুদামকে গুরুত্ব দিয়েই। আজ গুদাম নেই। কিন্তু নদীতীরের সেই বসতির নামটি আজও রয়ে গিয়েছে।

কোন নামে ডেকে

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৫ জানুয়ারি : দেশ স্বাধীনের পর বুড়িতোর্ষা নদী পারাপারের জন্য তৈরি হয়েছিল কাঠের সেতু। সেই কাজ করেছিল পিডব্লিউডি (সড়ক)। তবে আশপাশে অন্যান্য নদীতেও তখন কাঠের সেতুই তৈরি করা হয়েছিল। তাই রাস্তা ও কাঠের সেতু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বুড়িতোর্ষা সেতুর পাশেই তৈরি করা হয়েছিল পিডব্লিউডি-র গুদাম। তখন জনবসতিও ছিল কম। কিন্তু সেই গুদাম থেকে দক্ষিণ দিকে এক মেঠোপথ বরাবর ছিল জনবসতি। সেই এলাকার নাম গুদাম থেকে হয়ে যায় গুদামটারি। টারি বলতে পাড়া। পরবর্তীতে গুদাম ভেঙে যায়। সেই জায়গায় গড়ে উঠেছে বাড়ি, দোকান। তাই এখন আর গুদাম দেখা যায় না। আবার কারও বাড়িতেও নেই গুদাম। কিন্তু নাম রয়ে গিয়েছে গুদামটারি।

ফালাকাটা থেকে আলিপুরদুয়ারগামী সড়কের শিশাগোড়ের পরেই বুড়িতোর্ষা নদী। এই নদীর পূর্ব দিকের প্রান্ত আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের অন্তর্গত। আর নদীর পশ্চিম দিক ফালাকাটা ব্লকে পড়েছে। পূর্ব দিকেই ছিল গুদাম। তবে এখন সেসবের চিহ্নটুকু নেই। পুরোনো কাঠের সেতুও এখন আর নেই। এই রাস্তায় চলছে ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর বা মহাসড়কের কাজ। এজন্য এক বছর আগেই ভাঙা হয় পুরোনো কাঠের সেতুটি। সেখানেই পরে তৈরি হয় পাকা সেতু।

গুদামটারি মোড়। এখানেই আগে ছিল গুদাম। -সংবাদচিত্র

ইতিমধ্যে একটি সেতু তৈরি হয়েছে। আরেকটি পাকা সেতুর কাজ এখনও চলছে। এখানে পুরোনো রাস্তায় ছিল বড় একটি বাঁক। এখন অবশ্য রাস্তা সোজা করা হয়েছে। এজন্য আগে যেখানে গুদাম ছিল সেই জায়গাটি এখন আর নতুন রাস্তায় পড়েনি। সেই পুরোনো রাস্তার মোড়ে এখনও কিছু দোকানপাট আছে। প্রবীণদের কথায়, কাঠের সেতুর পাশে সেই রাস্তার মোড়েই ছিল পিডব্লিউডির গুদাম। বছর পঁচাত্তরের রাজেন্দ্র নার্জিনারি বলেন, ‘দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কাঠের সেতু তৈরি হয় বলে শুনেছি। তখন প্রতি বছর কাঠের সেতু মেরামত করা হত। আবার পুরোনো পাকা রাস্তারও মেরামতি হত। এজন্য রাস্তার কাজের পিচ সহ অন্যান্য সরঞ্জাম মোড়ের গুদামে রাখা হত। এই থেকেই নাম হয় গুদামটারি।’

আরেক প্রবীণ বাসিন্দা মহেশচন্দ্র বর্মন এক সময় রাস্তা ও কাঠের সেতুর রিপেয়ারিংয়ের কাজে ঠিকাদারি করতেন। তাঁর কথায়, গুদামটারি নামকরণের পেছনে ওই গুদামের ভূমিকাই মূল। তখন বড় বড় পিচের ড্রাম সেই গুদামে রাখা হত। সেই গোডাউন থেকে পাড়ার নাম হয়ে গেল গুদামটারি। তবে পরে গুদাম ভেঙে যায়। সেই জায়গাও কেউ কেউ দখল করে নেয়। এখন গুদাম না থাকলেও জায়গার নাম থেকে গিয়েছে।

রঙ্গমঞ্চ থিয়েটারের উদ্বোধনে ছৌ প্রদর্শনী। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি-পিটিআই

অ্যাডমিট কার্ড গ্রাহ্য নয় : কমিশন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড কমিশনের শুনানিতে বৈধ নথি হিসেবে স্বীকৃত হবে না। জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। গত ১ জানুয়ারি মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে জন্ম ও বয়সের প্রামাণ্য নথি হিসেবে দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর। ১৫ দিন পরে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানাল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে তৃণমূল ও বামেরা।

গত ২৭ নভেম্বর রাজ্যে এসআইআর ঘোষণার বিজ্ঞপ্তিতে শুনানির জন্য যে ১১টি নথি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল কমিশন, সেই তালিকায় মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড ছিল না। এদিন অ্যাডমিট কার্ড সংক্রান্ত সিইও দপ্তরের পাঠানো প্রস্তাব খারিজ করতে গিয়ে তাকেই ঢাল করেছে কমিশন। যদিও চা বাগান শ্রমিকদের প্রামাণ্য নথি হিসেবে চা বাগান মালিকদের দেওয়া নিয়োগপত্র যা সরকারি নথিতে রেজিস্ট্রিকৃত, তা গ্রহণ করেছে কমিশন। প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গের চা বাগান শ্রমিকদের জন্য এই নথি বিবেচনা করার দাবি জানিয়েছিল বিজেপি। পর্যবেক্ষকদের মতে, সেক্ষেত্রে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে শুনানির নির্দিষ্ট নথি হিসেবে প্রাথমিক তালিকায় না থাকাকে দায়ী করা যায় না।

কমিশনের এই সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক দল থেকে শিক্ষাবিদ সরব হয়েছেন সবাই। শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার বলেন, 'এটা অত্যন্ত অনৈতিক কাজ। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড সরকারিভাবে দেওয়া বয়স প্রমাণের একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল। পর্ষদের দেওয়া সেই অ্যাডমিট কার্ডকে প্রথমে বিবেচনার জন্য মনে করে এতদিন পরে তাকে বাতিল করা চূড়ান্ত খামখেয়ালির পরিচয়। কমিশনের এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করার মতো কোনও ভাষা নেই।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, এটা গর্হিত অপরাধ। আরও ৫টা বিষয়ের মতো এটাও কমিশনের তুঘলকি সিদ্ধান্ত ছাড়া কিছু নয়। তৃণমূলের মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'রাজ্য সরকারের সবকিছু ব্যাপারেই কমিশনের অ্যালার্জি। আসলে এই কমিশন বিজেপির দ্বারা পরিচালিত। যে কোনও উপায়ে মানুষকে হয়রানি করাই এদের লক্ষ্য।'

> মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে প্রথমে বিবেচনার জন্য মনে করে এতদিন পরে তাকে বাতিল করা চূড়ান্ত খামখেয়ালির পরিচয়। এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করার মতো কোনও ভাষা নেই।
>
> -পবিত্র সরকার

এদিন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। শুধু সাধারণ মানুষই নন, শুনানির সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক এবং নির্বাচন কর্মীরাও এই সিদ্ধান্তে তাঁদের অসন্তোষ ব্যক্ত করেছে। এদের মতে, রাজ্যে এসআইআর-এর শুনানি নিয়ে মানুষ ইতিমধ্যেই নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। নথি জোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছে মানুষ। সেই পরিস্থিতিতে অ্যাডমিট কার্ডের মতো নথি নিয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে কমিশন যথেষ্ট দেরি করেছে। এর ফলে ইতিমধ্যেই যাঁরা বিকল্প নথি হিসেবে অ্যাডমিট কার্ড জমা দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম বাদ পড়ার নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হল।

শুভেন্দুকে থানায় হাজিরা থেকে রেহাই

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : কলকাতা হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মালদার চাঁচল থানায় তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরে কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। প্রাক্তন আইপিএস অফিসার তথা তৃণমূল নেতা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলায় শুভেন্দুকে থানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হবে না। ভার্চুয়াল মাধ্যমে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি।

মালদার চাঁচলে একটি জনসভা থেকে প্রসূনের বিরুদ্ধে কুমন্তব্যের অভিযোগ ওঠে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে চাঁচল থানায় এফআইআর দায়ের করেন প্রসূন। তাঁর দাবি, ওই দিন সভা থেকে প্রসূনকে ব্যক্তিগত আক্রমণের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন শুভেন্দু। প্রসূনের অভিযোগের ভিত্তিতে শুভেন্দুকে ৭ দিনের মধ্যে থানায় হাজিরা দেওয়ার নোটিশ দিয়েছিল চাঁচল থানা। এফআইআর খারিজের দাবিতে শুভেন্দু আদালতের দ্বারস্থ হন।

এদিন এই মামলায় তাঁর আইনজীবী দাবি করেন, ওই এফআইআরে স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক। এফআইআর দায়ের করার আগে কোনও প্রাথমিক অনুসন্ধান করা হয়নি। রাজ্য যুক্তি দেয়, আইনানুযায়ী একটি নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত চালিয়ে যেতে দেওয়া হোক। তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। সবগুলি জামিনযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। যদিও

নির্দেশ আদালত

পাল্টা শুভেন্দুর আইনজীবীর দাবি, নির্বাচনের আগে হেনস্তার উদ্দেশ্যে এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি জানিয়ে দিয়েছেন, তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবেন তদন্তকারীরা। তবে শুভেন্দুকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। নোটিশ দেওয়া হলে ভার্চুয়ালি হাজিরা দেবেন তিনি। আপাতত এফআইআরের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নয়। রাজ্যকে এই বিষয়ে হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে।

মোদির সভার জমি দিতে নারাজ সিঙ্গুর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : প্রায় ২০ বছর পর আবার সিঙ্গুরে জমিজট। ২০০৬ সালে টাটাদের ন্যানো কারখানার জন্য জমি দিতে অস্বীকার করেছিলেন সেখানকার কৃষকরা। দু-বছর আন্দোলনের পর টাটারা অর্ধসমাপ্ত কারখানা রেখেই সিঙ্গুর ছেড়েছিলেন। আবার সেই কৃষকরাই ফের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন। ১৮ জানুয়ারি সিঙ্গুরে সভা করতে আসার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। ইতিমধ্যেই গোপালনগর ও সিংহের ভেড়ি এলাকায় মঞ্চ তৈরির কাজও শুরু হয়েছে।

কিন্তু ওই জমির মালিকদের একাংশ বৃহস্পতিবারই সিঙ্গুর বিডিও অফিসে অভিযোগ জানিয়ে বলেছেন, তাঁদের অনুমতি না নিয়েই সেখানে মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। তাই অনুমতিবিহীন জমিতে যেন মঞ্চ তৈরি না হয়, সেই দাবিও তাঁরা জানিয়েছেন। যদিও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মঞ্চের স্থান পরিবর্তন নিয়ে এদিন সন্ধে পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না এই ঘটনায় বিজেপির দিকে আঙুল তুলেছেন। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যেখানে সভা করবেন, সেখানকার জমির মালিকদের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু এখানে জমির মালিকদের অনুমতি না নিয়েই বিজেপি জোর করে মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু করেছে। ফলে এখানে আইন মানা হয়নি।' যদিও এই সভার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি নেতা

- গোপালনগর ও সিংহের ভেড়ি মৌজায় প্রধানমন্ত্রীর সভার মঞ্চ তৈরি হচ্ছে
- অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে জমির মালিকরা বিডিও অফিসে অভিযোগ জানিয়েছেন
- যদিও মঞ্চের স্থান পরিবর্তন নিয়ে প্রশাসন এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর সভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠক হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এখানে সরকারি অনুষ্ঠানে আসছেন, কোনও দলীয় কর্মসূচি নয়। জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় অনুমতি দিয়েছে ও মঞ্চ তৈরির ব্যবস্থা করছে। এগুলি নিম্নরুচির রাজনীতি। এতে কোনও প্রভাব পড়বে না।'

টাটাদের ন্যানো কারখানার জন্য জমি তৈরির বিরোধিতা করে ২০০৬ সালের মে মাসে আন্দোলনে নেমেছিলেন হাজার হাজার কৃষক। টাটা গ্রুপের তৎকালীন চেয়ারম্যান রতন টাটাকেও সিঙ্গুরে গো-ব্যাক স্লোগান শুনতে হয়েছিল। তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই টাটা কারখানার বিরোধিতা করেই দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে ২০০৮ সালের অগাস্টে টানা ১৬ দিন ধর্নায় বসেছিলেন। অবশেষে এই রাজ্য থেকে ন্যানো কারখানা গুজরাটের সানন্দে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন রতন টাটা।

তখন তিনি শুনিয়েছিলেন, 'গুড এম' এবং 'ব্যাড এম' অর্থাৎ মোদিকে গুড ও মমতাকে ব্যাড বোঝাতে চেয়েছিলেন। মমতার উদ্দেশে সেদিন রতন টাটা বলেছিলেন, 'আমি বলেছিলাম, মাথায় বন্দুক ঠেকালেও সিঙ্গুর ছেড়ে যাব না। কিন্তু আপনি তো ট্রিগারটাই টিপে দিলেন।' প্রায় ১৮ বছর পর সেই সিঙ্গুরেই আবার প্রধানমন্ত্রীর সভাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে জমি যুদ্ধ।

চাকরি বাতিলে 'অযোগ্য'দের দোষারোপ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি: 'ডাল মে কুছ কালা নেহি, পুরা ডাল হি কালা'। ফের নিয়োগ ঘিরে বিতর্ক শুরু হওয়ায় এমনটাই মনে করছেন 'যোগ্য' চাকরিহারারা। সম্প্রতি স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রকাশিত ওয়েটিং লিস্টের 'অযোগ্য' তালিকায় রয়েছে মূল মামলাকারীদের নাম। অর্থাৎ, যে মামলার ভিত্তিতে ২০১৬ সালের এসএসসির গোটা প্যানেল বাতিল হয়ে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী চাকরি হারিয়েছিলেন, সেই নিজেদের 'বঞ্চিত' বলে দাবি করা মামলাকারীরাই নাকি 'অযোগ্য'! 'দাগি' মামলাকারীদের আবেদনের ভিত্তিতে কীভাবে এতজনের জীবনে অন্ধকার নেমে আসতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন 'যোগ্য'রা। ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগও আনা হয়েছে এসএসসি মামলার মূল আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও ফিরদৌস শামিমের বিরুদ্ধে।

ওয়েটিং লিস্টে থাকা 'অযোগ্য'দের তালিকায় নাম রয়েছে মূল মামলাকারী লক্ষ্মী তুঙ্গ, রাবেয়া বেগম, প্রণব বোস ও শাহানাজ বেগমদের। 'যোগ্য' চাকরিহারাদের প্রশ্ন, সিবিআইয়ের দেওয়া 'অযোগ্য'দের তালিকা এসএসসির হাতে থাকা সত্ত্বেও আদালতে তারা সেই তথ্য তুলে ধরলেন না কেন? একইসঙ্গে আইনজীবীদের বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের অভিযোগ এনেছেন চাকরিহারারা। চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলমের ক্ষোভ, 'ববিতা বর্মন বা লক্ষ্মী তুঙ্গদের মতো অযোগ্যদের হয়ে মামলা লড়ে এতগুলো জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করলেন যে আইনজীবীরা, তাঁদের শাস্তি হবে না কেন?' পালটা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের যুক্তি, 'মামলা যে কেউ করতে পারে। অযোগ্য হলেও মামলাকারীদের দায়ের করা মামলার কারণেই সমগ্র দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে।' ফিরদৌস শামিম বলেন, 'মামলা করার সময় আমরা কীভাবে জানব যে কারা যোগ্য, কারা অযোগ্য! এখন দেখা যাচ্ছে যাঁরা পরীক্ষায় বসেননি, তাঁদেরকেও বাড়তি নম্বর দেওয়া হয়েছে। এটা তো আরও বড় দুর্নীতি।' এই নন্দীগ্রামের লক্ষ্মী তুঙ্গের মামলার ভিত্তিতেই ১৯১১ জন গ্রিপ ডি কর্মীর চাকরি বাতিল করেছিল আদালত। মামলার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবার 'যোগ্য'রা পালটা আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা করছেন। ওয়েটিং লিস্টের তালিকা অনুযায়ী, 'দাগি' শিক্ষক সংখ্যা ২৫০। শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা ১৮৫৩। এঁদের সকলেরই ওএমআরে অসঙ্গতি রয়েছে। তালিকায় আদালতের নির্দেশে 'দাগি'দের নাম, রোল নম্বর, বাবার নাম, বিষয়ের বিস্তারিত তথ্যও দেওয়া হয়েছে। চাকরিহারা মেহবুব মণ্ডল বলেন, 'এটি প্রথম থেকেই একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। রাজ্য সরকারের দুর্নীতি আর রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত আইনজীবীরা এর জন্য দায়ী।'

এসএসসি-কে প্রশ্ন হাইকোর্টের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কেন ওএমআর শিট প্রকাশ করছে না স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি), এই নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। গত নভেম্বরে ২০২৫ সালের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার সমস্ত প্রার্থীর ওএমআর শিট প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হলেও কার্যকর করা হয়নি ওই নির্দেশ। এই সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'স্বচ্ছতার স্বার্থে ওএমআর শিট সকলের সামনে আনতে হবে কমিশনকে।' যদিও ব্যক্তিগত ওএমআর শিট পাবলিক ডোমেনে আনার বিষয়টি নিয়ে কমিশন প্রশ্ন তোলে। এমনকি নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে আবেদন করলে তবেই ওএমআর শিট দেখানোর বিষয়টি উল্লেখ করেছেন কমিশনের আইনজীবী। তখনই অসন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি বলেন, 'এটা কি কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান? কমিশন কি এখানে ব্যবসা করতে বসেছে?'

বিচারপতি জানিয়ে দেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে গোপনীয়তার চেয়ে স্বচ্ছতা বেশি জরুরি। সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ না থাকায় দুর্নীতির অভিযোগ নিরসনে ওএমআর শিট সকলের সামনে আনা একমাত্র পথ।' কমিশন সময় বাড়ানোর আর্জি জানালেও তা গ্রহণ করেনি আদালত। পাশাপাশি ফি বা গোপনীয়তার যুক্তিতে এই প্রক্রিয়া যাতে বন্ধ না হয়, তা জানিয়েছেন বিচারপতি। আরও একটি বিষয় আদালতে প্রকাশ্যে এসেছে। ইন্টারভিউ তালিকা প্রকাশের আগে যাচাই প্রক্রিয়ার দাবি করেছেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের আইনজীবী।

পুজোর দিনে স্থগিত জয়েন্ট এন্ট্রান্স

কৃতিত্বে ভাগ বসাতে মরিয়া সুকান্ত-মমতা

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের (মেইন) পরীক্ষা আপাতত স্থগিত করা হল। সৌজন্যে সরস্বতী পুজো। যদিও পরীক্ষার পরিবর্তিত সূচি বৃহস্পতিবার জানানো হয়নি। এবার রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার দিন ধার্য হয়েছিল ২৩ জানুয়ারি। কিন্তু সেই দিন সরস্বতী পুজো পড়ায় দিন বদলের আর্জি জানিয়ে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-কে চিঠি লিখেছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এদিন রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা সংক্রান্ত এনটিএ'র নির্দেশিকা প্রকাশের পর পরীক্ষা পিছোনোর জন্য কৃতিত্ব দাবি করেছেন সুকান্ত। আবার তাৎপর্যপূর্ণভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এ ব্যাপারে কৃতিত্ব দাবি করেছেন।

'২৬-এর বিধানসভা ভোটের মেরুকরণের আবহে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা পিছোনোর কারণ হিসেবে সরস্বতী পুজো উঠে আসায় রাজনৈতিকভাবে নতুন মাত্রা পেল। এমনিতেই রাজ্য সরকারকে হিন্দুবিরোধী বলে দাবি করে বিজেপি। সেই প্রশ্নে গত বছরেও সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। জল গড়িয়েছিল আদালত পর্যন্ত। খাস কলকাতার বুকে হাজরা ল'কলেজে সরস্বতী পুজো করতে হয়েছিল পুলিশ পাহারায়। '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে তাই সরস্বতী পুজো ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স একই দিনে পড়ায় সক্রিয় বিজেপি। পরীক্ষা পিছোতে গত ৯ তারিখে এনটিএ-কে চিঠি দেন সুকান্ত। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর চিঠির পরে স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষা স্থগিতের বিষয়টি ছিল সময়ের অপেক্ষা।

তবে মেরুকরণের আবহে সরস্বতী পুজো ও তাকে ঘিরে বিজেপির হিন্দুত্বের প্রচারে ভাগ বসাতে তৎপর হতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকেও। পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণার জন্য

সুকান্তর কৃতিত্ব দাবি করার পরেই মুখ্যমন্ত্রীও এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে দাবি করেছেন, রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্যে সরস্বতী পুজোর দিনের পরিবর্তে বিকল্প কোনও দিন বাছতে তিনিও এনটিএকে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর হস্তক্ষেপের জন্যেই এনটিএ বিষয়টিকে বিবেচনা করেছে। যদিও তৃণমূলের মতে, মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। সরস্বতী পুজো এখন ভ্যালেন্টাইন্স ডে। সরস্বতী পুজোয় তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সে কথা মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রীর এই দিন বদলের আর্জি।

পুলিশে বদলি

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : তিন বছর বা তার অধিক সময় একই জেলায় একই পদে থাকা পুলিশ আধিকারিকদের বদলি করার নির্দেশ মতো ওই আধিকারিকদের বদলির নির্দেশিকা জারি করল নবান্ন। কাকে কোথায় বদলি করা হল, তা নিয়ে ২৪ জানুয়ারির মধ্যে রিপোর্ট রাজ্যের পুলিশ ডিরেক্টরেট এবং সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে সংশ্লিষ্ট জেলা ও পুলিশ কমিশনারেটগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদারকির জন্য বিধাননগর, ব্যারাকপুর ও হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের বদলির বিষয়ে তদারকি করবেন এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ)। আসানসোল-দুর্গাপুর ও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকার বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এডিজি (পশ্চিমাঞ্চল)-কে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের বদলির তদারকি করবেন উত্তরবঙ্গের আইজি। সমস্যা হলে দ্রুত এডিজি (লিগ্যাল) অথবা এডিজি (আইনশৃঙ্খলা)র সঙ্গে আলোচনা করতে বলা হয়েছে।

বিধি অনুমোদন

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : রাজ্যের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বিধিতে অনুমোদন দিলেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস। কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়, মহাত্মা গান্ধি বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়কে নয়া বিধিতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের গড়া কমিটির মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছিল।

কর্মসূচিতে নেই অভয়ার বাবা-মা

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বিচার চাইতে বৃহস্পতিবার সিবিআই দপ্তরে অভিযান করা হয়। আন্দোলনকারী চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর নেতৃত্বে নিউটাউনের এনবিসিসি স্কোয়ার থেকে সিবিআই দপ্তর পর্যন্ত কর্মসূচি হয়। ঘটনার ১৭ মাস পরেও এখনও অতিরিক্ত চার্জশিট দেওয়া হয়নি। এই অভিযোগে ন্যায়বিচারের দাবিতে 'ভয়েস অফ অভয়া ভয়েস অফ উইম্যান'-এর ব্যানারে সিবিআই দপ্তরে অভিযানে নামেন প্রতিবাদীরা। এই কর্মসূচিতে থাকার কথা ছিল অভয়ার বাবা-মায়ের। কিন্তু এদিনের কর্মসূচিতে গরহাজির ছিলেন তাঁরা। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বললেন, 'পোস্টারে যখনই অনেক মাহাতোর নেতৃত্বে আমাদের থাকার কথা উল্লেখ করা হল, তাই আমরা যাইনি।'

সম্প্রতি অভয়া ইস্যুকে হাতিয়ার করে অনিকেত ক্রাউড ফান্ডিং কেন করছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অভয়ার পরিবার। এদিনও সেই ক্ষোভ উগরে অভয়ার বাবা বলেন,

অনিকেতে 'অরুচি'

'এদিনের কর্মসূচিতে যেভাবে আমাদের থেকেও অনিকেতকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল তাই যাওয়ার প্রশ্ন আসেনি।'

বুধবারই সাংবাদিক সম্মেলন করে এক সময়ের সহযোদ্ধারা ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফোরাম থেকে বিদায় জানিয়েছে অনিকেতকে। তাঁর সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছে ফ্রন্ট। তবে এদিনই অভয়ার বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন অনিকেত। যদিও অভিযোগ, মিছিল আটকানোর চেষ্টা করেছে পুলিশ। অনিকেত এদিন বলেন, 'বিচারের নামে প্রহসন হয়েছে। ১৭ মাস কেটে গেলেও এখনও সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিতে পারল না সিবিআই। দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থার থেকে যে আশা মানুষের ছিল, তা পূরণ হয়নি।'

লাগাতার ডিজিটাল প্রশিক্ষণ, ঢেলে সাজছে আইটি সেল

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : গত কয়েক বছর ধরে বিজেপিকে টেক্কা দিতে আইটি সেলকে শক্তিশালী করার চেষ্টা চালাচ্ছে তৃণমূল। এবার 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা' নামে আইটি সেলকে তারা সামনে এনে বিজেপিকে রোখার মরিয়া চেষ্টা শুরু করল। ডিজিটাল যোদ্ধাদের কীভাবে কাজ করতে হবে, তা নিয়ে দলের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। বাংলা ও হিন্দি ভাষায় যোদ্ধারা সমাজমাধ্যমে তাঁদের প্রচার চালাবেন। এই যোদ্ধাদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক পক্ষ গত ১৫ বছরের রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে যেমন প্রকাশ্যে আনবে, অন্যপক্ষ প্রতিমুহূর্তে বিজেপির আইটি সেলের প্রতি নজর রেখে সেখানে রাজ্যের বিরুদ্ধে করা 'কুৎসা'র জবাব দেবে।

আরজি কর, সন্দেশখালি, কসবা সহ সাম্প্রতিক একাধিক কাণ্ডের থেকে শিক্ষা নিয়ে 'ইটের বদলে পাটকেল' মন্ত্রে ডিজিটাল যোদ্ধাদের লড়তে নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তথ্যভিত্তিক রিপোর্ট তৈরির দায়িত্ব আইপ্যাকের কাঁধে। সেই রিপোর্টকে হাতিয়ার করে মাঠে-ময়দানে লড়বে আইটি সেল এবং দলের অন্য সমর্থকগোষ্ঠী। আইটি সেলের রাজ্যের অন্যতম জেনারেল সেক্রেটারি উপাসনা চৌধুরী জানান, জেলাভিত্তিক রুটম্যাপ তৈরি হচ্ছে। 'ফ্যাম' ও 'ইন্ডিয়া ওয়ান্টস মমতা'র মতো সমর্থকগোষ্ঠীরা উন্নয়নের পাঁচালিভিত্তিক শর্টস, রিলসের মতো সমাজমাধ্যমে প্রকাশযোগ্য ভিডিও তৈরি শুরু করে দিয়েছে। পিরামিড সূত্র মেনে গ্রাম ও অঞ্চলভিত্তিক প্রচারের রণকৌশল তৈরি করছে আইটি সেল। মূল উদ্দেশ্য, এসআইআরকে কেন্দ্র করে বিজেপির 'ষড়যন্ত্র' মানুষের সামনে তুলে ধরা। নন্দীগ্রামও এবারের পাখির চোখ ডিজিটাল যোদ্ধাদের। দলের অন্যতম মুখপাত্র ঋজু দত্ত বলেন, 'সেবাশ্রয়-২ কর্মসূচি নন্দীগ্রামের মানুষের কাছে ডিজিটালি পৌঁছে দিয়ে আমরা বুঝিয়ে দেব, বিজেপি নয়, মানুষের পাশে থাকবে তৃণমূলই।'

আইটি সেলের আরেক জেনারেল সেক্রেটারি নীলাঞ্জন দাস বলেন, 'অক্টোবর থেকে ডিজিটাল যোদ্ধাদের প্রস্তুতি চলছে। প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর আমরা প্রতিটি যোদ্ধার কাজ খতিয়ে দেখে প্রত্যেককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিজেপির কুৎসিত মন্তব্য, বিজেপি নেতাদের

- এসআইআরকে কেন্দ্র করে হয়রানি ও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ছবি তুলে ধরা
- অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নের জয়গানভিত্তিক রিলস, শর্টস, ভিডিও প্রকাশের ওপর জোর
- বিজেপি নেতাদের কুমন্তব্য, বিজেপিশাসিত রাজ্যে দুর্নীতির পরিসংখ্যান মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া

কটূক্তির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই চালাব।' 'ইন্ডিয়া ওয়ান্টস মমতা'র সভাপতি সায়ন মারিকের বক্তব্য, 'ঝড় তোলার নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ক্রমাগত যে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি চলছে, তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিলে তাঁরাই ভোটবাক্সে উত্তর দিয়ে দেবেন।' গত লোকসভা নির্বাচনে সমাজমাধ্যমকে হাতিয়ার করলেও রাজ্যে দাঁত ফোঁটাতে পারেনি বিজেপি। তবে ভোটবাক্সে যে টক্কর তারা দিয়েছিল, তা যাতে আর তৈরি না হয়, সেই কারণে তৃণমূলের ডিজিটাল শক্তিকে মজবুত করতে কাজ শুরু করে দিয়েছেন ডিজিটাল যোদ্ধারা।

নিলামে হোগলার অস্থায়ী ছাউনি

পুলকেশ ঘোষ

গঙ্গাসাগর, ১৫ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্ন শেষ, কিন্তু সাগরতীরে ভক্তের ঢল যেন থামতেই চাইছে না। তবে বেলার দিকে ভিড় কিছুটা কমতেই শুরু হয়েছে 'মেলা ভাঙার' তোড়জোড়। নীল-সাদা কাপড়ের মায়া কাটিয়ে এবার হোগলার অস্থায়ী ছাউনিগুলো নিলামে চড়ছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর ইতিমধ্যেই টেন্ডার ডাকার কাজ শুরু করে দিয়েছে। আগামীকাল থেকেই মন্ত্রীদের নেতৃত্বে শুরু হবে সৈকত সাফাই অভিযান। স্লোগান তৈরি— 'শুদ্ধিকরণের অঙ্গীকার, গঙ্গাসাগরে বারবার'।

তবে মেলায় আনন্দের মাঝে বিষাদও রয়েছে। বিহারের বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় কুমার সিং নামে এক প্রৌঢ়ের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। এটি এবারের মেলার দ্বিতীয় মৃত্যুর ঘটনা। বৃহস্পতিবার মেলা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ ও আবাসন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস যে পরিসংখ্যান দিলেন, তা শুনে অনেকেরই চক্ষু চড়কগাছ! মন্ত্রীর দাবি, ইতিমধ্যেই ১ কোটি ৩০ লক্ষ পুণ্যার্থী

মেলা থেকে ফিরছেন পুণ্যার্থীরা। বৃহস্পতিবার। - রাজীব মণ্ডল।

সাগরে ডুব দিয়েছেন। অর্থাৎ গত ২৪ ঘণ্টায় জনজোয়ার বেড়েছে প্রায় ৪৫ লক্ষ! কিন্তু প্রশাসনের পরিসংখ্যানের সঙ্গে স্থানীয় ব্যাবসায়ীদের কথায় মিল পাওয়া গেল না। এবারের মেলায় পেটে টান ফেলেছে স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে ভিক্ষুকদের। ফুল-নারকেল বিক্রেতাদের গলায় আক্ষেপের সুর। তাঁদের দাবি, 'অন্যবার ভিড়ের ঠেলায় জলে পড়ে যেতাম, আর এবার তো আরামে ভ্যান চালিয়ে ঘাটে এসেছি।' ৫০ টাকার নারকেল কেনা দামেই বেচতে হচ্ছে। ভিক্ষুকদের ঝুলিতেও এবার চালের দেখা মেলেনি। এদিকে ভাঙনের জেরে সাগরের একাংশে স্নানঘাট বন্ধ রাখায় শুটকি মাছ বিক্রেতারা প্রশাসনের ওপর রীতিমতো ক্ষুব্ধ— তাঁদের ব্যবসা এবার লাটে উঠেছে।

মেলার পড়ন্ত বিকেলে সবার নজর কাড়ছে ছোট্ট সানিয়া। দড়ির ওপর তার সার্কাস দেখার লোক কম, তাই বাবা হরিহরের চোখে দুশ্চিন্তার মেঘ। ভিড়ের রেকর্ড যতই বাড়ুক, সাগরের নোনা হাওয়ায় হাজারো মানুষের দীর্ঘশ্বাস কিন্তু থেকেই গেল। ভিড়ের রেকর্ড যতই কোটির ঘর ছাড়াক, সাগরের নোনা হাওয়ায় কয়েক হাজার প্রান্তিক মানুষের দীর্ঘশ্বাস কিন্তু থেকেই গেল। মেলা শেষে পুণ্য ফিরছে ঘরে, আর দুশ্চিন্তা ফিরছে স্থানীয়দের ঝুপড়িতে।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৩৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ২ মাঘ ১৪৩২

ফের চর্চায় রাজতন্ত্র

২০২৫ সালে নেপালে গণ অভ্যুত্থানের সময় সেদেশের জেন জেড-এর বড় অংশের দাবি ছিল রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন। রাজা জ্ঞানেন্দ্রর সমর্থনে স্লোগান শোনা গিয়েছিল জেন জেড-এর মিছিলে। যদিও নেপাল আপাতত প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনে। নেপালেরই মতো এখন ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে উঠেছে রাজতন্ত্র ফেরানোর স্লোগান।

'লং লিভ দ্য শাহ', 'দ্য পাহলভি উইল রিটার্ন', 'কিং অফ ইরান রিটার্ন টু ইরান' ইত্যাদি স্লোগানে ভাসছে ইরান। আবার কোথাও আন্দোলনকারীদের হাতে প্ল্যাকার্ডে লেখা, 'ইরান উইদাউট কিং হ্যাজ নো অ্যাকাউন্ট।' ১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইসলামিক বিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন ইরানের শেষ সম্রাট মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভি।

গত ২৭ ডিসেম্বর ইরানে যখন সরকারবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হল, তখন আন্দোলনকারীদের দাবিদাওয়া ছিল নিছক অর্থনৈতিক। ডলারের তুলনায় ইরানি মুদ্রা রিয়ালের দামের ব্যাপক পতন, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের গগনচুম্বী মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক সংকট প্রভৃতি সমস্যার প্রতিবাদে তখন রাস্তায় নেমেছিলেন মানুষ।

এবার কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যে মানুষের বিক্ষোভ সরকারবিরোধী আন্দোলনের চেহারা নেয়। দাবি ওঠে, দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় প্রধান আয়াতুল্লা আলি খামেনেইয়ের প্রায় পঞ্চাশ বছরের ইসলামি শাসনের অবসান ঘটানোর। খামেনেইয়ের মৃত্যু কামনা করে স্লোগানও শোনা গিয়েছে মিছিলে। এই মুহূর্তে গণবিক্ষোভের আগুনে জ্বলছে গোটা ইরান। রাজধানী তেহরান থেকে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে অন্তত একশোটি শহরে।

বিভিন্ন সরকারি ভবন, গাড়ি, বাসে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন বিক্ষোভকারীরা। মারমুখী জনতার মোকাবিলায় দমনপীড়ন শুরু করেছে সরকার। সেনা নেমেছে সর্বত্র। গুলি চলছে যথেচ্ছ। হিংসাত্মক আন্দোলনে প্রায় ৩০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এই হিসেব আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া ইরান সরকারের। একটি মানবাধিকার সংস্থার দাবি, ইরানে নিহতের সংখ্যা ছয় হাজার ছাড়িয়েছে। আবার বিদেশি সংবাদমাধ্যমের দাবি, মৃত্যুর সংখ্যা ১২০০০।

ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট করে দিয়েছে সরকার। তার ফলে ইরানের মানুষ বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগই করতে পারছেন না। একমাত্র ভরসা এলন মাস্কের স্টারলিংক নেটওয়ার্ক। ইরানে বসবাসকারী ভারতীয়দের দ্রুত দেশে ফিরে আসতে বলেছে নয়াদিল্লি। ভারত থেকে কাউকে সেদেশে যেতেও বারণ করা হয়েছে। আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে ইরান।

দেশজুড়ে এই বিক্ষোভের পিছনে মার্কিন মদত দেখছেন খামেনেই। তাঁর কথায়, আন্দোলন, প্রতিবাদের নামে সর্বত্র গুন্ডামি চলছে। অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিযোগ, ইরানের নিরীহ জনগণের ওপর নির্যাতন করছে সরকার। এই নির্যাতন বন্ধ না হলে ইরানে সামরিক অভিযানের হুমকি দিয়েছে আমেরিকা। সেই লক্ষ্যে পুরোদস্তুর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ওয়াশিংটন।

খামেনেই পালটা জানিয়েছেন, আক্রান্ত হলে ইরানও পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকা ও ইজরায়েলের সমস্ত সামরিক ঘাঁটি উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ইরানে রাজতন্ত্র ফেরানোর দাবি এবারই প্রথম শোনা গেল, তা নয়। ২০১৭-'১৮ সালে একই দাবি উঠেছিল। তখন একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, ৩৯ শতাংশ মানুষ রাজতন্ত্রে ফিরতে চাইছেন।

তারপর ২০২৪ সালে একটি মার্কিন গবেষণা সংস্থার জনমত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, ৮০ শতাংশ ইরানবাসী রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন চান। ইরানের শেষ সম্রাট রেজা শাহ পাহলভির বড় ছেলে রেজা পাহলভি ১৯৭৯ সাল থেকে নির্বাসিত। ১৯৬০ সালে তাঁর জন্ম। রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা আমেরিকায়। ইরানের সাম্প্রতিক আন্দোলনে তিনি যথেষ্ট বিচলিত। বিক্ষোভকারীদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বহিষ্কৃত যুবরাজ।

এরমধ্যে হোয়াইট হাউসের প্রতিনিধি স্টিভ উইটকম গোপনে দেখা করেছেন রেজা পাহলভির সঙ্গে। পাহলভি পরিষ্কার জানিয়েছেন, সরাসরি রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা তিনি চান না। ইরানের জনগণের উদ্দেশে তাঁর উপদেশ, সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন চাইছেন কি না জাতীয় গণভোটের মাধ্যমে তাঁরা নিজেরা আগে স্থির করুন।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

ঘরের ভাষা কবে ঢুকবে ক্লাসরুমে?

মাতৃভাষা ও স্কুলের বইয়ের ভাষা আলাদা হলে শিক্ষার ভিত নড়বড়ে হয়। রাজবংশী শিশুদের ক্ষেত্রে সেটাই হচ্ছে না তো?

মলয় চক্রবর্তী

শিক্ষা তো আর আকাশ থেকে পড়া কোনও তত্ত্বকথা নয়, এ হল মাটির কাছাকাছি থাকার মন্ত্র। উত্তরবঙ্গের মতো বৈচিত্র্যময় জনপদে শিক্ষার সঙ্গে ভাষার নাড়ির টান অস্বীকার করা মানে একটা বিরাট জনগোষ্ঠীকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার থেকে দুই দিনাজপুর ও মালদা— এই বিশাল এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষের বেঁচে থাকার অক্সিজেন হল রাজবংশী ভাষা। অথচ কী দুর্ভাগ্য! স্কুলের গেট পেরোলেই এই ভাষা আজও 'ব্রাত্য'। বাড়িতে যে শিশুটি রাজবংশী ভাষায় স্বপ্ন দেখে, স্কুলে ঢুকেই তাকে সম্পূর্ণ অচেনা এক ভাষার মুখোমুখি হতে হয়। ফলে পড়াশোনাটা তার কাছে আনন্দের না হয়ে, হয়ে ওঠে আতঙ্কের। গবেষণাও বলছে, নিজের ভাষায় কথা বলতে না পারার হীনম্মন্যতায় ভুগে অনেক শিশুই ক্লাসে 'বোবা' হয়ে থাকে, আর শেষমেশ স্কুল থেকে হারিয়ে যায়।

জাতীয় শিক্ষানীতি বনাম বাস্তব

ইউনেসকো বারবার বলছে, প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় না হলে শিক্ষার ভিত মজবুত হয় না। খোদ দেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতেও (NEP 2020) পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাদানের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই নীতির প্রতিফলন কোথায়? যে শিশুটি বাড়িতে রাজবংশী ভাষা শুনে বড় হচ্ছে, পাঠ্যবইয়ের সাধু বা চলিত বাংলার কঠিন ব্যাকরণ তাকে শুরুতেই হোঁচট খাওয়াচ্ছে। অথচ আমরা কি আজও সেই 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছি? নাকি তথাকথিত 'স্ট্যান্ডার্ড' ভাষার দাপটে স্থানীয় ভাষার শ্বাসরোধ করছি?

স্বীকৃতি আছে, বাস্তব নেই

রাজ্য সরকার রাজবংশী ভাষা আকাদেমি ও কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি গঠন করে উত্তরবঙ্গের মানুষের দীর্ঘদিনের আবেগে সিলমোহর দিয়েছে—এ কথা মানতেই হবে। কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। এই স্বীকৃতি কি শুধু মেলা, উৎসব আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ফিতে কাটার মধ্যেই আটকে থাকবে? আকাদেমি হয়েছে, গবেষণা হচ্ছে— সবই ভালো কথা। কিন্তু যে প্রান্তিক শিশুটি গ্রামের ধুলোমাখা পথ পেরিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, তার কাছে এর সুফল পৌঁছাচ্ছে কি? সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তি, উপযুক্ত শিক্ষক আর ক্লাসরুমে রাজবংশী ভাষার ব্যবহারিক প্রয়োগ না থাকলে এইসব প্রশাসনিক আয়োজন অর্থহীন। সমস্যা আরও গভীরে। পাঠ্যবই ছাপানোই শেষকথা নয়, সেই বই পড়ানোর মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক কোথায়? যে শিক্ষক স্থানীয় উপভাষা বোঝেন না, তিনি ছাত্রের মনের নাগাল পাবেন কী করে? বর্তমানে রাজবংশী ভাষায় প্রচুর সাহিত্য ও গবেষণা হচ্ছে, তাই উপকরণের অভাব নেই। অভাব শুধু একটা জিনিসের— সরকারের সদিচ্ছা, শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা আর কঠোর নীতিগত সিদ্ধান্তের।

গাছের আগায় জল, গোড়া শুকনো

পরিস্থিতিটা বেশ অদ্ভুত। রায়গঞ্জ বা কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজবংশী ভাষার ডিপ্লোমা বা ভাওয়াইয়া গানের সার্টিফিকেট কোর্স চালু হয়েছে। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার মহলে এই ভাষা জাতে উঠেছে। এটা অবশ্যই গর্বের। কিন্তু প্রশ্ন হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু দালানে এই ভাষার চর্চা হলে কী হবে, যদি প্রাথমিক স্কুলের বুনিয়াদটাই নড়বড়ে থেকে যায়? গোড়ায় গলদ রেখে আগায় জল ঢাললে কি গাছ বাঁচে? উচ্চশিক্ষার সঙ্গে স্কুল শিক্ষার এই ফারাকটা বড্ড চোখে লাগছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে জ্ঞান তৈরি হচ্ছে, তা যদি সহজ করে স্কুলের বইতে না আনা যায়, তবে সেই শিক্ষা সাধারণ মানুষের কাজে আসবে না। ভবিষ্যতে এই ভাষার পাঠক তৈরি হবে কোথা থেকে? স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়— একটা সোজাসাপটা 'ব্রিজ' বা সেতু তৈরি করা আজ বড় জরুরি।

দিনহাটার জরাবাড়িতে তরণীকান্ত বর্মন রাজবংশী ভাষা প্রাইমারি স্কুল।

বাড়িতে যে শিশুটি রাজবংশী ভাষায় স্বপ্ন দেখে, স্কুলে ঢুকেই তাকে সম্পূর্ণ অচেনা এক ভাষার মুখোমুখি হতে হয়। ফলে পড়াশোনাটা তার কাছে আনন্দের না হয়ে, হয়ে ওঠে আতঙ্কের। হীনম্মন্যতায় ভুগে অনেক শিশুই ক্লাসে 'বোবা' হয়ে থাকে, আর শেষমেশ স্কুলছুট হয়ে হারিয়ে যায়।

বহুভাষিক ক্লাসই বাঁচার পথ

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বহুভাষিক ক্লাসরুম কোনও বিলাসিতা নয়, ওটাই একমাত্র রাস্তা। গণিত বা বিজ্ঞানের জটিল ধারণা যদি শুরুতে স্থানীয় ভাষায় বুঝিয়ে তারপর মূল ভাষায় নিয়ে যাওয়া যায়, তবেই তা শিশুর মনে গেঁথে থাকে। উত্তরবঙ্গের অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করেছে, মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে জোর করে অন্য ভাষা চাপালে হিতে বিপরীত হয়। ছোটোবেলাতেই ভালোমতো পড়াশোনা করলে সেই রেশ গোটা জীবনে থেকে যায়। আনন্দের খবর হল, প্রায় ২১০টি রাজবংশী বিদ্যালয়কে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা হয়েছে। এটা দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। এতে প্রমাণ হয়, দাবিটা আর শুধু জনসভায় আটকে নেই, পৌঁছে গেছে নীতি নির্ধারকদের টেবিলে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, এই স্কুলগুলো যেন পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকতে শুরু না করে।

স্বপ্ন এবার সত্যি হোক

এখন দরকার ছন্নছাড়া উদ্যোগগুলোকে এক সুতোয় বাঁধা। সমীকরণটা খুব সহজ হতে পারে— প্রাথমিক স্তরে রাজবংশী হোক শিক্ষার মাধ্যম বা 'সাপোর্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ', যাতে স্কুলটাকে শিশুরা নিজের ঘর মনে করে। আর মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি রাজবংশী থাকুক ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে। এটা কোনও ভাষার বিরোধিতা নয়, বরং মেধার বিকাশ ও আত্মপরিচয়ের প্রতিষ্ঠা। প্রশ্ন এখন আর 'সম্ভব কি না' তা নিয়ে নয়, প্রশ্ন হল— 'কবে হবে?' দেরি হলে শিক্ষার এই মহৎ উদ্দেশ্য শুধু ফাইলে বন্দি হয়েই থেকে যাবে। তাতে আখেরে কারও কোনও লাভই হবে না। মাটির গানে যে ভাষা যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে, এবার ব্ল্যাকবোর্ডেও তার সম্মান প্রাপ্য। উত্তরবঙ্গ হয়ে উঠুক ভারতের বহুভাষিক শিক্ষার রোল মডেল— এটাই এখন সময়ের দাবি।

(লেখক শিক্ষাবিদ)

আজ

১৯৩৮

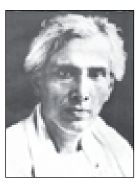

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৪০

অভিনেতা চিন্ময় রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

এটা ঠিক যে, কোনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কোনও রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি কাজে হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। আবার সৎ উদ্দেশ্যে তদন্ত করলে শুধু দলের কাজ যুক্তি দিয়ে কোনও কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাকে কি তার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে?

- সুপ্রিম কোর্ট

ভাইরাল/১

মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে পশুরাও। মুম্বইয়ের ব্যস্ত রাস্তায় কুকুরের কাণ্ড দেখে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। দ্রুতগতিতে অটো ছুটছে। গাড়ির ছাদে একটি পথকুকুর আয়েশ করে শুয়ে। কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। 'কুল' কুকুরের ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

আরব সাগর যেন ডাস্টবিন! এক ব্যক্তি এক তরুণীর সঙ্গে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ায় হন্তদন্ত হয়ে এসে ব্যাগভর্তি ময়লা আরব সাগরের জলে ফেলে বীরবিক্রমে এলাকা ছাড়েন। যেন 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানকে বিসর্জন দিলেন। এক বিদেশি ইউটিউবারের ক্যামেরায় ধরা পড়ে ঘটনাটি। নিন্দার ঝড়।

জনমন জনমত

মানুষ হওয়ার পাঠ দেওয়াই লক্ষ্য হোক

১৪ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদের জনমত বিভাগে প্রকাশিত বাপ্পা রায়ের 'শিক্ষকদের মানসিকতায় বদল চাই' শীর্ষক চিঠির ওপর একটু আলোকপাত করতে চাই। পত্রলেখক কিছু বাস্তব সত্যি কথা শিক্ষককুলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের রেশ ধরে বলতে চাই, আমরা যাঁরা শিক্ষক তাঁরা মান ও হুঁশের তোয়াক্কা না করেই আমাদের গর্ব-মনুষ্যত্বকে ভুলতে বসেছি। আমরা যাঁরা শিক্ষকতা নামক পেশায় এসেছি, আমাদের উচিত নিরবচ্ছিন্নভাবে এই পেশাকে ভালোবেসে আগামীর শাসক তৈরি করা।

শিক্ষিত শিক্ষক হয়ে অহংকারী, দুর্বিনীত, স্বার্থান্বেষী না হয়ে অন্তর্নিহিত জীবনবোধ, সৌন্দর্যচেতনা, উৎকর্ষের বীজমূলকে ফুটিয়ে তোলার ব্রত নিতে হবে। শিক্ষাদানের একমাত্র উদ্দেশ্য একজন সৃজনশীল পূর্ণ মানুষ তৈরি করা। সেই মানুষ সৃষ্টিতে নিজের ভালোমন্দ, সুযোগসুবিধে, ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহমর্মিতা, সততা, আচরণ ও মূল্যবোধের উত্তরণ ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের মানুষ হওয়ার পাঠ দিতে হবে। নিজের রাগ, প্রতিহিংসা দূরে সরিয়ে বিদ্যাদানে বিনয়, ত্যাগ, সহমর্মিতা শিখিয়ে চিরায়ত মানুষ তৈরি করতে হবে জীবনের বাস্তব শিক্ষায়।

শুধু শিক্ষক সমাজ নয়, এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মনে উঠুক মার্জিত আচরণের জয়ধ্বনি। তবেই এই সমাজ আধুনিক বেগবান হবেই হবে। সবার মানসিকতায় বদল আসতে বাধ্য।।

শৌমিক চক্রবর্তী
সুভাষনগর, ময়নাগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

—ঃ ঠিকানা ঃ—
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সুতোর টানে ফিরছে রঙিন শৈশব

'ভোকাট্টা'র সেই চিৎকার আর সুতোর টান—স্মার্টফোনের যুগে ফের কি দখল নেবে বাংলার আকাশ?

মোহিত করাতি

বাংলার আকাশ মানেই একসময় ছিল রঙিন ঘুড়ির মেলা। পৌষ সংক্রান্তি হোক বা বিশ্বকর্মাপুজো—ছাদ তখন আর ছাদ থাকত না, হয়ে উঠত কুরুক্ষেত্র! সুতোয় সুতোয় লড়াই, আর আকাশ চিরে 'ভোকাট্টা'র উল্লাস। দাদু শেখাচ্ছেন নাতিকে লাটাই ধরার কায়দা, বাবা শেখাচ্ছেন হাওয়া বুঝে সুতো ছাড়ার কৌশল—এই ছবিটাই ছিল বাংলার ঘরোয়া সংস্কৃতির সিগনেচার টিউন। কিন্তু হায়! আধুনিকতা আর যান্ত্রিকতার চাপে সেই লাটাই আজ ধুলোমাখা হয়ে চিলেকোঠার এক কোণে পড়ে আছে। তবে সব শেষ হয়ে যায়নি। আশার কথা হল, ফের সেই হারিয়ে যাওয়া সুতোর টান ফিরিয়ে আনার একটা জোরদার চেষ্টা চলছে।

প্রজন্মের সেতু ও কংক্রিটের দেওয়াল

একসময় ঘুড়ি ওড়ানো ছিল প্রজন্মের মেলবন্ধন। বাঁশের কঞ্চি আর রঙিন কাগজ দিয়ে ঘুড়ি বানানোটা ছিল একটা আর্ট, একটা শিল্প। তাতে যেমন ধৈর্য বাড়ত, তেমনই মজবুত হত পরিবারের বাঁধন। কিন্তু এখন? প্লাস্টিকের তৈরি রেডিমেড ঘুড়ি আর মোবাইল গেমের দাপটে সেই আবেগটাই গায়েব। তার ওপর দোসর হয়েছে নগরায়ণ। শহরে এখন খোলা ছাদ বা মাঠ খুঁজে পাওয়া আর ডুমুরের ফুল দেখা একই ব্যাপার। আকাশ ঢেকেছে বহুতল আর বিদ্যুতের তারের জঞ্জালে। তবুও হাল ছাড়েনি বাঙালি। নানা সাংস্কৃতিক সংগঠন আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ফের উদ্যোগী হয়েছে। প্রশাসনের সাহায্যে নির্দিষ্ট মাঠে উৎসব হচ্ছে, হচ্ছে কর্মশালা। যে সোশ্যাল মিডিয়া একদিন মাঠ থেকে ছেলেদের ঘরে ঢুকিয়েছিল, আজ সেই সোশ্যাল মিডিয়াতেই ঘুড়ি উৎসবের ডাক দেওয়া হচ্ছে।

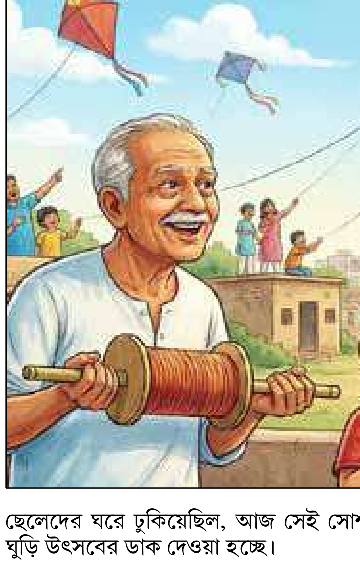

বিষাক্ত নাইলন বনাম মাটির টান

তবে আবেগের সঙ্গে বিবেকের প্রশ্নটাও জরুরি। আগেকার সুতো ছিল পরিবেশবান্ধব। আর এখনকার চিনা মাঞ্জা বা নাইলন সুতো মানুষ আর পাখি—উভয়ের জন্যই মরণফাঁদ। এই ফেরার লড়াইয়ে তাই জোর দেওয়া হচ্ছে সেই পুরোনো সুতোর ওপর। এতে লাভ দু'দিকেই। পরিবেশও বাঁচবে, আবার গ্রামের যে কারিগররা লাটাই-ঘুড়ি বানিয়ে পেট চালাতেন, তাঁদের ঘরেও দু'পয়সা আসবে। লোকশিল্প চাঙ্গা হলে আখেরে লাভ তো আমাদের অর্থনীতিরই।

রিমোট ছেড়ে লাটাই ধরুক হাত

ঘুড়ি ওড়ানো ফেরানো মানে শুধু একটা খেলা ফেরানো নয়, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা। দলগত কাজ বা টিমওয়ার্ক শিখতে কর্পোরেট ক্লাসে যাওয়ার দরকার নেই, একটা লাটাই আর সুতোই যথেষ্ট। স্কুলের গণ্ডিতেও যদি একে জায়গা দেওয়া যায়, তবে মন্দ হয় না। সব বাধা ডিঙিয়ে যখন আবার আকাশে পেটকাটি-চাঁদিয়াল উড়বে, তখন শুধু ঘুড়ি উড়বে না, উড়বে বাঙালির হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য। রিমোট কন্ট্রোল সরিয়ে নতুন প্রজন্মের হাতে লাটাই তুলে দেওয়াটাই এখন আসল চ্যালেঞ্জ।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪৬

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। ভাইপো ৩। ধ্বংস, লোপ ৫। নামজাদা, বিখ্যাত ৬। কয়েকটি পরগনার সমষ্টি ৮। উত্তরীয়, চাদর ১০। ক্ষতি বা হানি ১২। কৃষ্ণসখা শ্রীদাম-এর নামের বিকৃতরূপ ১৪। শব্দ, ধ্বনি, গর্জন ১৫। কদম ফুল বা তার গাছ ১৬। রাজহাঁস-এর আরেক নাম।

উপর-নীচ : ১। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী ২। অনেক লোকের মধ্যে প্রচার ৪। শতসংখ্যাযুক্ত, শতাব্দ, একশোটি বস্তুর সমষ্টি ৭। প্রশ্রয়, আশকারা ৯। কাটিমে জড়ানো সুতো ১০। সর্বদা, অনবরত ১১। লোকবল, বহুলোক থাকার ফলে অর্জিত বল ১৩। বিদ্যুতের আরেক নাম।

সমাধান ■ ৪৩৪৫

পাশাপাশি : ১। জবাব ৩। বীরভদ্র ৪। গদর ৫। গালমন্দ ৭। তামা ১০। খল ১২। পড়িমরি ১৪। কপিলা ১৫। শশিকর ১৬। ইলেক।

উপর-নীচ : ১। জন্মদাতা ২। বগলা ৩। বীরগাথা ৬। ময়ূখ ৮। মাকড়ি ৯। কারিকর ১১। লকলক ১৩। বালাই।

বিন্দুবিসর্গ

সেনা দিবসে নজর কাড়ল ডগ স্কোয়াড

জয়পুর, ১৫ জানুয়ারি : ব্যান্ড মিউজিকের তালে এক কদম এক কদম করে এগোচ্ছে চারপেয়ে যোদ্ধারা। চোখে রোদ-চশমা। স্টাইলিশ লুক। বৃহস্পতিবার ৭৮ তম সেনা দিবসের কুচকাওয়াজে দর্শককে চুম্বকের মতো টানল কে৯ ডগ স্কোয়াড। রোদ থেকে চোখ বাঁচানোর সঙ্গে ধুলোবালি থেকে সুরক্ষা দিতে সারমেয়দের চোখে পরানো হয়েছিল সামরিক গগলস। শৃঙ্খলা আর আভিজাত্যের মিলমিশে তাদের মার্চপাস্টে মুগ্ধ মানুষ। গ্যালারিতে হাততালির বন্যা। কুচকাওয়াজে ছিল একটি রোবটিক কুকুরও। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন পূরণে আত্মনির্ভর ভারতের জন্য সেনাবাহিনী দেশীয় প্রজাতির কুকুরকে সামরিক কাজে অন্তর্ভুক্ত করেছে। শনাক্তকরণ, নজরদারি, বিদ্রোহ দমন অভিযানে তাদের কাজে লাগাতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কয়েক হাজার মানুষ সারমেয় বাহিনীর দক্ষতা দেখলেন। প্রত্যক্ষ করলেন সেনাবাহিনীর শক্তি ও আধুনিক যুদ্ধক্ষমতাও। সেনা দিবসের কুচকাওয়াজ এই প্রথম জয়পুরের মহল রোডে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নাভির বদলে কাটা পড়ল আঙুল

বেজিং, ১৫ জানুয়ারি : সিজারিয়ান প্রসবে মিডওয়াইফের অসাবধানতায় এক নবজাতকের নাভির কর্ড (আম্বিলিক্যাল)-এর বদলে হাতের আঙুল কাটা পড়ল। আঙুলটি বাম হাতের। ২৫ ডিসেম্বরের ঘটনা। জিঘাংসু প্রদেশের এক হাসপাতালের ঘটনায় হইচই পড়ে গিয়েছে। অভিযুক্ত মিডওয়াইফকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, নাভি কাটার সময় নবজাতক হাত নাড়ানোয় বিপত্তি ঘটে। শিশুটিকে তাড়াতাড়ি একটি বিশেষ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে আঙুল জোড়া লাগানো হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শিশুর পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তার ভবিষ্যৎ চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে ১২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা (১০০,০০০ ইউয়ান) ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।

উড়ানে ধাক্কা, যাত্রীরা নিরাপদ

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : দুর্ঘটনা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না টাটাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এয়ার ইন্ডিয়ার। বৃহস্পতিবার ইরানের আকাশসীমা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মাঝরাস্তা থেকে দিল্লি ফিরে আসে এয়ার ইন্ডিয়ার নিউ ইয়র্কগামী বিমানটি। ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানটি ফিরে আসার পর দেখা যায়, তার ডান দিকের ইঞ্জিনটি কোনও বাহ্যিক বস্তুর সজোরে আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, উড়ানের সময় ইঞ্জিনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ঘন কুয়াশার মধ্যে বিমানবন্দরে অবতরণের সময় দৃশ্যমানতা কম থাকায় ওই ঘটনা ঘটেছে। তবে বিমানের সমস্ত যাত্রী ও ক্রু সদস্যরা সুরক্ষিত আছেন।

অন্যদিকে বুধবার সিঙ্গাপুরগামী এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ানটি আকাশে ওড়ার খানিকটা পরেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দিল্লিতে ফিরে আসে। ওই বিমানে ১৯০ জন যাত্রী ছিলেন। সকলকেই নিরাপদে বিমান থেকে বের করে আনা হয়।

টক্করের মধ্যে একসুর ট্রাম্প ও তেহরানের

‘কাউকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে না’

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ১৫ জানুয়ারি : ‘এক মুহূর্তের জন্য ইন্টারনেট সংযোগ পেয়েছি শুধু এটা জানাতে যে, এখানে রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাঁচান!’ কয়েক সেকেন্ডের কাঁপা কাঁপা ওই কণ্ঠস্বরই এখন ভাইরাল।

৮ জানুয়ারি থেকে ইরানজুড়ে নেমে এসেছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট ও সমস্ত যোগাযোগ মাধ্যম। সেই ব্ল্যাকআউটের দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ওই হাড়হিম স্বর। দ্রুত লয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত গলায় তেহরানের জনৈক ব্যবসায়ী সাঈদ জানিয়েছেন, ইরানে এখন আর ঠিক বিক্ষোভ হচ্ছে না, যা হচ্ছে তা খামেনেই পুলিশের একতরফা গণহত্যা। নিজের নিরাপত্তা বাজি রেখে স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে বিশ্বকে সেই বার্তাই দিয়েছেন সাঈদ।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর, আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের ধর্মীয় শাসনের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ অব্যাহত বৃহস্পতিবারেও। সরকারি হিসাবেই নিহত ৩,৪০০-রও বেশি বিক্ষোভকারী। বেসরকারি মতে সংখ্যাটা ১২,০০০ ছাড়িয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ধরপাকড়-গ্রেপ্তারি-গুলি চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। পাশাপাশি ইরাক থেকে ভাড়াটে সেনা আনারও অভিযোগ উঠেছে ইরানের বিরুদ্ধে।

বিক্ষোভকারীদের খুন করা নিয়ে ইতিমধ্যেই তেহরানের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানে হামলা চালানোর স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল তাঁর বার্তায়। সুর নরম করেছে তেহরান। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বুধবার ফক্স নিউজকে স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পরিকল্পনা তেহরানের নেই। ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর প্রসঙ্গটিকে তিনি ‘অপ্রাসঙ্গিক’ বলে উড়িয়ে দেন।

একই সুর ট্রাম্পের গলাতেও। বুধবার তিনি বলেন, ‘বিক্ষোভকারীদের আর মৃত্যুদণ্ড দেবে না ইরান। তাঁদের গুলি করেও মারবে না।’ বুধবার ‘অন্য পক্ষের খুব গুরুত্বপূর্ণ’ সূত্র উদ্ধৃত করে এই দাবি করে ট্রাম্প বলেন, নির্ভরযোগ্য সূত্রে তিনি আশ্বাস পেয়েছেন, প্রতিবাদীদের হত্যা করা এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে। হোয়াইট হাউসের বার্তার পর রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, ইরানের ওপর সম্ভাব্য মার্কিন অভিযানের সম্ভাবনা কিছুটা হলেও কমেছে। বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প প্রশাসন সংঘাত এড়িয়ে ‘মুখরক্ষা’র পথ খুঁজছে। যদিও পেন্টাগন ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে বিমানবাহী রণতরী পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করেছে বলে খবর।

- সরকারি মতে ৩,৪০০ বিক্ষোভে প্রাণহানি, বেসরকারি মতে ১২ হাজারের বেশি
- বিক্ষোভকারীদের জব্দ করতে ইরাকি মিলিশিয়া
- পরিস্থিতি সামাল দিতে বিক্ষোভকারীদের ফাঁসি না দেওয়ার আশ্বাস ইরানের
- মুদ্রার বেনজির অবমূল্যায়ন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং মোল্লাতন্ত্রের দমনপীড়ন গণবিক্ষোভের মূল কারণ

তবে ইরানের রেভেলিউশনারি গার্ডের কমান্ডার মহম্মদ পাকপুর জানিয়েছেন, আমেরিকা বা ইজরায়েল কোনও ভুল পদক্ষেপ করলে ইরান ‘চূড়ান্ত জবাব’ দিতে প্রস্তুত। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বিক্ষোভকারীদের জব্দ করতে ভাড়াটে খুনি আনছে ইসলামি প্রশাসন। বসরা ও শলামচেহ সীমান্ত দিয়ে অন্তত ৬০টি বড় বাস ইরাকি তরুণদের নিয়ে ইরানে প্রবেশ করেছে। এদের সিংহভাগই ‘ইরাকি হিজবুল্লাহ’ এবং ইরান-ঘনিষ্ঠ অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্য। এমনই এক তরুণ ৩৭ বছর বয়সি মহম্মদ ইয়াদ-এর মা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, তিন বছর বেকার থাকার পর মাসে ৬০০ ডলার বেতনের বিনিময়ে তাঁর ছেলে ‘ইসলামি বিপ্লব রক্ষা’র নামে ইরানে যুদ্ধ করতে গিয়েছে।

১৯৭৮ সালে তৎকালীন শাহ মহম্মদ রেজা পহলভির শাসনের বিরুদ্ধে এভাবেই পথে নেমেছিল সাধারণ মানুষ। তাদের সঙ্গে দেশজুড়ে খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল নিরাপত্তা বাহিনীর। সেইসময় সিনেমা হল, নাইট ক্লাব সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে হামলা হয়েছিল। বর্তমানে চলমান বিক্ষোভেও সেই একই ছক লক্ষ করা যাচ্ছে। সরকারের কড়া বাধানিষেধ সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ প্রাণভয়ে পিছু না হটে সরাসরি নিরাপত্তা বাহিনীর মুখোমুখি হচ্ছে। ১৯৭৯ সালে যেখানে ডলার প্রতি রিয়ালের দাম ছিল ৭০, বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ১৪ লক্ষ রিয়ালে। এই চরম আর্থিক সংকটই বিক্ষোভের মূল জ্বালানি হিসাবে কাজ করছে।

আকাশসীমা বন্ধ করল ইরান

উদ্বেগে ভারতীয়দের ফেরানোর তোড়জোড়

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : ক্রমবর্ধমান গণবিক্ষোভ এবং মার্কিন হানার আশঙ্কায় বৃহস্পতিবার আচমকা নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ করে দিল ইরান। এই ঘটনায় সবথেকে সমস্যায় পড়েছেন ইরানে আটকে পরা ভারতীয় পড়ুয়ারা। তাঁদের কীভাবে সেখান থেকে ফেরানো হবে সেটাই এই মুহূর্তে লাখটাকার প্রশ্ন। সূত্রের খবর, শুক্রবারই ওই ভারতীয়দের প্রথম ব্যাচটিকে অগ্নিগর্ভ ইরান থেকে উড়িয়ে আনা হবে। সেদেশের পরিস্থিতি যেভাবে জটিল হয়ে উঠছে তাতে ভারতীয়দের সেখান থেকে দ্রুত দেশে ফেরানোর যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস ইতিমধ্যে ইরানের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা ভারতীয়দের মধ্যে কারা কারা দেশে ফিরতে আগ্রহী তা জানার চেষ্টা করছে।

তবে ইরানের বিভিন্ন স্থানে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় এবং টেলিফোনে যোগাযোগও সীমিত হওয়ায় পুরো কাজটিই দূতাবাসের কর্মীদের মাঠে নেমে করতে হচ্ছে। বুধবারই ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘছির সঙ্গে ফোনে কথা হয় কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের। দূতাবাসের কর্মী, আধিকারিকরা রাস্তায় নেমে ভারতীয় পড়ুয়াদের চিহ্নিত করে তাঁদের তথ্য সংগ্রহ করছেন। ইরানে যেভাবে গণবিক্ষোভ বাড়ছে তাতে সেখানে থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। সরকারি হিসেব বলছে ইরানে বর্তমানে ১০ হাজারেরও বেশি ভারতীয় রয়েছেন।

জয়শংকরকে ফোন করে ইরানে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন ওমর। এক্সে তিনি লিখেছেন, ‘ইরানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে সবিস্তার জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী। জম্মু ও কাশ্মীরের যে সমস্ত বাসিন্দা এবং পড়ুয়া এই মুহূর্তে ইরানে রয়েছেন, তাঁদের জীবন ও স্বার্থ রক্ষার্থে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।’ অপরদিকে হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসিও জানিয়েছেন, ইরানে যে সমস্ত ভারতীয় পড়ুয়া আটকে রয়েছেন, তাঁদের নিরাপত্তাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, ‘শুধু কথা বললেই হবে না। কাজেও করে দেখাতে হবে। ইরানের শহিদ বেহেস্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০-৮০ জন ভারতীয় পড়ুয়া পড়াশোনা করেন। তাঁদের মধ্যে হায়দরাবাদের ৫-৮ জন পড়ুয়াও রয়েছেন। এই অবস্থায় ওই ভারতীয়দের কীভাবে ফেরানো হবে, দ্রুত তার পরিকল্পনা রূপায়ণ করা উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের।’

এদিকে জম্মু ও কাশ্মীর স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, শুক্রবার ভূস্বর্গের প্রথম ব্যাচের পড়ুয়ারা ইরান থেকে দেশে ফিরতে পারেন। তবে যেহেতু আকাশসীমা বন্ধ, তাই তাদের কীভাবে ফেরানো হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তার আঁধার গ্রাস করেছে ওই পড়ুয়াদের বাড়ির লোকজনকে। ভারতীয় উড়ান সংস্থাগুলির সিদ্ধান্তে অবশ্য উদ্বেগ আরও বেড়েছে।

এদিকে আকাশসীমা বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে ইরানের ওপর দিয়ে ইন্ডিগোর একটি উড়ান দিল্লিতে ফিরে আসে। বিমানটি জর্জিয়া থেকে ফিরছিল। রাত তিনটে নাগাদ ইরানের আকাশসীমা বন্ধ করে দেয় সেদেশের সরকার। তার খানিকটা আগেই অর্থাৎ রাত ২টো ৩৫ মিনিটে ইরানের আকাশসীমা পার করে চলে আসে ইন্ডিগোর বিমানটি। অন্যদিকে এয়ার ইন্ডিয়া, স্পাইসজেটের মতো সংস্থাগুলি রুট বদলে অন্য পথে চলছে।

হোক কলরব... বৃহস্পতিবার তেহরানে।

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গো-মাতার সেবায় প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

বিমান দুর্ঘটনায় তলব পাইলটের আত্মীয়কে

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে প্রয়াত ক্যাপ্টেন সুমিত সবরওয়ালের ভাইপো ক্যাপ্টেন বরুণ আনন্দকে তলব করল এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)। এই পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটস (ফিপ) তদন্তকারী সংস্থাকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে। পাইলট সংগঠনের দাবি, এই তলব সম্পূর্ণ ‘অযৌক্তিক’ এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি ‘মানসিক হয়রানি’ ছাড়া কিছু নয়।

এআই-১৭১

বরুণ আনন্দের সঙ্গে ওই দুর্ঘটনার কোনও সরাসরি যোগসূত্র না থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁকে ডাকা হল, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেছে ফিপ।

গত জুনে আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার ড্রিমলাইনার দুর্ঘটনায় ২৪১ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। প্রাথমিক রিপোর্টে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ হওয়াকে কারণ হিসাবে দেখালেও, পাইলটদের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ক্যাপ্টেন আনন্দ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তদন্তে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

ফের মোদির প্রশংসায় থারুর

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : সংসদে কমনওয়েলথ স্পিকার ও প্রিসাইডিং অফিসারদের সম্মেলনে ‘গণতন্ত্র এবং বৈচিত্র্যের প্রতি ভারতের অঙ্গীকার’ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শশী থারুর। সংবিধান সদনের সেন্ট্রাল হলে আয়োজিত ওই ২৮তম কমনওয়েলথ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ভারতের গণতন্ত্র, বৈচিত্র্য এবং ‘লাস্ট-মাইল ডেলিভারি’ বা প্রান্তিক মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সমাজমাধ্যমে থারুর লেখেন, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ভারতের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও বৈচিত্র্যের প্রতি দায়বদ্ধতাকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছে। অনুষ্ঠানে আগত বিদেশি অতিথিদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে জানান, গত কয়েক বছরে ভারতে ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠে এসেছেন, যা সফল গণতন্ত্রের উদাহরণ। তবে থারুরের এই প্রশংসা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। কারণ, ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার মোদির ভাষণের প্রশংসা করায় নিজের দলের অন্দরে তাঁকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল।

ভোটের কালিতে বিতর্ক মুম্বইয়ে

মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি : আজ নয়, কাল নয় করতে করতে দীর্ঘ ৯ বছর বাদে এশিয়ার সবথেকে ধনী পুরসভা বৃহন্মুম্বই পুরসভায় (বিএমসি) ভোট হল বৃহস্পতিবার। বিএমসি-তে বিকেল সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৪১.০৮ শতাংশ। রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের পাশাপাশি ভোটের লাইনে দাঁড়ান সেলেব্রিটিরাও। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সলমন খান, আমির খান, সইফ আলি খান, করিনা কাপুর, জাহ্নবী কাপুর প্রমুখ। বৃহস্পতিবার বিএমসি-র পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের আরও ২৮টি পুরসভাতেও ভোট হয়। এদিকে অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া নামে একটি সমীক্ষক সংস্থার পূর্বাভাস, মুম্বইয়ের দখল নিতে চলেছে বিজেপি-শিবসেনা জোট। বিএমসি-র ২২৭টি আসনের মধ্যে তাদের ঝুলিতে যেতে পারে ১৩১-১৫১টি আসন। অপরদিকে উদ্ধব-রাজ ঠাকরের জোট পেতে পারে ৫৮-৬৮টি আসন।

এদিন ভোটগ্রহণের শুরু থেকেই ছিল টানটান উত্তেজনা। কিন্তু সেই উত্তেজনা যে শেষপর্যন্ত ভোটারদের আঙুলে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া কালিতে এসে ঠেকবে, সেটা হয়তো কেউ ভাবেননি। অথচ সেই কালি বিতর্কেই দিনভর উত্তাল থাকল দেশের বাণিজ্যনগরীর রাজনৈতিক মহল।

এদিন ভোটগ্রহণ চলাকালীন মুম্বই জুড়ে শোরগোল পড়ে গেল এক ‘অদৃশ্য’ কালিকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ উঠেছে, ভোটারদের আঙুলে মার্কার পেন দিয়ে যে কালি লাগানো হয়েছে, সেটা নাকি সাধারণ অ্যাসিটোন বা নেলপালিশ রিমুভার দিলেই ভোজবাজির মতো উবে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, কেন মার্কার পেন দিয়ে ভোটের কালি লাগানো হবে, সেই প্রশ্নও উঠেছে এদিন।

আঙুলের কালি উঠে যাওয়ার একাধিক ভিডিও সমাজমাধ্যমে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তাতে দেখা গিয়েছে, ভোট দিয়ে আসার পর আঙুলের সেই কালি অনায়াসেই মুছে ফেলছেন অনেক ভোটার। কংগ্রেস নেত্রী বর্ষা গায়কোয়াড় একটি ভিডিও পোস্ট করে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে। তাঁর দাবি, ‘অ্যাসিটোন দিলেই কালি মুছে

পুর নির্বাচন

যাচ্ছে, এটা কি প্রশাসনের দায়বদ্ধতা এড়ানোর নতুন কৌশল?’ সুর চড়ান এমএনএস সুপ্রিমো রাজ ঠাকরেও। তাঁর তোপ, ‘এবার প্রথাগত কালির বদলে মার্কার পেন ব্যবহার করা হচ্ছে, যা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিলেই শেষ। এভাবে চললে তো মানুষ বাইরে গিয়ে কালি মুছে বারবার ভোট দেবে।’

মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের পালটা খোঁচা, ‘আমার কালি তো মুছছে না! হার নিশ্চিত জেনে বিরোধীরা এখন কালির ওপর দায় চাপাচ্ছেন।’ যদিও তাতে বিতর্ক থামেনি। রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার দীনেশ বাগমারে জানিয়েছেন, কালি নিয়ে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে। কালি মুছে পুনরায় ভোট দেওয়ার চেষ্টা করলে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাজ করতে গিয়ে গণধর্ষিতা

চণ্ডীগড়, ১৫ জানুয়ারি : ফের বিজেপি শাসিত হরিয়ানায় গণধর্ষণ। উত্তরপ্রদেশ থেকে কাজের খোঁজে গিয়ে হরিয়ানার বাহাদুরগড় এলাকায় গণধর্ষিতা হলেন তরুণী। অভিযোগ, পাঁচ দুষ্কৃতী মিলে তাঁর টাকাপয়সা, এটিএম কার্ডও কেড়ে নেয়। ঘটনার আগে অনলাইনে মদ কেনে। ইউপিআই-এ টাকা দেওয়ার সূত্র ধরে পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। একজন বেপাত্তা। এর কিছুদিন আগে ফরিদাবাদে চলন্ত গাড়িতে গণধর্ষণের পর নিগৃহীতাকে গাড়ি থেকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে দিল্লি মেট্রোর গ্রিন লাইনে পণ্ডিত শ্রীরাম শর্মা স্টেশনের কাছে তরুণী ও তাঁর কাকা নামেন। সেখান থেকে তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার কথা। সেই আত্মীয়ও সেখানে ছিলেন। ওইসময় পাঁচজন এসে তরুণীর আত্মীয়দের মারধর করে তাড়িয়ে তাঁদের মেয়েটিকে একটি ধাবায় নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন করে। পরিজনেরা সিটি থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ড করে।

মামলা

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : রাজ্যের ডিজিপি রাজীব কুমারের অপসারণ চেয়ে ইডি সুপ্রিম কোর্টে মামলা করল। নতুন আবেদনে স্পষ্টভাবে দাবি করা হয়েছে, রাজ্য পুলিশের ডিজির পদ থেকে রাজীব কুমারকে অবিলম্বে অপসারণ করা হোক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানিয়েছে ইডি। মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কাউন্টার অ্যাফিডেভিট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

জেলবন্দি জীবনের সমীকরণ, পালটে দিল অঙ্ক

ওয়াশিংটন, ১৫ জানুয়ারি : চারদিকে নিরেট দেওয়াল, জানলা দিয়ে এক চিলতে আকাশও দেখা দায়। ওয়াশিংটনের এক কড়া নিরাপত্তার জেলখানা। সেখানেই ২৫ বছরের সাজা খাটছেন এক তরুণ। নাম ক্রিস্টোফার হ্যাভেন্স। ২০১১ সাল। বয়স তখন মাত্র ৩১। মাদক, হিংসা আর এক ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের দায়ে যখন তিনি জেলে ঢুকলেন, তখন বাইরের পৃথিবী জানত— এই ছেলেটির জীবন শেষ। কারাগারের এই অন্ধকার কুঠুরিতেই তাঁর সব স্বপ্ন, সব সম্ভাবনা তিলে তিলে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ভাগ্যের লিখন ছিল অন্যরকম। কে জানত, এই কারাগারের চার দেওয়ালের মধ্যেই জন্ম নেবে এক বিস্ময়কর প্রতিভা, যা তাক লাগিয়ে দেবে গোটা বিশ্বকে!

ক্রিস্টোফারের গল্পটা কোনও সাধারণ কয়েদির গল্প নয়। জেলের নিঃসঙ্গ জীবন তাঁকে এমন এক জিনিসের স্বাদ দিয়েছিল, যা তিনি আগে কখনও পাননি— ‘সময়’।

একদিন এক সহবন্দির ফেলে যাওয়া একটি গণিতের বই হাতে আসে তাঁর। কৌতূহল তো ছিলই না, বরং একঘেয়েমি কাটাতে অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বইটির পাতা ওলটাতে শুরু করেন ক্রিস্টোফার। ছোটবেলায় স্কুলছুট এই তরুণ পড়াশোনায় কখনই ভালো ছিলেন না। কিন্তু জেলের ওই নিস্তব্ধতায়, অঙ্ক কষতে গিয়ে তিনি এক অদ্ভুত শান্তি খুঁজে পেলেন। বাইরের জীবনটা ছিল বিশৃঙ্খল, নিয়মহীন। কিন্তু গণিতের জগতটা অন্যরকম। সেখানে যুক্তি আছে, নিয়ম আছে। একটা অঙ্ক হয় ঠিক, নয়তো ভুল। মাঝখানের কোনো ধূসর জায়গা নেই। জীবনের চরম হতাশার মুহূর্তে গণিত তাঁকে দিল এক স্বচ্ছতার হদিশ।

ধীরে ধীরে নেশা চেপে বসল। জেলের শিক্ষা বিভাগ থেকে আরও বই চাইলেন। বীজগণিত শিখলেন, তারপর ক্যালকুলাস। একসময় স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে এমন সব জটিল গাণিতিক সমস্যা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি শুরু করলেন, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও সচরাচর দেখে না। রাত জাগা অভ্যেস হয়ে গেল। কাগজ আর পেন্সিল সম্বল করে চলতে লাগল তাঁর সাধনা।

কিন্তু একটা সময়ের পর তিনি আটকে গেলেন। এমন কিছু জটিল জায়গায় পৌঁছলেন যেখানে গুরুর সাহায্য ছাড়া এগোনো অসম্ভব। জেলখানা থেকে তিনি চিঠি লিখতে শুরু করলেন বিশ্বের বড় বড় গণিতবিদদের। একজন খুনি জটিল অঙ্ক নিয়ে প্রশ্ন করছে— এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। তাই স্বাভাবিকভাবেই বেশির ভাগ চিঠির উত্তর এল না। কিন্তু ইতালির তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উমবার্তো সেরিওত্তি চিঠিটি উপেক্ষা করলেন না।

অধ্যাপক সেরিওত্তি প্রথমে ক্রিস্টোফারকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি তাঁকে ‘নাম্বার থিওরি’ বা সংখ্যাতত্ত্বের অত্যন্ত কঠিন কিছু সমস্যা সমাধান করতে দিলেন। ক্রিস্টোফার দমে যাওয়ার পাত্র নন। তিনি হাতে লিখে সেই সব সমস্যার সমাধান করে পাঠালেন। আধুনিক কোনো কম্পিউটার নয়, শুধু কাগজ-কলমে ভর করে তিনি ইউক্লিডের আমলের ‘কন্টিনিউড ফ্র্যাকশন’ নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন।

অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এল। ক্রিস্টোফার এমন এক গাণিতিক সূত্রের সমাধান করলেন যা আগে কেউ করতে পারেনি। অধ্যাপক সেরিওত্তি এবং তাঁর সহকর্মীরা সেই কাজ পরীক্ষা করে দেখলেন— তা নিখুঁত! ২০২০ সালে বিখ্যাত জার্নাল ‘রিসার্চ ইন নাম্বার থিওরি’-তে ক্রিস্টোফারের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হল। জেলবন্দি এক খুনি, যার কোনও কলেজ ডিগ্রি নেই, সে-ই কিনা বিশ্বের তাবড় গণিতবিদদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিল!

আজ ক্রিস্টোফার হ্যাভেন্স শুধুই একজন কয়েদি নন, তিনি এক অনুপ্রেরণা। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন ‘প্রিজন ম্যাথমেটিক্স প্রজেক্ট’, যার মাধ্যমে তিনি জেলের অন্য বন্দিদের গণিত শেখান, তাদের নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখান। ২০৩৬ সালের আগে তাঁর মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু মনের দিক থেকে তিনি আজ মুক্ত। তাঁর এই গল্প আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, মানুষ তাঁর অতীতের ভুলের চেয়েও অনেক বড় হতে পারে। সুযোগ আর ইচ্ছাশক্তি থাকলে কারাগারের অন্ধকার থেকেও জ্ঞানের আলো জ্বালানো সম্ভব।

আজ হয়তো পৃথিবীর কোনো এক কোণায়, কোনো এক জেলকুঠুরিতে বসে, আর কোনও ক্রিস্টোফার অঙ্কের খাতায় নিজের নতুন ভবিষ্যৎ লিখছেন— আমরা কেউ তা জানি না

ইডি-পুলিশ সংঘাত এবার ঝাড়খণ্ডেও

রাঁচি, ১৫ জানুয়ারি : আই-প্যাকের সদর দপ্তর ও তাদের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানকে ঘিরে ইডি-র সঙ্গে বেনজির সংঘাতে জড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার বাংলার ছায়া পড়ল পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ডেও। হুবহু একই কায়দায় এবার রাঁচির বিমানবন্দর রোডে অবস্থিত ইডি-র আঞ্চলিক দপ্তরে হানা দিল ঝাড়খণ্ড পুলিশ।

সম্প্রতি জল সরবরাহ কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত জনৈক সন্তোষ কুমার অভিযোগ করেন, ১২ জানুয়ারি ইডি দপ্তরে জিজ্ঞাসাবাদের সময় ইডির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন। মারের চোটে তাঁর মাথার খুলিতে চিড় ধরে এবং প্রমাণ লোপাটের জন্য তাঁর রক্তমাখা জামাকাপড় বদলে দেওয়া হয় বলেও তিনি এফআইআরে দাবি করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সকালে বিশাল বাহিনী নিয়ে ইডি দপ্তরে পৌঁছোন ঝাড়খণ্ড পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। ইডি দপ্তরের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

ঝাড়খণ্ডের বিরোধী দলনেতা বাবুলাল মারান্ডি নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে। তিনি জানিয়েছেন, হেমন্ত সোরেনের দুর্নীতির প্রমাণ ইডি দপ্তরে গচ্ছিত রয়েছে। পুলিশি তল্লাশির আড়ালে সেই সমস্ত তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার ছক কষা হচ্ছে বলে জানান তিনি। ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে হওয়া এফআইআর খারিজের দাবিতে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে মামলা করে কেন্দ্রীয় এজেন্সিটি।

দেবের ছবিতে অনির্বাণ

সময়ই উত্তর দেবে, প্রতিক্রিয়া স্বরূপের?

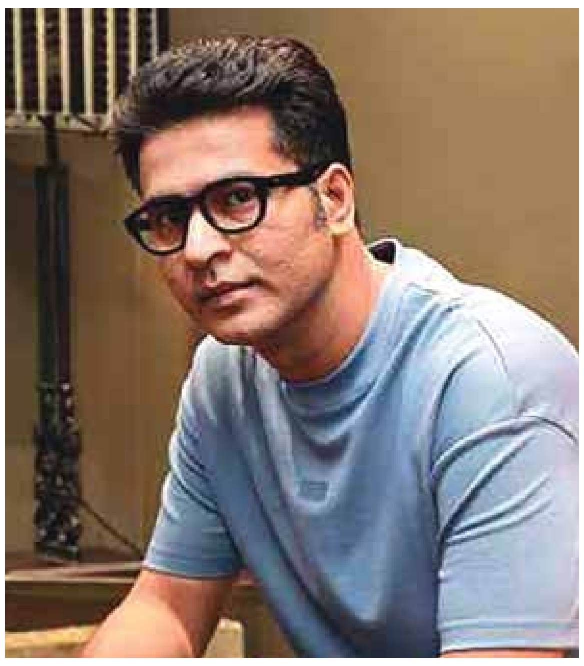

'ভিলেন' বানিয়ে 'ভিলেন' বধ বোধহয় একেই বলে!

স্বাধীনতা থেকে টালিগঞ্জ। বিপ্লবে-বিদ্রোহে-পথ দেখানোয় মেদিনীপুর এগিয়ে ছিল, এগিয়ে আছে। পুনরায় প্রমাণ করতে চলেছেন দেব। দেব অধিকারী। আরেক মেদিনীপুরের পাশে দাঁড়িয়ে। যাঁর অভিনয় এবং বিদ্রোহ বহুচর্চিত, বিতর্কিত তো বটেই। তিনি অনির্বাণ ভট্টাচার্য। 'কাজহীন' অনির্বাণকে কাজে লাগাতে চলেছেন অভিনেতা, প্রযোজক, সাংসদ দেব। শেষমেশ যদি কাজটা করে দেখাতে পারেন দেব, তাহলে টালিগঞ্জের বর্তমান ভিতটা নড়ে যাবে। 'অকাজের কাজি'দের মুখে আচ্ছা করে ঝামা ঘষতে পারবেন মেদিনীপুরের দুই নিজগুণে, নিজকর্মে উঠে আসা অভিনেতা।

তাঁকে কেউ কাজ দেয় না, ফেডারেশন তাঁর পেশাজীবনের ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছে 'অলিখিত' অসহযোগিতার খাঁড়া—এ কথা বহু সাক্ষাৎকারে অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলছেন। তাই অভিনয় থেকে সরে এসে তিনি এখন তাঁর ব্যান্ড 'হুলিগানিজম' নিয়েই ব্যস্ত। এর মধ্যে খবর, দেব তাঁর ২০২৬-এর পুজোর ছবিতে তাঁকে 'ভিলেন' বানাচ্ছেন। ছবিতে দর্শকদের প্রিয় জুটি দেব আর শুভশ্রী ফিরবেন, অনুরাগীরাই তাঁদের দেশু নাম দিয়েছেন। দেব-এর ছবিতে অনির্বাণ-- খবরে আগুন জ্বলতে পারে। অনির্বাণের ওপরে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া। তার প্রধান স্বরূপ বিশ্বাস। সবকিছু ঠিক থাকলে দেব আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেই ঘোষণা করবেন তাঁর ছবিতে ভিলেন হিসেবে অনির্বাণের নাম। তার অর্থ স্বরূপের সঙ্গে দেবের সংঘাত, ফেডারশনের বিরুদ্ধে তিনি সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়বেন।

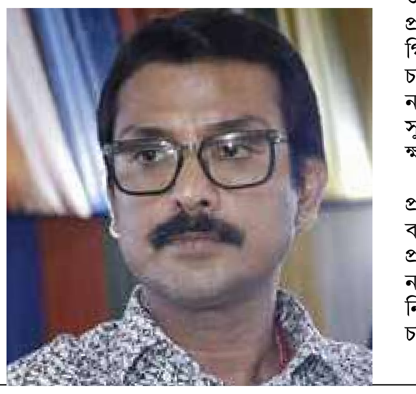

উল্লেখ্য, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে অনির্বাণ সহ একাধিক তারকা এর আগে নানা বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সকলেই প্রায় 'ভুল স্বীকার' করে 'মুচলেখা' দিয়ে সরে গিয়েছেন। সাম্প্রতিক সংযোজন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। ব্যতিক্রমীদের তালিকায় উজ্জ্বল নাম অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য, পরিচালক সুব্রত সেন, ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী। তাঁরা ক্ষমা চাননি।

এই খবরের বিষয়ে অবশ্য দেবের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। স্বরূপ বিশ্বাস বলেছেন, 'সময়ই এর উত্তর দেবে'। এখন প্রশ্ন দেব কি পরে সিদ্ধান্ত বদলাবেন? যদি তা না হয়, তাহলে টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রির ইতিহাসে নিশ্চিতভাবে নতুন ইতিহাস লেখা হতে চলেছে।

ইন্ডাস্ট্রি বাঁচাতে আর্জি সেই 'ইন্ডাস্ট্রি'র

একসঙ্গে ছবির মুক্তি, হল বা শো নিয়ে অশান্তি, টাকা দিয়ে দর্শক কেনা, এসব নিয়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, ট্রোলিং, বাংলা ইন্ডাস্ট্রির এটাই এখনকার ছবি। তা নিয়ে আহত এবং চিন্তিত 'ইন্ডাস্ট্রি স্বয়ং', মানে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। চলতি মাসে তিনি কাকাবাবু হয়ে আসছেন বড়পর্দায়। ছবির নাম 'বিজয়নগরের হিরে'। আবারও সেই ঝামেলার কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, 'সময়র সঙ্গে সঙ্গে এসব হচ্ছে। আমরা অন্যের মুখ থেকে একটা কথা শুনছি, সরাসরি তার কাছ থেকে নয়। ফলে মিসকোট হচ্ছে। আমরা ভাগ্যবান, আমাদের সময় সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না। তাপসকে নিয়ে বলা আমার কোনও কথা বা আমাকে নিয়ে বলা তাপসের কোনও কথা নিয়ে কেউ এদিক ওদিক করতে পারবে না। এখন কেউ যদি কিছু বলে, সেটা চারটে লেয়ার নিয়ে অন্যের কাছে পৌঁছচ্ছে। কেউ জিজ্ঞাসা করছে না, এটাই কি তুমি বলেছিলে? কারও ধৈর্য নেই। ফলে কথা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। আমি হাতজোড় করে অনুরোধ করছি, সবার কাছে, ভাই, জ্যেষ্ঠপুত্র বল, ইন্ডাস্ট্রি বল, যাই বল, তোরা ঝগড়া, মারামারি কর, কিন্তু বাইরে কিছু বলিস না। সংসারের ঝগড়ার কথা সকালে মাইক নিয়ে বাইরে কেউ বলে?' এবারের কাকাবাবুতে সন্তু হচ্ছে আরিয়ান ভৌমিক। আছেন অনুজয় চট্টোপাধ্যায়, সত্যম ভট্টাচার্য প্রমুখ। পরিচালক চন্দ্রাশিস রায়। ২৩ জানুয়ারি ছবির মুক্তি।

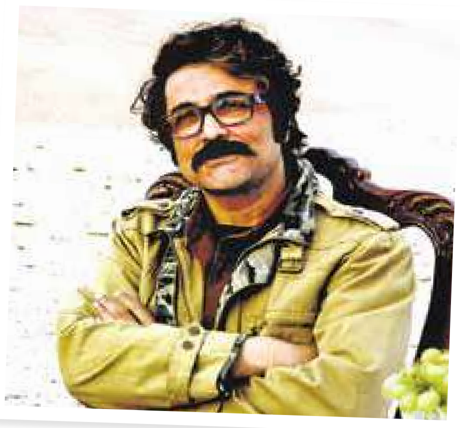

রামনবমীতে পোস্টারে রাম

চলতি বছরের সবথেকে প্রত্যাশিত ছবি 'রামায়ণ'-এর প্রথম ভাগ। মুক্তি দিওয়ালিতে। শোনা গিয়েছে ছবির ফার্স্ট লুক পোস্টার আসবে রামনবমী, মানে চলতি বছর ২৭ মার্চ। এই দিন শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিন। তাকে উদযাপন করতেই পোস্টার মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নির্মাতারা। ছবির বিরাট স্কেলেরও একটি ঝলক দেবেন তাঁরা এদিন। শোনা গিয়েছে, মহাশিবরাত্রির দিন নির্মাতারা প্রচারের জন্য ছবির কিছু অংশ বাইরে আনবেন, তবে তাঁদের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নিয়ে কিছু জানানো হয়নি। অনেক আগে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির টিজার দর্শকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। তারপর থেকে আর কোনও টিজার বেরোয়নি। ছবির মিউজিক কম্পোজার এ আর রহমান। ছবিতে আছেন রণবীর কাপুর, সাই পল্লবী, রবি দুবে, যশ প্রমুখ।

বিতর্কের ধাক্কায় 'ও রোমিও'র লঞ্চ বাতিল

শাহিদ কাপুর অভিনীত, সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা প্রযোজিত, বিশাল ভরদ্বাজ পরিচালিত 'ও রোমিও'। সেই ছবির ট্রেলার লঞ্চ বাতিল করলেন নির্মাতারা। ছবিকে ঘিরে যে বিতর্ক হচ্ছে, তার জন্য নির্মাতারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ট্রেলার কবে আসবে, সে বিষয়েও তাঁরা সঠিক ভাবে জানাতে পারেননি।

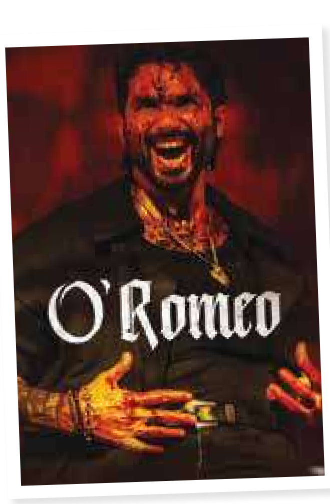

প্রসঙ্গত, ১৩ ফেব্রুয়ারি ছবি মুক্তির কথা। টিজার মুক্তির পরই ঝামেলা শুরু হয়েছে। ছবিটি মুম্বাইয়ের গ্যাংস্টার হুসেইন উস্তারার জীবনচিত্র। এই চরিত্রে আছেন শাহিদ। সে দাউদ ইব্রাহিমের প্রতিপক্ষ। তার সম্পর্ক হয় সপনা দিদির সঙ্গে, সেও এই জগতেরই। এই চরিত্রে আছেন তৃপ্তি দিমরি। এই সপনা স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে দাউদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। টিজার বেরোনোর পর হুসেইনের মেয়ে সানোবের শেখ নির্মাতাদের আইনি নোটিস পাঠিয়েছে, যাতে ছবি মুক্তি না পায়। কারণ এতে তাদের পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। সানোবের ছবি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলে ছবির মুক্তি হতে পারে। একইসঙ্গে সাতদিনের মধ্যে ২ কোটি টাকাও দিতে বলা হয়েছে।

শনিবার কী করবেন মধুমিতা, জানেন?

২৩ জানুয়ারি বিয়ের কথা কারও অজানা নেই। মধুমিতা আর দেবমাল্যর বিয়ে নিয়ে টলিপাড়া একেবারে সরগরম। এখন নিয়ম করে রোজ আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়াচ্ছেন দুজনে। আবার ঘটা করে সেই ছবিও পোস্ট করা হচ্ছে। এর মধ্যেই এসেছে তাঁদের আগামী শনিবারের প্ল্যান।

কী করবেন মধুমিতা, জানেন? আগামী শনিবার, বিয়ের ঠিক আগেই তাঁদের 'প্রি-ওয়েডিং ব্যাশ'। বারুইপুরের এক বাগানবাড়িতেই হবে এই পার্টি। অতিথিদের ড্রেসকোড বলে দেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে মধুমিতা আর দেবমাল্যর আত্মীয়রা অনেকেই আমন্ত্রিত। থাকছেন বন্ধুবান্ধবরা। টালিগঞ্জ থেকেও কেউ কেউ এখানে থাকবেন বলে শোনা যাচ্ছে।

আসলে বিয়ের আগে এটা হল সঙ্গীত। এই অনুষ্ঠান আসলে ককটেল পার্টি তো বটেই। তবে এখানে জমিয়ে নাচ-গান-খানাপিনা সব চলবে। মূলত এই পার্টি হল বিনোদনের পার্টি। গোটা রাতজুড়ে নানারকম এনটারটেনমেন্ট চলবে। সেও এক দেখার মতোই কাণ্ড হবে বটে।

একনজরে সেরা ৫

অঙ্কিতার ক্ষোভ

মিডিয়ায় খবর, 'জগদ্ধাত্রী' অঙ্কিতা মল্লিক মহুয়া রায়চৌধুরীর বায়োপিক, দেব-এর বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা থেকেই বাদ পড়েছেন। এতে ক্ষুব্ধ অভিনেত্রী বলেছেন, 'বায়োপিকে আমি অভিনয় করছি। কর্মশালা চলছে। আর অন্য ছবিতে আমি আছি, এ কথা আমি বা নির্মাতারা বলেছেন কি? মিডিয়ায় যা খুশি লেখার আগে, ভাষার ব্যবহারের আগে ভাবা উচিত।

সিরিজে হানি

হানি বাফনা ধারাবাহিক শুভ বিবাহ থেকে বেরিয়ে আসছেন। তিনি হইচই-এর সিরিজ নিকষ ছায়া ২ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকছেন। তবে এর জন্য ধারাবাহিক ছাড়ছেন না। অভিনয়ের দুই মাধ্যমই তিনি দিব্যি সামলান। শোনা গিয়েছে, ধারাবাহিকটা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে চ্যানেল কিছু জানায়নি অবশ্য। গত বছর নিকষ ছায়া নিয়ে সিরিজ করেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়।

নকল বলিউড

জুনায়েদ খান ও সাই পল্লবীর ছবি এক দিন-এর টিজার বেরোবে শুক্রবার। নেটমহল বলছে, এটি থাই ছবি ওয়ান ডে-র নকল। এখানে সাময়িক স্মৃতিভ্রষ্ট এক তরুণীকে তার সহকর্মী একদিনের জন্য নিজেকে তার 'প্রেমিক' সাজায়। স্বত্ব কিনেই হিন্দিটি হয়েছে। প্রযোজক আমির খান, পরিচালক সুনীল পাণ্ডে বলছেন, এ ছবি আলাদা হবে।

বুনো হাঁস ২

পরিচালক অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী ও দেবকে একফ্রেমে দেখে অনেকের প্রশ্ন, তাহলে কি বুনো হাঁস ২ হচ্ছে? অনিরুদ্ধর কথায়, দেবের সঙ্গে আগের কাজের অভিজ্ঞতা খুব ভালো। দুজনে কাজ করতে চাই। দুজন তো বন্ধুও। তাহলে? এর উত্তরে পরিচালক বলেছেন, এখুনি কিছু বলা যাবে না। ভবিষ্যতে হতে পরে, এটাই তাঁর ইঙ্গিত।

ঐতিহ্য বাঁচবে

বিপজ্জনক পার্কসার্কাস মার্কেট ভেঙে পুনর্নির্মাণ হলে এ বাড়ির দোতলায় থাকা শম্ভু-তৃপ্তি-শাঁওলি মিত্রর নাট্যদল পঞ্চম বৈদিকের মহড়া ঘর ধ্বংস হবে। রোগশয্যায় তৃপ্তি মহড়ার জন্য ঘরের অনুরোধ করলে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই ঘরটি দেন। পরে শাঁওলি মহড়ার পাশাপাশি মায়ের ব্যবহার্য জিনিস নিয়ে সংগ্রহশালা গড়েন। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের আশ্বাস, বিকল্প ব্যবস্থা হবে।

ছবি ফ্লপ ফি কমালেন কার্তিক

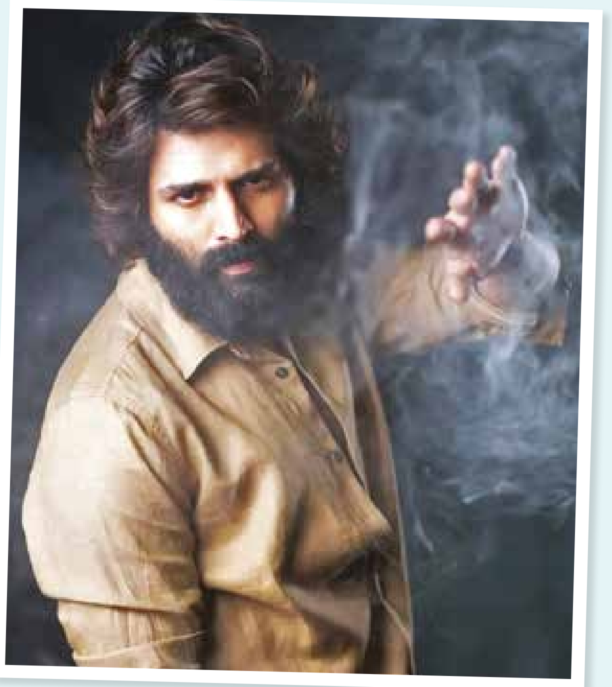

'তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি' বক্স অফিসে একেবারেই প্রভাব ফেলতে পারেনি। এরপর কার্তিক তাঁর পারিশ্রমিক থেকে ১৫ কোটি টাকা বাদ দিয়ে দিয়েছেন। ছবির প্রযোজক করণ জোহার।

উল্লেখ্য, ছবিটিকে কার্তিক আর করণের দীর্ঘদিনের বিরোধের অবসানের নজির হিসেবে দেখানো হয়েছিল। তাই কার্তিক ছবির ব্যর্থতা এবং এতে তাঁর নিজের দায়িত্বের কথা মাথায় রেখে করণের প্রতি সৌজন্য দেখালেন ফি কমিয়ে। ইন্ড্রাস্ট্রি বলছে, যেকোনও অভিনেতারই এটা করা দরকার কারণ বলিউডের অধিকাংশ ছবি এখন বক্স অফিসে চলছে না। কার্তিক অভিনেতা নন, প্রযোজকের একজন সঙ্গীর দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে কার্তিকের শাহাজাদা ফ্লপ করার পরও তিনি একই কাজ করেছিলেন। এখন, তিনি করণেরই প্রযোজনায় নাগজিলা নিয়ে ব্যস্ত।

ভোট দিতে এসে থমকে গেলেন অক্ষয়কুমার

আবারও ত্রাতা হয়ে দাঁড়ালেন অক্ষয়কুমার। মুম্বইয়ে পৌরসভার নির্বাচন চলছে। অক্ষয় বরাবরই ভোট দেন। লাইনে দাঁড়িয়ে রীতিমতো নিয়ম মেনে ভোট দেন তিনি। এবারও তার অন্যথা হয়নি। সকাল সকাল ভোট সেরে কাজে ফিরবেন। ভোট দেওয়া হয়ে গেলে গাড়িতে উঠতে যাবেন, আশপাশের অনুরাগীরা তাঁর ছবি তুলছেন, এমন সময় ঘটল ঘটনা।

একটি কমবয়সী মেয়ে ছুটতে ছুটতে অক্ষয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর হাতে একটি কাগজ ধরাল। না, মেয়েটি সই নিতে বা সেলফি তুলতে আসেনি। মেয়েটি এসেছে কাতর হয়ে। অক্ষয়কুমারের হাতে কাগজটি দিয়ে করুণ স্বরে সে বলল, 'আমার বাবাকে বাঁচান স্যার। দয়া করে বাঁচান। ঋণের ভারে শেষ হয়ে যাচ্ছে বাবা'।

অক্ষয় থমকে গেলেন। মেয়েটির কাঁধে হাত দিয়ে আশ্বাস দিলেন। তারপর তাঁর টিমকে নির্দেশ দিলেন, মেয়েটির নম্বর নিয়ে নিতে। সেইসঙ্গে মেয়েটিকে জানালেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তিনি করবেন। মেয়েটি এরপর অক্ষয়কুমারকে প্রণাম করতে গেলে তার হাতদুটি ধরে ফেলেন তিনি। ততক্ষণে সেখানে আরও অনেকে এসে ভিড় জমিয়েছেন। একের পর এক ভিডিও হয়েছে। সমাজমাধ্যমে সেই ভিডিও ভাইরাল।

গৌরীর হাত ধরে আমির

আমির খানের থেকে তাঁর প্রেমিকা চোদ্দ বছরের ছোট। তাতে কী হয়েছে? গৌরী স্প্র্যাটকে নিয়ে আমির খান বেশ খুল্লমখুল্লা। গৌরীর হাত ধরে সম্প্রতি 'হ্যাপি প্যাটেল' ছবি স্ক্রিনিংয়ে এসেছিলেন আমির। সেখানে পাপারাৎজিরা তাঁকে ছেঁকে ধরে। গৌরী যদিও সিনেমার মেয়ে নন। সিনেমার সঙ্গে তাঁর তেমন একটা সম্পর্কও নেই। সিনেমা সেভাবে দেখেনও না। আমিরের সঙ্গে থেকে সিনেমা বুঝছেন সবে। আর আমিরও কোনও শো-তেই গৌরীকে নিয়ে যেতে বাকি রাখছেন না।

বলিউডে আমির আর গৌরীকে আবারও একসঙ্গে দেখার পর থেকে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও তাঁরা কবে বিয়ে করবেন, সে কথা এখনও জানা নেই। কিরণ রাওয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে ফতিমা সানা শেখকে নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেই পর্ব পার করে গৌরীর হাত ধরেছেন আমির। এখন দেখার, এই সম্পর্ক পরিণতি পায় কিনা!

নজর তরমুজের জাহাজ, কমলার স্নো ম্যানে

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : দূর থেকে এক ঝলক দেখে যে কারও চোখ আটকাতে বাধ্য। একটা টেবিলে যেন এক টুকরো সমুদ্রসৈকত। যেখানে আস্ত একটা জাহাজও রয়েছে। তবে গোটাটাই বানানো ফল আর সবজি দিয়ে। তরমুজ দিয়ে সাজিয়ে জাহাজের আকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সমুদ্রের আশপাশের পরিবেশ অনুভব করাতে শসা, টমেটো, চেরি ব্যবহার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ম্যাক উইলিয়াম স্কুলে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত পিঠেপুলি উৎসবের দ্বিতীয় দিনে পিঠের পাশাপাশি স্যালাড সাজানোর প্রতিযোগিতায় এধরনের নানা চমক দেখা যায়। ওই প্রতিযোগিতায় আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন মোট আটজন। প্রতিযোগীদের মধ্যে দেবশ্রীত দত্ত আপেল, তরমুজ, কমলা দিয়ে সাজিয়েছিলেন সি সাইড থিমের ওপর স্যালাড। আরেক প্রতিযোগী অনুপমা সাহা ডিম দিয়ে তৈরি করেছিলেন বিভিন্ন মডেল। এছাড়া কমলা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে

স্নো ম্যান। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের তিন ধরনের থিমের ওপর স্যালাড সাজাতে বলা হয়েছিল। প্লেইন স্যালাড, ফ্রুট স্যালাড, আরেকটি নিজের ইচ্ছামতো। প্রতিযোগিতায় সেভাবেই অংশগ্রহণ করেছেন সকলে। সন্ধ্যা থেকেই ধীরে ধীরে সেখানে ভিড় লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি চলে সান্ধ্যকালীন নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন আমন্ত্রিত শিল্পীর নৃত্যানুষ্ঠান, বাউল সংগীত। শেষে হয় পুরস্কার বিতরণ। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক গৌতম দাস বলেন, 'ফল ও স্যালাড আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত জরুরি। তাই স্যালাডের পুষ্টিগুণ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ছিল এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। আগামীতেও এধরনের আয়োজন করা হবে।'

ফুড ফেস্টিভাল

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার জংশনে শ্যামাপ্রসাদ বিদ্যামন্দির ফর বয়েজে বৃহস্পতিবার ফুড ফেস্টিভালের আয়োজন হয়েছিল। পড়ুয়ারা নিজেরাই খাবার বানিয়ে নিয়ে এসে ওই ফেস্টিভালে অংশ নেয়। এদিন সেখানে ৬টি স্টলে চাউমিন, মোমো, ঘুগনি, পুলি পিঠে, মালপোয়া, পকোড়া, আচার সহ নানা খাবার নিয়ে হাজির হয়েছিল পড়ুয়ারা। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক খোকারাম রায় বলেন, 'আমাদের স্কুলে এ ধরনের অনুষ্ঠান প্রথম হল। সবকিছু খুব সুন্দরভাবে হয়েছে।'

বেলা শেষে... আলিপুরদুয়ার শহরের কালজানি নদীতে বৃহস্পতিবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

থিম ও সাবেকিয়ানা ভাবনায় প্রতিমা

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : কেউ চাইছে প্রতিমায় সেই সাবেকিয়ানার ছোঁয়া। কারও আবার চাহিদা একটু অন্যরকম। থিমভিত্তিক প্রতিমা। এই যেমন বীরপাড়ায় প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে সমাজসচেতনতার থিমের ওপর প্যান্ডেল করা হচ্ছে। আর সেই থিমের ওপর সামঞ্জস্য রেখে অর্ডার দেওয়া হয়েছে প্রতিমা। প্রতিমায় সবুজ রংয়ের ছোঁয়া চেয়েছেন তাঁরা। আর সেই চাহিদা পূরণ করতে এখন কুমোরটুলিগুলোতে ব্যস্ততা তুঙ্গে। ছোট থেকে বড় কমবেশি প্রায় প্রত্যেকটি ক্লাব থেকেই ইতিমধ্যে শহরের বিভিন্ন কুমোরটুলিতে এসে মূর্তির বায়না করে গিয়েছেন সদস্যরা। সেই অর্ডারগুলির মধ্যে যেমন সাবেকিয়ানার ধাঁচ রয়েছে, তেমনই রয়েছে থিমের ঠাকুর। বাইরে থেকেও আসছে অর্ডার বলে জানাচ্ছেন শিল্পীরা। এ বিষয়ে নোনাই পালপাড়ায় অবস্থিত কুমোরটুলির শিল্পী অংশু পাল বলছেন, 'সরস্বতী ঠাকুর তৈরির কাজ কিছুদিন আগে থেকে শুরু করেছি। পরে চাপ আরও আসতে পারে তাই যতটা পারছি কাজ সেরে রাখছি। অনেক ক্লাব থেকে এসে থিমের ঠাকুর চাইছে। কেউ আবার সাবেকি সাজে প্রতিমা চাইছে। তাই দু'ধরনের অর্ডারের কাজ চলছে।'

একই কথা বলেন আরেক শিল্পী সুশান্ত পাল। তিনি এখন পর্যন্ত ৫০টির বেশি অর্ডার পেয়েছেন। কাজ চলছে কারখানায়। তাতে দু'ধরনের প্রতিমাই তৈরি হচ্ছে।

অধিকাংশ কারখানাতেই এদিন ঘুরে দেখা গেল প্রতিটি মূর্তির বিশেষত্ব আলাদা। সেখানে যেমন সাবেকি সাজে ঠাকুর তৈরি হচ্ছে তেমনি থিমের টানে কেউ মায়ের রূপ দিচ্ছেন। শুধু শহর নয়, গ্রামাঞ্চল থেকেও আসছে অর্ডার। কোথাও রথের ওপর দেবী বসে

প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পী।

আছেন, কোথাও আবার পদ্মের ওপর বসে আছেন বাগদেবী। এছাড়া আরও রয়েছে বৈচিত্র্য। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ থেকেও অনেক সাবেকি সাজের প্রতিমার বরাত এসেছে। এ বিষয়ে বীরপাড়ায় অবস্থিত একটি পুজো কমিটির উদ্যোক্তা শৌভিক কর বলেন, 'আমরা এবার তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করলাম। সে উপলক্ষ্যে আমাদের পুজো অন্যবারের তুলনায় বড় করে করার চেষ্টা করছি। আলোকসজ্জার পাশাপশি এবার ৭ ফুটের থিমের প্রতিমা থাকছে।'

অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার জেলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক অম্লানজ্যোতি ঘোষ জনিয়েছেন, প্রতিবারের মতো এবছরও জেলা প্রেস ক্লাবের সরস্বতীপুজো সাড়ম্বরে পালিত হতে চলেছে। এবার ১০ ফুটের সুউচ্চ ডাকের সাজের সাবেকি প্রতিমা থাকছে।

ভোলারডাবরি ইয়ং ইউনিটের পুজোর এবার দশম বর্ষ। পুজো কমিটির সম্পাদক সঞ্জীব সরকার বলেন, 'আমরা এবার ঠাকুরের পাশাপাশি মণ্ডপ তৈরির ক্ষেত্রেও থিমকে প্রাধান্য দিয়েছি। আশা করি সকলের ভালো লাগবে।'

এনআইআরএফ কর্মশালা

বীরপাড়া, ১৫ জানুয়ারি : রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সহায়তায় বীরপাড়া কলেজে বৃহস্পতিবার এনআইআরএফ (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাংকিং ফ্রেমওয়ার্ক) সংক্রান্ত একটি কর্মশালা হয়। কর্মশালায় আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার ২৩টি কলেজের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। ছিলেন বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, এনআইআরএফ নোডাল অফিসাররা। কর্মশালা পরিচালনা করেন কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ পঙ্কজকুমার দেবনাথ এবং এবিএন শীল কলেজের অধ্যক্ষ নিলয় রায়। তাঁরা এনআইআরএফ ফর্ম্যাট সঠিকভাবে পূরণের কৌশল ও গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি আলোচনা করেন।

প্রয়াণ দিবস

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার চিলড্রেন প্যারাডাইস শিশু বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা তথা ম্যাকউইলিয়াম হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ডঃ সমীরেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়। এদিন চিলড্রেন প্যারাডাইস স্কুলে তাঁর আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান করেন স্কুলের অধ্যক্ষা সুচেতা চক্রবর্তী এবং আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক তথা সমীরেন্দ্রর পুত্র সৌরভ চক্রবর্তী।

এক বছরেও থমকে টেন্ডার প্রক্রিয়া

আদালতের গুঁতোয় সরল জৈব বর্জ্য

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে গেল। এখনও আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের আবর্জনা সরানোর টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল না। ফলে হাসপাতালে আবর্জনা জমে পাহাড় তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের দিকে প্রশ্ন উঠছে তখন আদালতের গুঁতোয় বৃহস্পতিবার হাসপাতালে জমে থাকা জৈব বর্জ্য সরানো হল। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত হাসপাতালের আবর্জনার সমস্যা নিয়ে পরিবেশ আদালতে মামলা করেছিলেন।

এরপরই আদালতের নির্দেশে এদিন হাসপাতালের পক্ষ থেকে মর্গের পাশে থাকা জৈব বর্জ্য রাখার জায়গা পরিষ্কার করা হয়। অভিযোগ, সেখানে বর্জ্য রাখা হলেও সবটা নিয়মিত পরিষ্কার করা হত না এতদিন।

যে সংস্থার জৈব বর্জ্য নিয়ে যাওয়ার কথা তারা ঠিকঠাক কাজ করত না। আদালতের নির্দেশের পর টনক নড়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। এদিন সাফাইকর্মীদের দিয়ে জৈব বর্জ্য রাখার সব ঘর পরিষ্কার করা হয়। জমে থাকা জৈব বর্জ্যগুলো পলিথিনে জমা করা হয়েছে।

পরিবেশ আদালত থেকে জেলা শাসকের কাছে হাসপাতালের পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলায় দ্রুত হাসপাতালের পরিস্থিতি ঠিক করার চেষ্টা চলছে। তবে পুরোনো যে আবর্জনার পাহাড় রয়েছে সেটা কবে সরবে সেটার সঠিক উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে জেলার উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নীলাঞ্জন মণ্ডলের কথায়, 'আবর্জনার সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে। জেলা থেকে যে তথ্য চাওয়া হয়েছে সেগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনও টেকনিকাল কারণে টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়নি বলেই খবর।'

পরিষ্কার করা হচ্ছে জৈব বর্জ্য রাখার ঘর। বৃহস্পতিবার জেলা হাসপাতালে।

- গত বছর রাজ্যের তৎকালীন মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ হাসপাতালের আবর্জনা দেখে সরানোর নির্দেশ দেন
- ধাপে ধাপে টেন্ডার ডাকা হয় স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে
- তবে নানা জটিলতায় হাসপাতালের আবর্জনার পাহাড় এখনই সরছে না

২০২৫ সালের ২২ জানুয়ারি। ওই দিন জেলা হাসপতালে পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের তৎকালীন মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ। হাসপাতালের আবর্জনার পাহাড় দেখে দ্রুত সেই আবর্জনা সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই মাসেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়। ধাপে ধাপে টেন্ডার ডাকা হয় স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে। তবে এতদিনেও টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে আবর্জনার পাহাড় সরানো যায়নি।

হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ইউনিটের পাশে যে আবর্জনার পাহাড় জমে ছিল সেটা গত বছর মার্চ মাসে এক জায়গায় জমা করে টিন দিয়ে ঘেরাও করা হয়। সেখানে সাধারণ আবর্জনা ও জৈব বর্জ্য এক জায়গায় মিশে থাকায় টেন্ডার শেষ করতে সমস্যা হচ্ছে।

কেন-না সেই আবর্জনা সরিয়ে হাসপাতালের কাছাকাছি কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে সেটা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে।

এছাড়া, আবর্জনা সরানোর জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে সেটা নিয়েও জটিলতা রয়েছে। সবমিলিয়ে হাসপাতালের আবর্জনার পাহাড় এখনই সরছে না।

বেহাল ছবি বদলাবে কবে?

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : চারিদিকে বড় বড় বিল্ডিং, উচ্চতায় টেক্কা দিচ্ছে একে অপরকে। ঝাঁ চকচকে দোকানপাট, এরই মধ্যে হঠাৎ করে যদি নীচের দিকে চোখ যায়, তাহলে? দেখবেন ভাঙাচোরা রাস্তা, কাঁচা নিকাশিনালা। সেখানে জমে রয়েছে নোংরা জল। হঠাৎ এমন বদলে যাওয়া ছবি মনে একাধিক প্রশ্নের উদ্বেগ ঘটাতে পারে। মনে হতে পারে এমন আবার হয় নাকি! যেখানে উঁচু উঁচু বিল্ডিং, দোকানপাট রয়েছে, সেখানে আবার ভাঙা রাস্তা, কাঁচা নিকাশিনালায় জমে থাকা জল! এমনটাও হতে পারে? উত্তর হবে হ্যাঁ। এমনই ছবি দেখা যাবে আলিপুরদুয়ার শহরের একাধিক ওয়ার্ডে।

শহরের এক ও দুই নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকলেই দেখা যাবে ভাঙা রাস্তা, কাঁচা নিকাশিনালা। শহরের একেবারে কেন্দ্রে এমন অব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবেই পুরসভার ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে যখন চারিদিকে 'উন্নয়নের পাঁচালি' শোনানো হচ্ছে তখন এমন অব্যবস্থা কেন? প্রশ্ন তুলেছেন শহরবাসীর একাংশ। সারাবছর এমন ছবির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা বলছেন, বর্ষা এলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আশ্চর্যের বিষয়, এক নম্বর ওয়ার্ডটি স্বয়ং আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করের ওয়ার্ড। এখানেই আমজনতার সংশয়, যদি চেয়ারম্যানের ওয়ার্ডেই এই অবস্থা হয়, তাহলে শহরের বাকি ওয়ার্ডগুলির অবস্থা কী হতে পারে?

একাধিক ওয়ার্ডের অব্যবস্থায় প্রশ্ন

দুই নম্বর ওয়ার্ডে কাঁচা নিকাশিনালা। আলিপুরদুয়ারে।

এমন ছবি কবে বদলাবে? প্রশ্ন করতেই প্রসেনজিতের কৌশলী জবাব, 'সবাইকে দিয়ে যতটুকু অবশিষ্ট থাকবে, সেটা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট।' যদিও এরপরই তিনি দাবি করলেন, "বিভিন্ন ওয়ার্ডের অধিকাংশ কাজ ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। যেগুলি বাকি রয়েছে, সেগুলি 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের আওতায়, কিছু পুরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে করে দেওয়া হবে। অধিকাংশ কাজের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে এবং খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।" চেয়ারম্যানের এই আশ্বাসে অবশ্য খুব একটা আশ্বস্ত নন নাগরিকরা। তাঁদের বক্তব্য, 'খুব শীঘ্রই' বহুবার শোনা হয়ে গিয়েছে। তবে বাস্তবে বিশেষ কিছু বদলায়নি।

দু'নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সোনাই দত্ত দে জোয়ারদার ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, 'শহরের মাঝখানে থাকি, অথচ বর্ষায় গ্রামের থেকেও খারাপ অবস্থা হয়। বাচ্চাদের নিয়ে চিন্তায় থাকতে হয়, রাস্তায় চলাফেরা করতে গিয়ে কখন কোথায় পড়ে যায়।' এক নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নবমিতা দাসের বক্তব্য, 'বছরের পর বছর ধরে একই কথা শুনছি। ড্রেন কাঁচাই থেকে গেল, রাস্তা ভাঙাই রইল। সমস্যার সমাধান কোথায়?' দু'নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শ্রীলা দত্ত'র কথায়, 'রাস্তা, নিকাশিনালা সব কাজই হচ্ছে। অনেক জায়গায় ইতিমধ্যেই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যেগুলি বাকি আছে, সেগুলিও খুব তাড়াতাড়ি করা হবে।'

কাউন্সিলার, চেয়ারম্যানের আশ্বাসের পরেও অব্যবস্থার ছবিটা কবে বদলাবে সেই প্রহর গুনছেন শহরের একাধিক ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

খবর যখন আপনার ঘরের কাছে
খবরের সন্ধানে বা প্রয়োজনে আমরা আছি আপনার পাশে
চোখে পড়ার মতো খবর আছে
এলাকায় কোনও অনুষ্ঠান বা ঘটনা
কাগজ পেতে সমস্যা হচ্ছে

আলিপুরদুয়ার জেলা

আলিপুরদুয়ার
- প্রণব সূত্রধর 6295010255
- আয়ুষ্মান চক্রবর্তী 9679479314
- অভিজিৎ ঘোষ 9641749433
- সায়ন দে 7584829121
- দামিনী সাহা 7584868667
- ভাস্কর শর্মা 8653322316

সোনাপুর
- অভিজিৎ ঘোষ 964174943

ফালাকাটা
- ভাস্কর শর্মা 8653322316
- সুভাষ বর্মন 9933947168

শালকুমারহাট
- সুভাষ বর্মন 9933947168

জটেশ্বর
- শান্ত বর্মন 8327526207

বীরপাড়া ও রাঙ্গালিবাজনা
- মোস্তাক মোরশেদ হোসেন 9734934104, 7908229427

মাদারিহাট
- নীহাররঞ্জন ঘোষ 9733160516

হাসিমারা, জয়গাঁ ও কালচিনি
- সমীর দাস 9733291169

শামুকতলা
- রাজু সাহা 9434608911

কামাক্ষাগুড়ি
- পিকাই দেবনাথ 9832242408

কুমারগ্রাম ও বারোবিশা
- নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় 9733180363

সতর্কীকরণ : কেবল উপরের তালিকায় নাম থাকা ব্যক্তিরাই আপনার জেলায় 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর অনুমোদিত প্রতিনিধি। বিভ্রান্তি এড়াতে এদের সাথেই যোগাযোগ করুন। কারও পরিচয় নিয়ে সন্দেহ হলে সরাসরি দপ্তরে জানান।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সবার আগে, সবার সাথে
uttarbangasambad.com
Follow us on Facebook/Instagram

জনপ্রতিনিধিদের আমন্ত্রণে বিভেদ করছে না রেল

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : রাজ্য সরকারের কোনও অনুষ্ঠানেই ডাক পান না বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা। এমনকি প্রশাসনিক বৈঠকেও ব্রাত্য থাকেন বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিরা। যা নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির সাংসদ ও বিধায়করা। কিন্তু রেলের আমন্ত্রণপত্রে নেই 'আমরা-ওরা' বিভাজন। বন্দে ভারত স্লিপার এবং একগুচ্ছ অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে আমন্ত্রিত তৃণমূলের সাংসদ-বিধায়করাও। শনিবার মালদা থেকে ট্রেনগুলির যাত্রার সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যা দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্টেশনে। এই স্টেশনগুলিতেও রেলের তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে জনপ্রতিনিধিদের। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আসিফ আলি বলেছেন, 'ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে জনপ্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বিভিন্ন স্টেশনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখানো হবে।'

দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের পথচলাকে কেন্দ্র করে এখন চরম ব্যস্ততা রেলে। সাজিয়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন স্টেশনকে। রেল সূত্রে খবর, ১৭ জানুয়ারি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের ভার্চুয়াল উদ্বোধনে আলিপুরদুয়ার জংশনে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ বিজেপির মনোজ টিগ্গা ও বিধায়ক তৃণমূলের সুমন কাঞ্জিলালকে। ১৮ জানুয়ারি গুয়াহাটি থেকে দুটি অমৃত ভারতকে সবুজ পতাকা দেখাবেন প্রধানমন্ত্রী। যে কারণে ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি, দু'দিন অনুষ্ঠান হবে নিউ আলিপুরদুয়ারে। এখানেও তাঁরা আমন্ত্রিত।

হাসিমারা স্টেশনে আমন্ত্রিত সাংসদ মনোজের সঙ্গে বিধায়ক বিশাল লামা। বিন্নাগুড়িতে আবার সাংসদের সঙ্গে বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো আমন্ত্রিত। নিউ কোচবিহারে আমন্ত্রিত সাংসদ তৃণমূলের জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ও জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে ভার্চুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে থাকার কথা সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় ও বিধায়ক তৃণমূলের প্রদীপকুমার বর্মনের।

সাংসদ মনোজ বলেন, 'আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে দুটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস বেঙ্গালুরু ও মুম্বইয়ে যাবে। ফলে চিকিৎসাজনিত কারণ ছাড়াও অন্যান্য কাজে সুবিধা মিলবে। বিভিন্ন সময় এই দুই জায়গায় যাওয়ার ট্রেনের দাবি করেছিলাম। তাছাড়া পাওয়া যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বন্দে ভারত স্লিপার। এখনও হাতে রেলের আমন্ত্রণপত্র পাননি বলে জানান বিধায়ক সুমন। তিনি বলেছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের উদ্বোধন হবে। এতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। তাই রেলকে সাধুবাদ জানাই।'

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য মালদা স্টেশন চত্বরে দু'দিন দোকান বন্ধ

চাওয়ালাদের মন ভালো নেই

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৫ জানুয়ারি : টিকিট কাউন্টারের পাশ দিয়ে মালদা স্টেশনে ঢোকার পর ডানদিকে আর বাঁদিকে পরপর অনেকগুলো দোকান। চা, কফি, নানারকম বিস্কুট, মুখরোচক খাবারের পাশাপাশি মিল অর্থাৎ ভাত-ডাল ইত্যাদিও বিক্রি হয় সেসব দোকানে। চা পানের ছুতোয় খোলামেলা কথা হচ্ছিল এমনই এক দোকানির সঙ্গে। আরেক 'চাওয়ালার' প্রসঙ্গ উঠতেই মালদা স্টেশনের সেই চাওয়ালা কেমন যেন গুটিয়ে গেলেন। কথায় কথায় বলে ফেললেন, 'কাল-পরশু মিলিয়ে নেট ১০ হাজার টাকার ক্ষতি।' কেন?

'মোদি আসছেন যে'।

তাঁর ওই পাঁচ ফুট বাই তিন ফুট দোকানের দৈনিক ভাড়া ৫ হাজার টাকা। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য শুক্র ও শনিবার দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ পেয়েছেন। দু'দিনের ভাড়ায় ক্ষতির এই হিসেবে কিন্তু বিক্রিবাটার অঙ্কটা ধরা নেই। ধরলে আরও কয়েক হাজার বাড়বে। গত কয়েকদিন ধরে ভাত বিক্রি করতেও নাকি না করা হয়েছে। তাতে ব্যবসাও মন্দা।

মালদা থেকে বর্ধমান যাওয়ার বিবেক এক্সপ্রেস ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে- মালদা টাউন স্টেশনের মাইকে এমন ঘোষণা হতেই রুটি-তরকারি বিক্রি করতে ছুটতেন স্বাধীন কর্মকার, শিবু দাসরা। কিন্তু আজ একেবারেই আলাদা দিন। কারণ শনিবার মালদায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মালদা টাউন স্টেশন থেকে কামাখ্যাগামী বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। আর তাই এখন টাউন স্টেশন চত্বর মুড়ে ফেলা হয়েছে চরম নিরাপত্তায়। প্রতি মুহূর্তে স্টেশন চত্বর এবং প্ল্যাটফর্মের আনাচে-কানাচে চলছে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি। ঘুরে বেড়াচ্ছে রেলের স্নিফার ডগ। তাই এখন আর স্টেশন চত্বরে কিংবা প্ল্যাটফর্মে গিয়ে রুটি-তরকারি কিংবা অন্য সামগ্রী বিক্রি করার অনুমতি নেই স্বাধীন, শিবুদের।

শুধু কি তাই, নিরাপত্তার খাতিরে স্টেশন চত্বরের বাইরে থাকা বেশ কিছু দোকানের সামনে দিয়েও তৈরি করা হয়েছে প্যান্ডেল। ফলে আগামী দু'দিন যে মালদা টাউন স্টেশন চত্বরে থাকা জনা চল্লিশেক হকার কিংবা চত্বরে থাকা দোকানদারদের মাথায় হাত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কথা হচ্ছিল স্বাধীন সরকারের সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'কাজ নেই কর্ম নেই, তাই বাধ্য হয়েই পেটের দায়ে হকারি করতে হচ্ছে। আমের সময় আম আর অন্য সময় রুটি-তরকারি বিক্রি করি। লুকিয়ে চুরিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকেও বিক্রি করি কোনও কোনও সময়। কিন্তু আর দু'দিন পরেই প্রধানমন্ত্রী আসছেন। তাই আর এখন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বিক্রি করতে পারছি না।'

ছোট ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি একটু বড় ব্যবসায়ীদের কথাও বলতে হয়। বড় দোকানের বড় বড় হিসেব। যাত্রীদের পেট ভরাতে ভাত-ডাল, পুরি-সবজি সব মেলে। বসে খাওয়ার জায়গা আছে। ভাড়া দৈনিক ১৫ হাজার টাকা প্রায়। দু'দিন বন্ধ। ৩০ হাজার টাকা ক্ষতির অঙ্কটা জলের মতো সহজ।

ওই টিকিট কাউন্টারের দিক দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখে অন্য সময় রাস্তার উপর বসে সারি সারি চায়ের দোকান। চপ-ঘুগনির দোকান। আবার মাটিতে বসে অনেকে বিক্রি করেন মাটিতে বসার প্লাস্টিক। বৃহস্পতিবার সেই দৃশ্য চোখে পড়ল না। রাস্তার দুই ধারে থাকা স্থায়ী দোকানগুলির সামনে তৈরি করা হয়েছে বাঁশ-কাপড়ের প্রাচীর। ওই এলাকার এক চা বিক্রেতার গলায় আক্ষেপের সুর, 'প্রধানমন্ত্রী আসছেন ভালো কথা। কিন্তু আমাদের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। আগামী দু'দিন কী যে হবে, কীভাবে বাড়ির উনুনে ভাত ফুটবে তা বলতে পারছি না'।

'আমাদের কথা কেউ তুলে ধরে না'। সাংবাদিক পরিচয় দিতেই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন এক ছোট ব্যবসায়ী। 'দু'তিনদিন যে আমাদের ব্যবসা কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে সে ছবি কিন্তু তুলছেন না কেউই, শুনছেন না আমাদের কথা', বলছিলেন শিবু দাস। স্টেশন চত্বরের বাইরে এককোণে তাঁর চায়ের দোকান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য কড়াকড়িতে সেই দোকান গত কয়েকদিন ধরে বন্ধ রাখতে হয়েছে।

মোদির সফরকে কেন্দ্র করে এখন আলোয় ভাসছে মালদা টাউন স্টেশন। স্টেশন চত্বরে রিলস তৈরি করার জন্য ভিড় করছেন কনটেন্ট ক্রিয়েটররা। লাল-নীল-হলুদ আলো ঝিকমিক করছে এই সব ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের অন্ধকার মুখগুলোয়। আর কী অদ্ভুত ব্যাপার, তাতে তাঁদের মুখের অন্ধকার বাড়ছে বই কমছে না।

মোদি আসছেন বলে বন্ধ দোকানপাট। মালদা স্টেশনের বাইরে।

উত্তরের তরুণের গ্যালান্ট্রি মেডেল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৫ জানুয়ারি : একা হাতে নিকেশ করেছিলেন লস্কর-ই-তৈবার একজন মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গিকে। এই সাহসিকতার জন্য বানারহাটের ডায়না চা বাগান তথা উত্তরবঙ্গের ঘরের ছেলে মেজর রাহুল রোকা গ্যালান্ট্রি মেডেল পেলেন। বুধবার রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে সেনাবাহিনীর অনুষ্ঠানে রাহুলকে এই সম্মানে ভূষিত করেন চিফ অফ দ্য আর্মি স্টাফ জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী।

রাহুলের বাড়ি ডায়না চা বাগানের মন্দির লাইন এলাকায়। বাবার নাম প্রেমকুমার রোকা। মা কলা রোকা। রাহুলের বাবা ডায়না চা বাগানের সাব-স্টাফ। প্রেমকুমার বর্তমানে ডায়না চা বাগানের বৈদার পদে কর্মরত। মা কলা গৃহবধূ। শ্রমিক পরিবারের ছেলের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত গোটা ডুয়ার্স। রাহুল বানারহাট এবং বিন্নাগুড়ির স্কুল থেকে যথাক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হন। এরপর ২০১০ সালে রাহুল ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে (এনডিএ) সুযোগ পান।

২০২৪ সালের মে মাসে ভারতীয় সেনার একটি অপারেশনের সময় রাহুল জম্মু-কাশ্মীরের কুলগাঁওয়ে উগ্রপন্থীদের একটি ডেরা চিহ্নিত করেন। এরপর রাহুল লস্কর-ই-তৈবার একজন মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গিকে একাই নিকেশ করেন। নিজের জীবন বাজি রেখে এই অসম সাহসিকতার পরিচয় দেওয়াকে কুর্নিশ জানাতে রাহুলকে গ্যালান্ট্রি মেডেল দেওয়া হয়।

ঘরের ছেলের এই কৃতিত্বে বর্তমানে খুশির হাওয়া ডায়না চা বাগানে। ছেলের সাফল্যে গর্বিত প্রেমকুমার বলেন, 'আমার ছেলে দেশের জন্য কিছু করতে পেরেছে এটা ভাবলেই গর্বে বুক ভরে যায়। অনেক পরিশ্রম করে ও আজকে এই জায়গায় এসেছে। ওর এই সাফল্যে ডায়না চা বাগান সহ সমগ্র ডুয়ার্সের তরুণ-তরুণীরা অনুপ্রাণিত হবে।'

মেডেল নিচ্ছেন মেজর রাহুল রোকা।

শিল্পীদের রং।। *বাগুরুম্বা অনুষ্ঠানের আগে দশ হাজার বোড়ো নৃত্যশিল্পীর মহড়া। বৃহস্পতিবার গুয়াহাটিতে।*

বঞ্চিত ২০ হাজার

প্রথম পাতার পর

পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, শহরের কলেজডাঙ্গায় প্রায় ৫০ বিঘা জমি বাম আমলে কৃষি পাট্টা দেওয়া হয়। মূলত কৃষিকাজের জন্যই জমিগুলি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন সেখানে সাধারণ মানুষ বসবাস করেন। তাঁরা অনেকেই সামান্য জমিতে কৃষিকাজ করলেও বেশিরভাগ মানুষই এখন শুধুই বসবাস করেন। শহরে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের যুব সংঘ ক্লাব এলাকায় ৪০০ পরিবার বসবাস করে। কিন্তু তাদের কারও কারও জমি রায়তি। আবার অনেকে রেলের জমিতে বসবাস করছেন। এই এলাকার মানুষরাও দীর্ঘ কয়েক দশক ধরেই বসবাস করছেন। তাঁদের কাছেও জমির কোনও কাগজপত্র নেই। চেয়ারম্যানের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে আছে নদীর চরের জমি। রয়েছে সেনাবাহিনীর জমি। চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, আগে শহরের একটি অংশজুড়ে মজুনাই নদী প্রবাহিত হত। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক দশক আগে মুজনাই দিক পরিবর্তন করে। ফলে মরা মুজনাই এলাকায় এখন অনেকেই বসবাস করছেন। যেহেতু ভূমির চরিত্র বদল করা হয়নি তাই তাঁদের কাছেও কোনও কাগজপত্র নেই। একই চরিত্র ১৭ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডেও। এই ৩টি ওয়ার্ডের একাংশ বাসিন্দাদেরও জমির কোনও কাগজপত্র নেই। পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের জনতা কলোনির জমিতে বসবাসকারীদেরও সমস্যা আছে। ওই এলাকার বেশকিছু জমি ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের ১৮টি ওয়ার্ডেই জমির কমবেশি সমস্যা আছে। এতদিন তা চাপা পড়ে থাকলেও এসআইআর আবহে এবার তা প্রকাশ্যে এসেছে। শুধু তাই নয়! এইসব এলাকার মানুষের জমি না থাকায় হচ্ছে না ব্যাংক ঋণ। ঋণ না মেলায় অনেকেই বাড়িঘর করতে পারছেন না। এমনকি কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে পাকাবাড়ি করতে চাইলেও বিল্ডিং প্ল্যান পাশ হচ্ছে না। ফলে জমির মালিকানা না পেয়ে এখন জেরবার শহরের মানুষ।

শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পরেশ বিশ্বাসের কথায়, 'আমরা বাপঠাকুরদার আমল থেকেই বসবাস করছি। কোনও কারণে হয়তো এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পড়েছে। এখন জমির কাগজপত্র বের করতে গিয়ে দেখি আমাদের নামে কোনও জমিই নেই। সব রায়তি জমি। এখন কী করব সেটাই বুঝতে পারছি না।' শহরের আরেক বাসিন্দা তাপস বর্মনের কথায়, যখন জমি কিনি তখন দলিল দেওয়া হয়েছিল। ওই দলিল নিয়ে খতিয়ান বের করতে গিয়ে দেখি সেটি সরকারি জমি। আমার নামে নাকি কোনও কাগজপত্র হবে না।

জখম চার

হলদিবাড়ি, ১৫ জানুয়ারি : দুটি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন হুজুরের মেলায় আসা চারজন পুণ্যার্থী। বৃহস্পতিবার রাতের এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন কাশিয়াবাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, একটি বাইকে চেপে স্ত্রী ও ছোট কন্যাসন্তানকে নিয়ে মেলা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন এক ব্যক্তি। উলটো দিক থেকে মেলায় যাচ্ছিলেন দুই তরুণ। দ্রুতগতিতে আসা এই বাইকের সঙ্গে ওই পরিবারটির বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।

জরিমানা

কামাখ্যাগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে পাঁচজনকে জরিমানা করল কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি। শুক্রবার ফাঁড়ির পুলিশের পক্ষ থেকে নিয়মিত ট্রাফিক চেকিং চলাকালীন হেলমেট না পরা ও প্রয়োজনীয় নথি না থাকার অভিযোগে ওই জরিমানা আদায় করা হয়। এবিষয়ে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি সুবিমল বর্মন বলেন, 'সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্যই নজরদারি চলছে। নিয়ম মেনে চললে দুর্ঘটনা কমবে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

মাটির নীচে জ্বলন্ত নরক

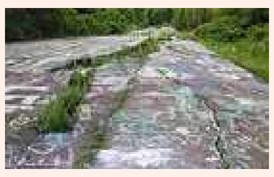

আমেরিকার পেনসিলভানিয়ার সেন্ট্রালিয়া শহরটি এখন এক ভূতুড়ে নগরী। ১৯৬২ সালে এখানকার এক কয়লাখনিতে আবর্জনা পোড়াতে গিয়ে ভুলবশত আগুন লেগে যায়। সেই আগুন মাটির নীচের কয়লার স্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশ্বাস করুন আর নাই করুন— গত ৬০ বছর ধরে তা জ্বলছেই! শহরের মাটি গরম হয়ে ভুড়ভুড় করে ধোঁয়া বেরোতে থাকে, রাস্তাঘাট হঠাৎ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। কার্বন মনোক্সাইডের বিষাক্ত গ্যাসে টেকা দায় হয়ে পড়লে সরকার বাধ্য হয়ে শহরটি খালি করে দেয়। যেখানে একসময় হাজার হাজার মানুষের কোলাহল ছিল, আজ সেখানে মাত্র ৫ জন জেদি বাসিন্দা পড়ে আছেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মাটির নীচে যা কয়লা মজুত আছে, তাতে এই আগুন আরও ২৫০ বছর জ্বলতে পারে। বিখ্যাত হরর ভিডিও গেম ও সিনেমা 'সাইলেন্ট হিল' আসলে এই শহরের কাহিনী থেকেই অনুপ্রাণিত।

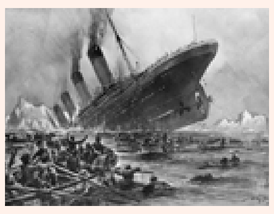

টাইটানিক ডোবাল চাঁদ?

টাইটানিক ডোবার জন্য আমরা আইসবার্গ বা হিমশৈলকে দোষ দিই। কিন্তু টেক্সাস ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা বলছেন, আসল কালপ্রিট হয়তো ছিল চাঁদ! তাঁদের গবেষণা অনুযায়ী, ১৯১২ সালের ৪ জানুয়ারি পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্ব গত ১৪০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম ছিল। একে বলা হয় 'সুপারমুন' ইভেন্ট। চাঁদের প্রবল মহাকর্ষীয় টানের ফলে সমুদ্রের জোয়ারে জলস্তর অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। এর ফলে গ্রিনল্যান্ডের উপকূল থেকে বিশাল বিশাল সব হিমশৈল ভেঙে সমুদ্রে ভেসে আসে এবং টাইটানিকের যাত্রাপথে পড়ে। সাধারণত এই আইসবার্গগুলি অগভীর জলে আটকে থাকার কথা, কিন্তু জোয়ারের টানে তারা গভীর সমুদ্রে চলে এসেছিল। অর্থাৎ, প্রকৃতির এক বিরল মহাজাগতিক সমাপতনই টাইটানিকের ভাগ্য লিখে দিয়েছিল।

কাশির ওষুধ যখন হেরোইন

আজকের দিনে হেরোইন মানেই মারণ নেশা যা জীবন শেষ করে দেয়। কিন্তু জানলে চমকে উঠবেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বিখ্যাত জার্মান কোম্পানি 'বেয়ার' এই হেরোইনকেই শিশুদের কাশির ওষুধ হিসেবে বাজারে বিক্রি করত! ১৮৯৮ সালে তারা অ্যাসপিরিনের পাশাপাশি হেরোইন লঞ্চ করে। বিজ্ঞাপনে বড় বড় করে বলা হত, এটি মরফিনের চেয়ে নিরাপদ এবং এতে একদমই নেশা হয় না। ব্রংকাইটিস, সর্দিকাশির জন্য এমনকি কোলের বাচ্চাদেরও দেদার এই ওষুধ খাওয়ানো হত। কয়েক বছর পর যখন রোগীরা হাসপাতালগুলিতে ভিড় করতে শুরু করে এবং ওষুধের প্রতি মারাত্মক আসক্ত হয়ে পড়ে তখন চিকিৎসকদের টনক নড়ে। ১৯১৩ সালে বেয়ার শেষমেশ এই ওষুধের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। ওষুধ কোম্পানির এই ঐতিহাসিক ভুল আজও চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক কালো অধ্যায় হয়ে আছে।

চিপসের কৌটোয় সমাধি

ফ্রেডরিক বউর-- নামটা হয়তো অনেকের কাছেই অপরিচিত। কিন্তু তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত 'প্রিঙ্গলস' চিপস আট থেকে আশি সবার প্রিয়। বিশেষ করে প্রিঙ্গলসের সেই লম্বা নলাকার কৌটোটি তাঁরই ডিজাইন করা। নিজের এই সৃষ্টি নিয়ে ফ্রেডরিক এতটাই গর্বিত ছিলেন যে, ২০০৮ সালে মৃত্যুর আগে সন্তানদের কাছে এক অদ্ভুত আবদার করে বসেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল, মৃত্যুর পর তাঁর চিতাভস্ম যেন কোনও সাধারণ কলসিতে নয়, বরং একটি প্রিঙ্গলসের কৌটোয় ভরে কবর দেওয়া হয়! বাবার সেই অদ্ভুত ইচ্ছা রাখতে ছেলেরা সত্যিই তাঁর ছাই একটি 'অরিজিনাল ফ্লেভার'-এর লাল কৌটোয় ভরে সমাধিস্থ করেন। ব্যাপারটি শুনতে হাস্যকর মনে হলেও, একজন উদ্ভাবক তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে এভাবেই অনন্তকাল জড়িয়ে থাকতে চেয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায় প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

দেওয়া পর্যন্ত পুলিশের তদন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে বিচারপতি মিশ্রের কড়া মন্তব্য, 'কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তে রাজ্যের সংস্থাগুলো এভাবে বাধা দিলে চরম অরাজকতা তৈরি হবে।' শীর্ষ আদালতের মতে, উপযুক্ত অনুমতি ও নথি নিয়ে তদন্তে গেলে সংস্থার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। শুনানির শুরুতেই সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা দাবি করেন, আইপ্যাক দপ্তরে ইডি'র তল্লাশি ছিল সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ। তদন্ত চলাকালীন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর ঘটনাস্থলে উপস্থিতি, নথি ও ইডি অফিসারের মোবাইল নিয়ে যাওয়াকে তিনি 'স্তম্ভিত করার মতো' বলে বর্ণনা করেন। মেহতার যুক্তি, এভাবে চলতে থাকলে কেন্দ্রীয় সংস্থার মনোবল ভেঙে যাবে এবং রাজ্য পুলিশকে তদন্তে বাধা দেওয়ার অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। ইডি'র এই যুক্তিকেই কার্যত মান্যতা দিল আদালত। পুলিশের দায়ের করা সমস্ত এফআইআর-এর ওপর স্থগিতাদেশ দিল। আদালতকক্ষে উঠে আসে 'মবোক্র্যাসি' বনাম 'ডেমোক্র্যাসি'-র চর্চাও। হাইকোর্টে বিক্ষোভে শুনানি স্থগিতের উল্লেখ করে বিচারপতি মিশ্র প্রশ্ন তোলেন, 'এটা কি যন্তরমন্তর?'

তাঁর পর্যবেক্ষণ, যদি আজ কলকাতা হাইকোর্টে এমন কাণ্ড ঘটে, তবে ভবিষ্যতে সারা দেশের বিচার ব্যবস্থা সংকটে পড়বে। এতে তাঁরা গভীরভাবে 'ডিস্টার্বড' বলে বিচারপতিরা মন্তব্য করেন। রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবাল ও অভিষেক মনু সিংভি পালটা দাবি করেন, ভোটের মুখে আইপ্যাক-এ তল্লাশি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং তৃণমূলের চেয়ারপার্সন হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর সেখানে যাওয়ার অধিকার আছে। আদালত এই যুক্তিতে কান না দিয়ে আইপ্যাক দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ এবং ডিজিটাল স্টোরেজ অবিকৃতভাবে সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যেসব নথি বা ডিভাইস নিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলোতে হাত দেওয়া বা বিকৃত করা যাবে না বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই রায় নিঃসন্দেহে ইডি'র পক্ষে বড়সড়ো আইনি স্বস্তি। অন্যদিকে, পুলিশের ভূমিকা এবং খোদ মুখ্যমন্ত্রীর সক্রিয়তা নিয়ে শীর্ষ আদালতের কড়া অবস্থান নবান্নের জন্য বড় ধাক্কা। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইডি'র কাজে বাধা দিয়েছিলেন। সত্য গোপন করতেই ইডি অফিসারদের ফোন ও ফাইল ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল।'

যদিও তৃণমূলের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পালটা দাবি করেন, 'ভোটের মুখে আইপ্যাক-এর মতো সংস্থায় ঢুকে ইডি আসলে দলের গোপন নির্বাচনি কৌশল চুরি করার চেষ্টা করছিল। মুখ্যমন্ত্রী দলের চেয়ারপার্সন হিসেবে সেখানে গিয়ে কোনও বেআইনি কাজ করেননি।'

বধূর ঝুলন্ত দেহ

জয়গাঁ, ১৫ জানুয়ারি : এক বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু। বৃহস্পতিবার সকালে জয়গাঁর ঝর্ণাবস্তির মোল্লাপাড়ার বাড়িতে জাহিদা বিবিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে পরিবারের লোকেরা দ্রুত কালচিনির লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে কালচিনি থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই বধূ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহিলার দু'বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। সেজন্য ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্ত করা হচ্ছে। এদিন বিকেল পর্যন্ত পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

শুনানি-ক্ষোভে অগ্নিগর্ভ

প্রথম পাতার পর

জানতে পেরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নবান্নের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। তলব পেয়ে নবান্ন রীতিমতো নড়েচড়ে বসে। ফরাক্কার পর চাকুলিয়ার ঘটনাতেও মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়াল পুলিশকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ পেয়ে গোয়ালপোখর-২ বিডিও চাকুলিয়া থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন। বুধবার ফরাক্কার ঘটনাতেও সিইও'র নির্দেশে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। এদিন সেই প্রসঙ্গে সিইও বলেন, 'এখনও পর্যন্ত ছয়জন গ্রেপ্তার হয়েছে। পুলিশ পদক্ষেপ করেছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' শুনানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পুলিশ সুপারদের এ বিষয়ে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে। তথ্যগত অসংগতিকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে গোয়ালপোখর-২ ব্লকে কয়েক হাজার বাসিন্দাকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এর জেরে বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা নাসির হোসেন বলেন, '২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবার নাম আছে। বিএ পাশ করেছি। জন্মের প্রমাণপত্র ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সমস্ত প্রমাণপত্র আছে। তাও আমাকে অযথা হয়রান করা হচ্ছে।' আনওয়ারুল হকের অভিযোগ, 'স্রেফ বানান ভুলের কারণে এভাবে নোটিশ ধরানো বিষয়টি কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না।' চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ অবশ্য বলেন, 'তথ্যগত অসংগতির কারণে কমিশন মানুষকে হয়রান করে মোটেও ঠিক করছে না। আমরা সাধারণ মানুষের পাশে আছি।' অন্যদিকে, ফরাক্কার ঘটনায় মাইক্রো অবজার্ভারদের ওপরে আক্রমণের ঘটনার নিন্দা করে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন। শুভেন্দু বলেন, 'তৃণমূল রাজ্যে এসআইআর হতে দিতে চায় না। সেই কারণে যে কোনও উপায়ে এই গোটা প্রক্রিয়াকে পণ্ড করতে তারা উদ্যোগী হয়েছে।'

সংকলন : আশরাফুল হক, স্বরূপ বিশ্বাস ও অরূপ দত্ত।

গ্রাম হাতে রইলেও শহর হারাচ্ছে তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

অনিল বিশ্বাসরা বাংলা শাসন করতেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় শহুরে মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখলে বোঝা যায়, তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের ওপর কতটা ক্ষুব্ধ জনতার একটা বড় অংশ।

বাম আমলে বিরক্ত মানুষের হাতে বিকল্প অস্ত্র ছিল মমতা। এখন সমস্যা হল, মমতার নির্দিষ্ট বিকল্প বলে কিছু নেই। বিজেপি এক যুগ কেন্দ্রে থেকেও নতুন কোনও আলো দেখাতে পারেনি দেশকে। বরং চারদিকে ঘৃণার বাতাবরণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি শব্দটি উধাও রাতারাতি। বাংলাতেও বিজেপি এবং তৃণমূল নেতাদের মধ্যে কোনও ফারাক নেই।

দ্বিতীয় বিকল্প সিপিএম নেতৃবিহীন, সংগঠনবিহীন। এখন দ্বিতীয় অঙ্কের সংখ্যার আসন পেলেই নিজেদের ধন্য মনে করবে।

সিপিএম নেতা এবং সমর্থকরা মিডিয়ার ওপর প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট, তারাই নাকি বাইনারি তত্ত্ব চালু করেছে! শুধু তৃণমূল এবং বিজেপিকে রেখেই চলছে নির্বাচনের অঙ্ক, এই প্রশ্নটা সোশ্যাল মিডিয়ায় বারবার তুলে ধরছেন বাম সমর্থকরা।

অথচ মনে মনে তাঁরা জানেন, বিধানসভার লড়াইটা সত্যি সত্যি দ্বিপাক্ষিক। সেই লড়াইয়ে অস্তিত্ব নেই সিপিএম বা কংগ্রেসের। তাই বামের বহু সমর্থকই ভোটটা দিয়ে আসবেন রামে, শুধু তাদের ১৫ বছর আগে ক্ষমতাচ্যুত করে ফেলা মমতাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর স্বপ্নে। চুলোয় যাক ইন্ডিয়া জোটের তত্ত্ব। এবং এঁদের ৯০ ভাগ শহুরে ভোটার। যাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় 'চটি চাটা' এবং 'পিসি-ভাইপো' লিখে ভরিয়ে দেন বারবার। তাতেই যত রাজ্যের আত্মতৃপ্তি! পাশাপাশি হিন্দুত্বের ভাবনাও তাঁদের মনে বাসা বেঁধেছে!

দিল্লির রাজনীতি ধরলে তৃণমূল ও সিপিএম একদিকে, ইন্ডিয়া জোটে। কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখলে তা মনে হওয়ার উপায় নেই। আপনি চূড়ান্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন, হচ্ছেটা কী?

অবশ্যই এমনিতে ইন্ডিয়া জোট এক বিভ্রান্ত, ভাঙা, ফুটো নৌকার মতো। যেখানে শারদ পাওয়ারই বিজেপির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন নিজস্ব স্বার্থে।

তিনি লালুপ্রসাদ যাদবের মতো আজীবন সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরোধী হতে পারলেন না। কেজরিওয়াল বেপাত্তা। কংগ্রেস-এসপি মসৃণ বোঝাপড়াও নেই আর।

এখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছে, ইন্ডিয়া জোট শুধু নামেই। এবং সেটা খরচের খাতায়। গঙ্গা-যমুনার জলে ভেসে গিয়েছে কোথায়! স্থপতিরাই ভুলে গিয়েছেন সন্তানকে! বাংলার নির্বাচনে এই শব্দটির হদিসও পাবেন না আর। সেই ঘুরেফিরে আসছে দিদি বনাম মোদি। গত দশ বছরের মতো।

বিজেপি আবার আরেকটা নির্বাচন লড়তে চলেছে নরেন্দ্র মোদিকে সামনে রেখেই। এখনও তাদের মুখ্যমন্ত্রিত্বের নিশ্চিত কোনও মুখ উঠে আসেনি।

শুভেন্দু, শমীক, দিলীপ বা সুকান্তরা যত এই পদের জন্য লড়বেন, ততই একেবারে অনামী কারও মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে বিজেপি জিতলে। এটাই মোদি-শা'র নতুন পছন্দের খেলা। ওড়িশা বা ছত্তিশগড় বা রাজস্থানের ক্ষেত্রে যা দেখা গিয়েছে। বা একেবারেই হাল আমলে বিজেপির জাতীয় সভাপতি বাছার ক্ষেত্রেও তো এক ব্যাপার। কথা বললে এক ঝলকে বোঝা যায়, আম বিজেপি কর্মীরা এ ব্যাপারে মারাত্মক বিভ্রান্ত। তৃণমূলের ক্ষেত্রে যা একেবারে উলটো। কর্মীরা জানেন, দিদি আছেন।

দিদি, দিদি।

দুটো পার্টিরই নীচুতলার নেতারা চুরিবিদ্যা থেকে সরে আসেননি। ক'দিন আগে চোখে পড়ল, বিজেপির এক নেতা ট্রেন থেকে কম্বল চুরি করে চলে যাচ্ছেন। দু'দিন পরেই আবার দেখা গেল, তৃণমূলের এক নেতা শীতে কষ্ট পাওয়া গরিবদের জন্য বরাদ্দ কম্বল থেকে কম্বল চুরি করছেন। নির্বাচন এগিয়ে আসছে, কোথায় সতর্ক হবেন, তা নয়! এঁদের চুরিচামারি, অসততা আরও খুল্লম খুল্লা।

নির্বাচনের আগে যা হয়ে থাকে, দুই বড় পার্টিতে শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। প্রার্থী হতে ইচ্ছুক অনেকেই টাকা ছড়াতে শুরু করেছেন এলাকায়। আমি প্রার্থী হব, আমি প্রার্থী হব--- এই স্লোগানটা এলাকায় ছড়াতে শুরু করেছেন অনুগতদের মাধ্যমে। চেষ্টা চলছে পার্টির সর্বোচ্চ স্তরে নিজের ইচ্ছেটাকে পৌঁছে দেওয়ার।

সেখানেও চলছে টাকার খেলা। অনেক নেতা এই লোকগুলোর টাকা নিয়ে কলকাতা বা দিল্লিতে তাঁবেদারি করতে যাচ্ছি বলে নিজেই মেরে দিচ্ছেন টাকা। হঠাৎ ভ্যানিশ। তলে তলে অনেক খেলাই চলছে, নিজের পার্টির লোককে বেকুব বানানোর জন্য। সর্বত্র। ঠিক এই জায়গাতে এসে গ্রাম এবং শহর একাকার হয়ে যাচ্ছে আবার।

নীতীশকে নিয়ে ফের গম্ভীরকে খোঁচা শ্রীকান্তের

পরপর দুই ম্যাচে ভারতীয় বোলিংকে চাপে রেখেছিলেন ড্যারিল মিচেল।

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের নিশানায় ফের গৌতম গম্ভীর।

রাজকোটে বুধবার দ্বিতীয় ওডিআই ম্যাচে হারের পর্যালোচনায় বিশ্বজয়ী প্রাক্তন অধিনায়ক ভারতীয় দলের ভারসাম্যকেই কাঠগড়ায় তুললেন। ষষ্ঠ বোলারের অভাব, রবীন্দ্র জাদেজার অফ ফর্ম এবং নীতীশকুমার রেড্ডিকে দলে রাখার মাশুল গুনতে হচ্ছে, দাবি শ্রীকান্তের। অবাক, অক্ষর প্যাটেলের মতো অলরাউন্ডারকে দলের বাইরে দেখে।

শ্রীকান্তের মতে, তাঁর অন্যতম পছন্দের ক্রিকেটার জাদেজা। কিন্তু এই মুহূর্তে জাদেজা বুঝতে পারছে না ওর কী করা উচিত। আক্রমণাত্মক বোলিং করবে না রান বাঁচাবে, দ্বিধায় ভুগছে। ভারতীয় থিংকট্যাংকের উচিত তিন পেসার ও তিন স্পিনার খেলানো। এর ফলে ষষ্ঠ বোলারের অভাব পূরণ হবে। কারও খারাপ দিন গেলে সমস্যা হবে না।

এরপর কেন নীতীশ, কেন অক্ষর নয়, সেই প্রশ্ন তুলে গম্ভীরকে নিশানা। শ্রীকান্ত বলেছেন, 'অক্ষর থাকলে দলের জন্য কার্যকর হতে পারত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, টি২০ বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তারপরও কেন অক্ষর নেই? কেন স্পিন অলরাউন্ডারের বদলে বাড়তি পেস অলরাউন্ডার খেলানো হচ্ছে? উত্তর সবারই জানা। পেস অলরাউন্ডার হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়ার অভাব আর কারও পক্ষে (পড়ুন নীতীশ) পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু নিরন্তর সেই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে!'

অলরাউন্ডার কোটায় দলে ঢুকলেও ২ ওভারের বেশি বল করানো হয়নি নীতীশকে দিয়ে। ম্যাচ শেষে গম্ভীরের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট সাংবাদিক সম্মেলনে চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। স্বীকার করে নেন, পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারছে না নীতীশ। শুধু গতকাল রাজকোট ওডিআই নয়, গত কয়েকটা সিরিজে এটাই চেনা ছবি। ভরসা না থাকা সত্ত্বেও গম্ভীরের দলে নীতীশ নিয়মিত সদস্য!

লোকেশ রাহুলের মধ্যে রাহুল দ্রাবিড়ের ছায়া দেখছেন সুনীল গাভাসকার।

ব্যাট-বলের হতাশাজনক পারফরমেন্সের মাঝে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম লোকেশ রাহুল। টপ অর্ডারের ব্যর্থতা ঢেকে দুরন্ত শতকের ইনিংসে দলকে লড়াইয়ের রসদ জোগান। সুনীল গাভাসকার, রবি শাস্ত্রীর মতো প্রাক্তনরা যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গাভাসকার বলেছেন, 'ক্লাস প্লেয়ার। ক্লাস ইনিংস। ওর ব্যাটিং দেখা সবসময় উপভোগ্য। টেকনিক, টেম্পারামেন্ট,

রাহুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সানি

> অক্ষর থাকলে দলের জন্য কার্যকর হতে পারত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, টি২০ বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তারপরও কেন অক্ষর নেই? কেন স্পিন অলরাউন্ডারের বদলে বাড়তি পেস অলরাউন্ডার খেলানো হচ্ছে?
>
> -কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত

শট বৈচিত্র্য সবকিছু রয়েছে ওর মধ্যে। ভারতীয় দলের ক্রাইসিসম্যান। যেমনটি ছিলেন কর্ণাটকের আরেকজন, রাহুল দ্রাবিড়। দল যখনই বিপদে, তখনই ব্যাট চওড়া। ওপেনিং হোক বা মিডল অর্ডার, ৪, ৫, ৬ যে ব্যাটিং পজিশনই হোক--চাপের মধ্যে দলকে ভরসা জুগিয়েছেন লোকেশ। এদিন শুরুতে ও আউট হলে ভারতের স্কোর ২৪০-২৫০ রানেও পৌঁছোত না।'

১১৮/৪ স্কোরে ক্রিজে নেমে অপরাজিত থেকে দলকে ২৮৪-তে পৌঁছে দেন লোকেশ। শাস্ত্রী যে ইনিংস নিয়ে বলেছেন, 'ও যখন মাঠে নামে পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না। পুরো কৃতিত্বটা লোকেশের প্রাপ্য। পিচ কিছুটা মন্থর ছিল। বলও তখন পুরোনো, কিছুটা নরম। সেই পরিস্থিতিতে জাদেজাকে নিয়ে পার্টনারশিপ গড়ল। শেষে হাত খুলে অসাধারণ সব শট খেলল।'

ধুলো ওড়া পিচে ঘাম ঝরিয়েই সফল মিচেল

রাজকোট, ১৫ জানুয়ারি : ভারত সফর মানে স্পিন সামলানোর চ্যালেঞ্জ। যে পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ ড্যারিল মিচেল। ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ড হারলেও হাফ সেঞ্চুরি (৭১ বলে ৮৪) করেছিলেন। রাজকোটে ফিরেছেন শতকীয় ইনিংসে দলকে জিতিয়ে, সিরিজ ১-১ করে। ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে পছন্দ করেন। সাফল্যের খতিয়ানও বেশ চমকপ্রদ।

ভারতগামী বিমানে ওঠার আগে বিশেষভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। দলকে জিতিয়ে সেই রহস্য নিজেই ফাঁস করলেন নিউজিল্যান্ডের মিডল অর্ডার তারকা। জানালেন, কীভাবে ধুলো ওড়া পিচ বানিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাটিং অনুশীলন সেরেছেন, যার সুফল সকলের চোখের সামনে। ধুলো ওড়া পিচে প্রস্তুতির ফল, ভারত সফরে রানের ফোয়ারা ছোটাচ্ছেন।

আইসিসি ওডিআই র‌্যাংকিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা মিচেল বলেছেন, 'সাফল্যের পিছনে অনেক পরিশ্রম থাকে। সবাই তা দেখতে পায় না। আমি যেমন সাত সকালে লিংকনে (ক্যান্টারবেরির শহর) চলে যেতাম। যেখানে ধুলো ওড়া পিচ বানিয়ে প্র্যাকটিস করতাম উপমহাদেশীয় পিচের কথা মাথায় রেখে। দেশের হয়ে বিভিন্ন দেশে সফর করা, খেলা সবসময় উপভোগ করি। মাঠ, পরিবেশ যাইহোক, লক্ষ্য সেই এক--দলকে সাফল্য এনে দেওয়া। তার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত।'

উপমহাদেশে ৫৬.০৩ ব্যাটিং গড়ে এখনও পর্যন্ত ১৪৫৭ রান করেছেন মিচেল। ভারতে ১৫টি ওডিআই ম্যাচ খেলে ৬৬.৭৫ গড়ে তিনটি শতরান সহ ৮০১। পাকিস্তানে ১২ ম্যাচে ৫৭৬। গড় ৪৮। স্পিন পিচ বানিয়ে বিশেষ প্রস্তুতি প্রসঙ্গে মিচেলের আরও মন্তব্য, 'নিউজিল্যান্ডে আমরা মূলত বাউন্সি, ঘাসের উইকেটে খেলে বড় হই। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টিকে থাকতে হলে সমস্ত ধরনের পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া জরুরি। উপমহাদেশে যেমন স্পিন গুরুত্বপূর্ণ। আর স্পিন সামলাতে সুইপ শটের ব্যবহার প্রয়োজন। প্রস্তুতিতে সেটাই জোর দিয়ে থাকি।'

সংক্ষিপ্ত লিগকে স্বীকৃতি এএফসি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : এবার আইএসএল হবে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে। তবুও এই লিগকে স্বীকৃতি দিল এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন।

নিয়ম অনুযায়ী এএফসি ক্লাব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলগুলির জন্য এক মরশুমে সমস্ত ঘরোয়া প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৪টি ম্যাচ খেলা বাধ্যতামূলক। সেখানে এবার খুব বেশি হলে ১৬টি করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে আইএসএল ক্লাবগুলি। গত বারের তুলনায় ৭২টি ম্যাচ কম হবে এবারের আইএসএলে। এই সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এএফসি-র কাছে জানতে চেয়েছিল মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা ভারতের ক্লাব অংশগ্রহণ করতে পারবে কি না। বিশেষ ছাড় চেয়ে আবেদনও জানায় এআইএফএফ।

ফেডারেশনের সেই আবেদনে মঞ্জুর করেছে এএফসি। অর্থাৎ আইএসএল বিজয়ী এবং সুপার কাপ বিজয়ীদের এএফসি স্লট পেতে আর কোনও বাধা রইল না। যদিও সরাসরি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে খেলার সুযোগ পাবে না ভারতের কোনও ক্লাবই। জানানো হয়েছে, 'এএফসির নিয়ম মেনে ভারতের চ্যাম্পিয়ন ক্লাবকে সরাসরি খেলার অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। আইএসএল ও সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন দলকে যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর ছাড়পত্র পেতে হবে।'

এতদিন আইএসএল লিগ শিল্ড জয়ী দল সরাসরি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ খেলার টিকিট পেত। সুপার কাপ জয়ী দলকে খেলতে হত যোগ্যতা অর্জন পর্বে। এবার দুই প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দলকেই সেই যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলতে হবে। যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হলে খেলতে হবে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে। তবে সব দিক বিবেচনা করেই এএফসি-র এই স্বীকৃতি ভারতীয় ফুটবলের জন্য নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত এক খবর। এতে ক্লাবগুলিও উপকৃত হবে। কারণ এএফসি স্বীকৃতি দেওয়ায় এএফসি ক্লাব প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার ব্যাপারে আর কোনও বাধা রইল না। এএফসি থেকে সুখবর আসার দিনেই আরও এক স্বস্তির খবর জানালো এফসি গোয়া। তারা খেলোয়াড়দের বেতন কমানোর যে প্রস্তাব দিয়েছিল তা মেনে নিয়েছেন ফুটবলাররা। ফলে আর্থিক চাপ ছাড়াই আইএসএল খেলতে পারবে তারা।

স্পট বোলিংয়ে জোর আকাশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : সাদা বলের ব্যর্থতা কাটিয়ে লাল বলে ফেরার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল আগেই। এবার সেই প্রস্তুতি আরও জোরদার হল বাংলা দলের। বৃহস্পতিবার সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টিম বাংলার অনুশীলনে যোগ দিলেন আকাশ দীপ ও মহম্মদ কাইফ। তাঁরা দুজনই দীর্ঘসময় নেটে বোলিং করেছেন।

আকাশের বোলিং ছিল দেখার মতো। নেটে অন্তত আধঘণ্টা বোলিংয়ের পর অন্য নেটে চলে যান তিনি। সেই নেটে হাজির হন মুকেশ কুমারও। পরে প্রায় ৪৫ মিনিট সময় ধরে মুকেশ-আকাশকে স্পট বোলিং করতে দেখা যায় বাংলার বোলিং কোচ শিবশংকর পালের নজরদারিতে। কেন আচমকা এমন স্পট বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত? জানা গিয়েছে, সাদা বলের সৈয়দ মুস্তাক আলি ও বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলার বোলারদের, বিশেষ করে পেসারদের ধারাবাহিকতার অভাব দেখা গিয়েছে। সেই কারণেই পিচে জায়গা নির্দিষ্ট করে স্পট বোলিং অনুশীলন হয়েছে। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বিকেলের দিকে বলছিলেন, 'রনজির দ্বিতীয় পর্ব শুরুর আগের এই অনুশীলন পর্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাঠে নেমে ধারাবাহিকতা দেখানোর পাশে সেরাটা দিতে হবে আমাদের। সেই কারণেই বোলারদের স্পট বোলিং করিয়ে তৈরি রাখা হচ্ছে।' এদিকে, সোমবার কল্যাণী রওনা হচ্ছে টিম বাংলা। বৃহস্পতিবার থেকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচ শুরু বাংলার।

বাতিল হয়নি, দাবি মার্কিন তারকার

ভিসা জটে আটকে রশিদ-রেহানও

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : ভিসা জটে এবার আটকে ইংল্যান্ডের দুই ক্রিকেটারও।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানজাত একাধিক মুসলিম ক্রিকেটারকে ভিসা দিতে গড়িমসি করছে ভারত। সেই অচলাবস্থা কাটার আগেই একই সমস্যায় ইংল্যান্ডের দুই ক্রিকেটার আদিল রশিদ ও রেহান আহমেদ। দুজনেই পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার। দলের বাকি ক্রিকেটার ভিসা পেয়ে গেলেও ভারতের কড়া পাক-নীতিতে আটকে গিয়েছে রশিদ-রেহান।

আদিল রশিদ

রেহান আহমেদ

বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি হিসেবে শ্রীলঙ্কায় তিনটি ওডিআই (২২ জানুয়ারি শুরু) ও সমসংখ্যক টি২০ ম্যাচ (৩০ জানুয়ারি শুরু) খেলবে ইংল্যান্ড। কিন্তু বিশ্বকাপের আগে রশিদ-রেহানের ভিসা ঘিরে অনিশ্চয়তা কিছুটা হলেও চিন্তায় ফেলছে ইংল্যান্ড শিবিরকে। চোখ আপাতত ভারত সরকার কত দ্রুত ভিসা মঞ্জুর করে সেদিকে।

অতীতেও ভিসা-জটের কারণে ইংল্যান্ডের শোয়েব বশির ভারত সফরে প্রথম টেস্ট খেলতে পারেননি। সাকিব মাহমুদকে নিয়েও একইরকম সমস্যা তৈরি হয়েছে। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) এক শীর্ষ আধিকারিক দাবি করেন, আদিলদের ভিসা নিয়ে কোনও আপত্তি নেই ভারত সরকারের। আলোচনা চলছে। যত দ্রুত সম্ভব সমস্যা মিটবে।

রশিদ বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় এসএ২০ খেলতে ব্যস্ত। রেহান অপরদিকে বিগ ব্যাশে খেলছেন। ভিসা সমস্যা মিটলে দুজনে সেখান থেকে সরাসরি শ্রীলঙ্কায় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। 'সি' গ্রুপে ইংল্যান্ডের সঙ্গে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ, নেপাল, ইতালি। ৮ ফেব্রুয়ারি নেপালের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ে অভিযান শুরু করবে তারা। এদিকে, দলের পাকিস্তানজাত ক্রিকেটারদের ভিসা বাতিল হওয়ার খবর অসত্য বলে দাবি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থা। এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, ভিসা নিয়ে দেরি হচ্ছে। কিন্তু বাতিলের দাবি ঠিক নয়। পাকজাত মার্কিন ক্রিকেটার আলি খানও জানিয়েছেন, তাঁর ভিসার আবেদন খারিজ করা হয়নি। বলার কথা, আলি খান ছাড়াও পাকিস্তানজাত বাকি তিন ক্রিকেটার শায়ন জাহাঙ্গির, মহম্মদ মহসিন, এহসান আদিলের ভিসা এখনও মঞ্জুর করেনি ভারত সরকার।

শেষ ম্যাচের জন্য ইন্দোর পৌঁছে বিশ্রামে বিরাটরা

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় ওডিআইয়ের জন্য ইন্দোরে বিরাট কোহলি।

ইন্দোর, ১৫ জানুয়ারি : নতুন বছরের শুরুটা ভালো হয়নি। বরোদায় প্রথম ম্যাচে কোনওরকমে জয়। দ্বিতীয় ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়া।

বুধবার রাজকোটে নিউজিল্যান্ড চলতি সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার দুর্বলতা দেখিয়ে দিয়েছেন ড্যারিল মিচেলরা। শুধু তাই নয়, দলে রোকোর মতো অভিজ্ঞ তারকা থাকার পরও টিম ইন্ডিয়ার পরিস্থিতি অনুযায়ী যে প্ল্যান 'বি' নেই, তাও প্রমাণিত। ব্যাটাররা নিজেদের মেলে ধরতে পারছেন না। বোলাররা ছন্দ দেখাতে ব্যর্থ। সঙ্গে ফিল্ডিংয়ে ক্যাচ হাতছাড়া হচ্ছে নিয়মিতভাবে। এমন পারফরমেন্স কোনও ভালো দলের বিজ্ঞাপন হতে পারে না। সঙ্গে রয়েছে প্রথম একাদশ নির্বাচন নিয়ে সমালোচনার ঝড়ও।

ওয়াশিংটন সুন্দর ভদোদরায় সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচে চোট পেয়ে বাকি সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার জানা গিয়েছে, তাঁর চোট রীতিমতো গুরুতর। ফলে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজেও তিনি নেই। খারাপ খবরের শেষ এখানেই নয়, রয়েছে আরও। ভারতীয় দলের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপেও অনিশ্চিত ওয়াশিংটন। বাস্তবে শেষ পর্যন্ত আশঙ্কা সত্যি হলে নিশ্চিতভাবেই সূর্যকুমার যাদবেরও চিন্তা বাড়তে চলেছে। সুন্দরের চোটের সুবাদে গতকাল দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আসরে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন নীতীশকুমার রেড্ডি। কিন্তু কেন? কোন যুক্তিতে তিনি ভারতীয় দলে নিয়মিত হয়ে

বিশ্বকাপেও অনিশ্চিত ওয়াশিংটন

উঠছেন, এই প্রশ্ন এখন প্রবলভাবে উঠে গিয়েছে।

ব্যাট হাতে রান করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। বল হাতে করেছিলেন ২ ওভার। এমন ক্রিকেটারকে কি আদৌ অলরাউন্ডার বলা চলে? নীতীশকে নিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীর আপাতত সমালোচকদের তোপের মুখে। এমন অবস্থার মধ্যে রাজকোট থেকে আজ সন্ধ্যার দিকে দুই দলই সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচের লক্ষ্যে ইন্দোর পৌঁছে গিয়েছে। রবিবার ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে সিরিজের শেষ ম্যাচ। যে দল জিতবে, সিরিজ তাদেরই। আজ ইন্দোরে পা রাখার পরই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামীকাল কোনও অনুশীলন নেই। পূর্ণ বিশ্রামে থাকবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। সিরিজের মরণবাঁচন ম্যাচের আগে কেন আচমকা এমন সিদ্ধান্ত? জানা গিয়েছে, পুরো দলকে আগামীর লক্ষ্যে আরও ফুরফুরে রাখার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। যার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

এদিকে, গতকাল রাতে রাজকোটে ম্যাচ হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট। দলের সার্বিক ব্যর্থতার কথা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। সরাসরি না বললেও তিনি মেনে নিয়েছেন, নীতীশের বদলে প্রথম একাদশে একজন স্পিন অলরাউন্ডারের প্রয়োজন ছিল। রায়ানের কথায়, 'প্রথম একাদশে আরও একজন স্পিনার অথবা স্পিন অলরাউন্ডার থাকলে ভালো হত। যাই হোক, সাজঘরের পরিকল্পনা মাঠে কাজে লাগাতে পারিনি আমরা।' লোকেশ রাহুলের মায়াবী শতরানের পরও পরাজিতর দলে টিম ইন্ডিয়া। দলের সহকারী কোচের কথায়, 'আমাদের ব্যাটার, বোলারদের আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হবে। কেএল অসাধারণ ব্যাটিং করেছিল। কিন্তু আরও কিছু রানেরও প্রয়োজন ছিল আমাদের।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নিয়ে হেনিল প্যাটেল।

হেনিলের দাপটে জয় ভারতের

হারারে, ১৫ জানুয়ারি : জয় দিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল ভারত। বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচে ৬ উইকেটে তারা হারাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে।

এদিন বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে টসে জিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যাট করতে পাঠান ভারতের অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে। হেনিল প্যাটেলের দুরন্ত বোলিংয়ে ৩৫.২ ওভারে ১০৭ রানে শেষ হয় মার্কিনীদের ইনিংস। তাদের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৬ রান করেন নীতীশ সুদিনী। হেনিল ১৬ রানে ৫ উইকেট পেয়েছেন।

প্রবল বৃষ্টির কারণে ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন নিয়মে ৩৭ ওভারে ভারতের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৯৬ রান। ৪ উইকেট হারিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তারা। ৪২ রানে অপরাজিত থাকেন অভিজ্ঞান কুণ্ডু। অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে করেন ১৯ রান। বৈভব সূর্যবংশী ২ রানে আউট হন।

হারের দায় নিজের কাঁধে নিলেন আরবেলোয়া

কোপা ডেল রে থেকে বিদায় রিয়াল মাদ্রিদের

মাদ্রিদ, ১৫ জানুয়ারি : রিয়াল মাদ্রিদ কোচ হিসেবে প্রথম ম্যাচেই বড় ধাক্কার সম্মুখীন আলভারো আরবেলোয়া। দ্বিতীয় ডিভিশনের দল আলবাসেটের কাছে হেরে কোপা ডেল রে থেকে বিদায় লস ব্ল্যাঙ্কোসের।

রিয়াল মাদ্রিদে আলভারো আরবেলোয়ার কোচিং কেরিয়ারের শুরুটাই হল হার দিয়ে।

স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনাল হারার পরেই জাভি অলন্সোকে ছাঁটাই করে আরবেলোয়াকে দায়িত্ব দিয়েছিল রিয়াল। কিন্তু প্রাক্তন স্প্যানিশ তারকার আগমনেও ভাগ্য খোলেনি লস ব্ল্যাঙ্কোসের। উলটে আলবাসেটের মতো এক অনামী দুর্বল দলের কাছে ৩-২ ফলে হেরে সমর্থকদের একরাশ লজ্জা উপহার দিয়েছেন ভিনিসিয়াসরা।

এদিন রিয়ালের হয়ে গোল করেন গঞ্জালো গার্সিয়া ও ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। আলবাসেটের হয়ে জোড়া গোল জেফটে বেতানকোরের। অপর গোলটি জাভি ভিলারের। ম্যাচের পর পরাজয়ের দায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন কোচ আরবেলোয়া। বলেছেন, 'এই পরাজয়ের সব দায় আমার। সমর্থকরা প্রচণ্ড হতাশ হয়েছেন। আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে।' আপাতত কোপা ডেল রে ভুলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও লা লিগায় ফোকাস করছেন আরবেলোয়া।

চেলসির বিরুদ্ধে গোলের পরে ভিক্টর গোয়েকেরেস।

আর্সেনালের কাছে হার চেলসির

লন্ডন, ১৫ জানুয়ারি : কারাবাও কাপের সেমিফাইনালে প্রথম লেগের উত্তেজক ম্যাচে ঘরের মাঠে আর্সেনালের কাছে ৩-২ গোলে হার চেলসির। ঘরের মাঠে চেলসির কোচ হিসেবে লিয়াম রোজেনিয়রের এটাই ছিল প্রথম ম্যাচ। প্রথম ম্যাচেই অবশ্য পরাজয়ের স্বাদ পেতে হয়েছে তাঁকে। ম্যাচের ৭ মিনিটে ডিফেন্ডার বেন হোয়াইটের গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। ৪৯ মিনিটে ভিক্টর গোয়েকেরেস ব্যবধান বাড়ান। ৫৭ মিনিটে চেলসির হয়ে প্রথম গোলটি করেন আলেহান্দ্রো গারনাচো। ৭১ মিনিটে আর্সেনালের তৃতীয় গোলটি মার্টিন জুবিমেন্ডির। ৮৩ মিনিটে চেলসির হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করে যান সেই গারনাচো। প্রথম লেগ হারার পর আপাতত শনিবার ইপিএলে ব্রেন্টফোর্ড ম্যাচকে পাখির চোখ করেছেন চেলসি কোচ রোজেনিয়র।

যুব ডার্বির রং লাল-হলুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : যুব ডার্বি জিতল ইস্টবেঙ্গল। অনূর্ধ্ব-১৮ জাতীয় এলিট লিগের ম্যাচে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে ২-০ গোলে হারাল লাল-হলুদ যুব দল। বৃহস্পতিবার ছোটদের বড় ম্যাচে শুরুতেই লাল-কার্ড দেখে মোহনবাগানের লুনগুলাল কিপজেন। প্রতিপক্ষের মাঠে অধিকাংশ সময়টাই দশজনে খেলতে হয় সবুজ-মেরুনকে। তারপরও দুই অর্ধ মিলিয়ে বেশকিছু গোলের সুযোগ পেয়েছিল ডেগি কার্ডোজোর মোহনবাগান। যদিও তা থেকে প্রয়োজনীয় গোল তুলে নিতে ব্যর্থ সবুজ-মেরুন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই এক গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। বাঁ দিক থেকে কাট করে বিপক্ষের বক্সে ঢুকে পড়ে চিসাম। বাগান ডিফেন্ডাররা বুঝে ওঠার আগেই জোরাল শটে লক্ষ্যভেদ করে সে। শেষদিকে অল আউট আক্রমণে গিয়ে নিজেদের রক্ষণে নজর দিতে পারেননি ডেগির দল। সেই সুযোগেই প্রতি আক্রমণ থেকে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করে পরিবর্ত হিসেবে নামা প্রীতম গাইন।

প্রয়াত অজয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : খেলা ছেড়েছিলেন অনেকদিন। কিন্তু তারপরও বাংলা ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। অজয় ভার্মা বাংলার তৃণমূল স্তর থেকে ক্রিকেটার তুলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অনেকদিন ধরেই সক্রিয়। সম্প্রতি সিএবি-র সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হয়েছিল। বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার অজয়। তাঁর পুত্র আদিত্যও বাংলা ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে। ৬২ বছরের অজয়ের প্রয়াণে শোকের ছায়া বাংলার ক্রিকেটে। বাংলার জার্সিতে মোট ২৫টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ ও ১১টি লিস্ট 'এ' ম্যাচ খেলেছিলেন অজয়।

ক্রিকেটারদের বিদ্রোহে পিছু হটল বিসিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি : দীর্ঘ টালবাহানার পর ক্রিকেটারদের বিদ্রোহের সামনে পিছু হটতে বাধ্য হল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। খেলোয়াড়দের দাবি মেনে বোর্ডের ফিন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল 'বিতর্কিত' নাজমুল ইসলামকে।

বিসিবি-র তরফে সান্ধ্যকালীন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 'চলতি পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও সংস্থার বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রেখে নাজমুল ইসলামকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বোর্ড সভাপতি। এই বিজ্ঞপ্তি জারির মুহূর্ত থেকে যা কার্যকর হবে। বিসিবি বরাবরই ক্রিকেটারদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। খেলোয়াড়দের সম্মানকে গুরুত্ব দেয়। পরবর্তী নোটিশের আগে পর্যন্ত ফিন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাবেন বোর্ড সভাপতি।'

কয়েকদিন আগে তামিম ইকবালকে 'ভারতের দালাল' বলে বিতর্ক তৈরি করেন বহিষ্কৃত বিসিবি ডিরেক্টর নাজমুল। প্রতিবাদে মুখর হন বাংলাদেশ টেস্ট অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। বাংলাদেশের একঝাঁক প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটার প্রতিবাদ জানিয়ে ক্ষমার দাবি তোলেন। সেই আগুনে ঘি ঢেলে ফের বিতর্কিত মন্তব্য করেন বোর্ডের ডিরেক্টর নাজমুল ইসলাম। বলেছেন, 'টি২০ বিশ্বকাপে না খেললে বোর্ডের কিছু যাবে-আসবে না। ক্রিকেটারদের কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। আর বোর্ড আছে বলেই ক্রিকেটারদের আয়, অস্তিত্ব।'

এরপরই কার্যত বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের গণবিদ্রোহ। জোড়া

সরানো হল বিতর্কিত নাজমুলকে

দাবিতে বয়কটের রাস্তায় হাঁটে তাঁরা। যার ধাক্কায় বাতিল হয় বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের একাধিক ম্যাচ। কোনও ক্রিকেটার মাঠমুখো হননি। এদিন দুপুর পর্যন্ত চরমসীমা দেওয়া হয়। খেলোয়াড়দের সেই দাবি মেনেই ছাঁটাই নাজমুল।

দুপুরে টেলি কনফারেন্সে ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন বোর্ডকর্তারা। তখনই ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত জানানো হয়। তবে নাজমুলের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি এখনও পূরণ হয়নি। ফলে শুধু নাজমুলকে বরখাস্তে বরফ আদৌ গলবে কি না, বলা মুশকিল। বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের সংস্থার তরফে পালটা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ছাঁটাইয়ের দাবিকে স্বাগত। নাজমুল ক্ষমা চাইলেই শুক্রবার থেকে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে খেলতে মাঠে ফিরবেন খেলোয়াড়রা।

এদিকে, নাজমুলের কটাক্ষের প্রতিবাদে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বাংলাদেশের ওডিআই অধিনায়ক মেহেদি হাসান মিরাজ। দাবি করেন, বিসিবি নিজেদের পকেট থেকে ক্রিকেটারদের টাকা দেয় না। ক্রিকেটাররা দেশের হয়ে সারা বছর খেলে বেড়ায়। বিসিবি যা থেকে আয় করে থাকে। আর সেই আয়ের একটা অংশই পায় খেলোয়াড়রা।

মিরাজ আরও বলেছেন, 'বোর্ডকে অভিভাবক হিসেবে দেখি আমরা। বোর্ডের একজন শীর্ষ আধিকারিকের থেকে এই ধরনের মন্তব্য তাই হতাশাজনক। মনে রাখা উচিত বোর্ডের আয়ের পিছনে রয়েছে ক্রিকেটারদের পরিশ্রম। যদি ক্রিকেটই না থাকে, স্পনসরও আসবে না। বোর্ড আর্থিকভাবে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে তার কারণ, আমরা সারা বছর দেশের জার্সিতে খেলে বেড়াই। ক্রিকেট, ক্রিকেটারদের অপমান কখনও বরদাস্ত করা হবে না।'

সাউলকে নিয়ে অসন্তোষ ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : ইস্টবেঙ্গলে কি ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন সাউল ক্রেসপো।

আবারও চোট! আরও একবার কি ক্রেইটন সিলভা অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে লাল-হলুদে! ইঙ্গিত কিন্তু সেই রকমই। আইএসএল শুরু হতে বাকি ঠিক এক মাস। এরই মধ্যে আরও একবার লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালেন সাউল। ফের চোটের কবলে স্প্যানিশ মিডফিল্ডার।

তিনি যে নতুন করে চোট পেয়েছেন তা নয়। সূত্রের খবর, পুরোনো চোটই বারবার বিপদে ফেলছে সাউলকে। যা নিয়ে বেশ বিরক্ত ব্রুজোঁ। বৃহস্পতিবার অনুশীলন করেননি লাল-হলুদের স্প্যানিশ এই মিডিও। সাইডলাইনে রিহ্যাব করতে দেখা গেল তাঁকে। তারই মাঝে সাউলের সঙ্গে কথা বলতে যান অস্কার। দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে বারবার বিরক্তি প্রকাশ করেন ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচ। পরে সহকারী, ফিজিও, লাল-হলুদের হেড অফ ফুটবল থংবোই সিংটোর সঙ্গেও সাউলের চোট নিয়ে কথা বলেন ব্রুজোঁ।

মরশুমের শুরু থেকেই সাউলকে রেখে দেওয়ার ব্যাপারে নিমরাজি ছিলেন অস্কার। তা সত্ত্বেও তাঁকে ছেঁটে ফেলেনি ম্যানেজমেন্ট। বরং আস্থা রেখেছে। তবে সাউলের বারবার চোটে ভোগার প্রবণতায় বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এমনিতেই হিরোশি ইবুসুকির সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করতে বাড়তি অর্থ খরচ করতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। এই পরিস্থিতিতে আবার সাউলের পরিবর্ত নিয়ে আসা বেশ সমস্যার।

এদিন লাল-হলুদের অনুশীলনে অবারিত দ্বার ছিল সমর্থকদের। প্রস্তুতির সময় ফুটবলারদের উজ্জীবিত করে গেলেন তারা। তবে সাউলের চোটে কপালে ভাঁজ পড়েছে সমর্থকদেরও। এদিকে, ইস্টবেঙ্গল সিনিয়ার দলের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন উত্তরবঙ্গের সঞ্জয় ওরাওঁ।

মেদিনীপুরকে চার গোল বর্ধমানের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগের ম্যাচে বড় জয় পেল বর্ধমান ব্লাস্টার্স। বৃহস্পতিবার তারা ৪-১ গোলে হারাল এফসি মেদিনীপুরকে। লিগে এটি তাদের সপ্তম জয়। বর্ধমানের হয়ে জোড়া গোল করেন চুইটো। বাকি দুইটি গোল উজ্জ্বল ও বিজয়ের। মেদিনীপুরের গোলস্কোরার সাবির। আপাতত ১১ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে বর্ধমান রয়েছে চতুর্থ স্থানে। তবে তাদের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে নর্থ ২৪ পরগনা এফসি (১৫ পয়েন্ট) ও নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি (১৪ পয়েন্ট)।

হার্লিনের দাপটে জয় ইউপি-র

নভি মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি : বুধবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ৩৬ বলে ৪৭ রানে ব্যাট করছিলেন হার্লিন দেওল। সেইসময় ইনিংসের মাঝপথেই ইউপি ওয়ারিয়র্স ম্যানেজমেন্ট তাঁকে ব্যাটিং থেকে তুলে নেয়। সাতটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ক্রিজে জাঁকিয়ে বসা হার্লিনের পরিবর্তে ব্যাটিং করতে আসা ব্যাটাররা সেই ঝাঁঝ ধরে রাখতে পারেননি। নিটফল, প্রত্যাশিত স্কোরে পৌঁছাতে না পেরে ম্যাচ হেরে বসে ইউপি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের মঞ্চেই সেই অপমানের জবাব দিলেন হার্লিন। সেইসঙ্গে তাঁর ৩৯ বলে অপরাজিত ৬৪ রান চলতি লিগে ইউপি-কে চার নম্বর ম্যাচে প্রথম জয় এনে দিয়েছে।

হার্লিনের মঞ্চে আসার আগেই বল হাতে কাজ এগিয়ে রেখেছিলেন ক্রান্তি গৌড় (২৮/০), শিখা পান্ডে (২৫/১), সোফি একলেস্টোনরা (২৬/০)। তাঁদের নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলার

ডব্লিউপিএলে আজ
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম গুজরাট জায়েন্টস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নভি মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

বোলিংয়ের সামনে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স আটকে যায় ১৬১/৫ স্কোরে। শেষ দুই ম্যাচে বিধ্বংসী ফর্মে থাকা হরমনপ্রীত কাউর বৃহস্পতিবার ১৬ রানে আউট হয়ে যান। শেষদিকে নাতালি স্কিভার-ব্রান্ট (৪৩ বলে ৬৫) ও নিকোলা ক্যারি (২০ বলে অপরাজিত ৩২) আগ্রাসী ব্যাটিং করলেও মুম্বইয়ের লক্ষ্যপূরণ হয়নি।

ইউপি রানতাড়ায় নামার পর মেগ ল্যানিং (২৫), ফোয়েবে লিচফিল্ডও (২৫) আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতে পারেননি। ব্যর্থতা বজায় ছিল কিরণ নাভগিরেরও (১০)। হার্লিন বাইশ গজে নামার পর সেই ছবিটা বদলে যায়। এক ডজন বাউন্ডারিতে সাজানো ইনিংসে তিনি রেয়াত করেননি অ্যামেলিয়া কের (৪২/১), নাতালিদের (২৮/২) মতো প্রতিষ্ঠিতদেরও। ইউপি শেষপর্যন্ত ১৮.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১৬২ রান তুলে নেয়।

ছেলে অঙ্গদের সঙ্গে খেলায় মেতে জসপ্রীত বুমরাহ।

ক্রিসপিনের দলে অভিজ্ঞ মেন্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : ২০২৬ সালের এএফসি উইমেন্স এশিয়ান কাপের আগে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের সঙ্গে কোস্টারিকার প্রাক্তন জাতীয় দলের কোচ অ্যামেলিয়া ভালভের্দেকে যুক্ত করছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। দলের মেন্টর হিসেবে যোগ দিচ্ছেন তিনি। ২০১৫ ও ২০২৩ সালে ভালভের্দে ফিফা মহিলা বিশ্বকাপে কোস্টারিকার দায়িত্ব সামলেছেন। তাঁর আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ভারতীয় দলের জন্য বড় সম্পদ বলেই মনে করছে এআইএফএফ।

জুয়েলকে ছাড়ছে মহমেডান

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : সন্তোষ ট্রফিতে জুয়েল আহমেদ মজুমদারের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটল। বুধবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব জানিয়েছিল, তারা জুয়েলকে ছাড়বে না। এদিন অবশ্য আইএফএ-র সঙ্গে কথা বলার পর বাঙালি ডিফেন্ডারটিকে ছেড়ে দিতে রাজি হয় সাদা-কালো শিবির।

ম্যাচের সেরা হয়ে মনজিৎ সিং। ছবি : নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

সেমিফাইনালে বারবিশা

বারবিশা, ১৫ জানুয়ারি : জোড়াই একাদশের জোড়াই প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল বারবিশা একাদশ। বৃহস্পতিবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৮ উইকেটে হারিয়েছে সিঙ্গিমারি রামপুরকে। টসে জিতে সিঙ্গিমারি ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৭ রান করে। পঙ্কজের অবদান ৫১ রান। সন্দীপ প্রসাদ ১৬ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে বারবিশা একাদশ ৮.৫ ওভারে ২ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা মনজিৎ সিং ২৯ বলে ৮টি চার এবং ছক্কা হাঁকিয়ে ৮৭ রান করেন। তন্ময় ধর ২৭ রানে নেন ২ উইকেট। শুক্রবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে জেমি একাদশ মালদা এবং ডিআরএস একাদশ শিলিগুড়ি খড়িবাড়ি।

অম্বর রায় ট্রফিতে জয়ী প্লেয়ার্স, বিজয়

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে আলিপুরদুয়ার জেলার কোয়ালিফায়ার রাউন্ডের খেলা শুরু হল বৃহস্পতিবার। টাউন ক্লাব মাঠে প্লেয়ার্স ইলেভেন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১০ উইকেটে চূর্ণ করেছে অরবিন্দনগর ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। অরবিন্দনগর টসে জিতে ২৫.৩ ওভারে ৭১ রানে গুটিয়ে যায়। প্রলয় রাই ২০ রান করে। ম্যাচের সেরা দেব বাসফোর ৯ রানে ফেলে দেয় ৫ উইকেট। জবাবে প্লেয়ার্স ইলেভেন ১২.৪ ওভারে বিনা উইকেটে ৭২ রান তুলে নেয়। জেনিথ সাহা ২২ রানে অপরাজিত থাকে।

অরবিন্দনগর মাঠে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ২৮ রানে হারিয়েছে বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবকে। বিজয় টসে জিতে ৩৮.৫ ওভারে ১৪৪ রানে অল আউট হয়। পবন বিশ্বাসের অবদান ২৬ রান। ম্যাচের সেরা দেবজিৎ দাস ১৫ রানে দখল করে ৫ উইকেট। জবাবে বীরপাড়া ২৫.৪ ওভারে ১১৬ রানে সব উইকেট হারায়। ফরিয়াদ আলম ৬৮ রান করে। অনীক ভগৎ ২৪ রানে নিয়েছে ৪ উইকেট।

ম্যাচের সেরা দেবজিৎ দাস (বাঁয়ে) ও দেব বাসফোর। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT SILIGURI Ph: 9311399671. RENAULT GANGTOK Ph: 8929207318. RENAULT MALDA Ph: 8527236841. RENAULT RAIGANJ Ph: 9311700645. RENAULT ASANSOL Ph: 8527240471. RENAULT BALURGHAT Ph: 7428438946. RENAULT BANKURA Ph: 9667215385. RENAULT BURDWAN Ph: 8130499627. RENAULT BERHAMPORE Ph: 8527235410. RENAULT BONGAIGAON Ph: 9582232858. RENAULT DURGAPUR Ph: 8527240447. RENAULT KRISHNANAGAR Ph: 8448488211. RENAULT SINGUR Ph: 9311700650. KOLKATA: RENAULT KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD) Ph: 8527234918, RENAULT KOLKATA SOUTH (ALIPORE) Ph: 8527240425, RENAULT RAJARHAT Ph: 8527240370, RENAULT BT ROAD Ph: 9311489001. RENAULT KHARAGPUR Ph: 9289937557.